বিজ্ঞাপন।

বঙ্গের আদি কবি চণ্ডীদাস ঠাকুরের কবিতা এবং জীবনী যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা প্রকাশিত হইল। পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, এরূপ রাশীকৃত নূতন পদ আমি সন্নিবেশিত করিয়াছি। দুরূহ শব্দের অর্থ ও টীকা করিতে আমি ত্রুটি করি নাই। পদ কল্পতরু গ্রন্থ তিনখানি আমি বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া মিলাইয়া লইয়াছি। পদামৃত সমুদ্র, পদকল্পলতিকা, ক্ষণদা, গীতরত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ আমি যত্ন সহকারে দেখিয়াছি। লীলা সমুদ্র, গীতকল্পতরু, পদার্ণব সারাবলী ইত্যাদি বিবিধ সুপ্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থ হইতে বহুল পদ সংগ্রহ করিতে পাইয়াছি। পদ সমুদ্র নামক বহু প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থ আমি সম্পূর্ণ দেখিতে পাই নাই, সেই জন্য মনে হয় ২।৫টি পদ অপ্রকাশিত রহিয়াছে। ভগবানের কৃপা-দৃষ্টি হইলে দ্বিতীয়বারে উহা প্রকাশিত করিব। আমি যত্ন পরিশ্রম করিবার কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই এক্ষণে ইহা সাধারণের নিকট আদরণীয় হইলে কৃতার্থ হইব। ইতি

মেহেরপুর।
২১শে ভাদ্র, ১৩০০।
1893

শ্রীরমণীমোহন মল্লিক।

সূচীপত্র।

বিষয়।				পৃষ্ঠা।

জীবনী ও সমালোচনা।

ইউরোপ, আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশে যে সকল কবি ও গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ সকল এবং তাঁহাদের বিশদ জীবনী যে কেবল তত্তৎ দেশে বিদ্যমান রহিয়াছে এমন নহে; দেখিতে গেলে তৎসমস্ত অধুনা সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছে। বাঙ্গালার প্রধান ও আদি কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি। উক্ত দুই মহাত্মার মত কবি বঙ্গদেশে আর যে কখনও জন্ম গ্রহণ করিবেন এমন বোধ হয় না। উক্ত কবিদ্বয়ের জীবনী ও তাঁহাদের রচিত কবিতাগুলি বঙ্গের ঘরে ঘরে বিদ্যমান থাকিয়া গৃহের শোভা সম্বর্দ্ধন করা আবশ্যক এবং বঙ্গবাসীগণ অমূল্য রত্নের অধিকারী বলিয়া আজ গৌরবান্বিত হওয়া বিধেয়। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় কবিদ্বয়ের রচিত পদাবলী আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে কদাচিৎ কোন গৃহে বিরাজ করিলেও, কবিদ্বয়ের জীবনী কোন গৃহে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। যদি কোন মহাজন কবিদ্বয়ের জীবনী লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইতেন, তবে আমাদিগকে আজ জীবনী সংগ্রহ করিবার জন্য এত বিপদগ্রস্ত হইতে হইত না। বিদ্যাপতির জীবনী যাহা জানিতে পারা যায়, তাহাতে আকাঙ্ক্ষা কথঞ্চিৎ মিটিয়া যায় বটে, কিন্তু চণ্ডীদাসের জীবনী যাহা পাওয়া যায় তাহাতে আকাঙ্ক্ষা না মিটিয়া, হৃদয়ে নিরতিশয় ক্লেশ উপস্থিত হয়।

চণ্ডীদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। জেলা বীরভূমের অন্তর্গত সাঁকুলিপুর থানার অন্তঃপাতী নান্নুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। নান্নুর যাইতে হইলে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেল পথের আহাম্মদপুর ষ্টেসন হইতে যাওয়াই সুবিধাজনক। নান্নুর আহাম্মদপুর ষ্টেসন হইতে পূর্ব্ব দিকে

প্রায় দশ ক্রোশ এবং বীরভূম অর্থাৎ সিউড়ি হইতে পূর্ব্ব দিকে বারো ক্রোশ দূরবর্ত্তী। আহাম্মদপুর ষ্টেসনে গো যান ভিন্ন অন্য যান পাওয়া যায় না সুতরাং নান্নুর গমনাগমন বড় ক্লেশকর। বীরভূম হইতে নান্নুর যাইতে হইলে গো যান এবং পালকী উভয়বিধ যানই পাওয়া যায়। নান্নুর অতি গণ্ডগ্রাম, কিন্তু বাঙ্গালার আদি ও প্রধান কবি চণ্ডীদাসের জন্ম স্থান বলিয়া আজ উজ্জ্বলিত ও গৌরবাস্পদ।

চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে বিদ্যাপতির জন্ম হয় এবং ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটে নাই বোধ হয়। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সমসাময়িক লোক ছিলেন। কেহ কেহ গোবিন্দ দাসকে বিদ্যাপতির সমসাময়িক লোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু গোবিন্দ দাসের জীবনী আমার আলোচ্য বিষয় নহে সেই জন্য তিনি চণ্ডীদাসের সাময়িক লোক ছিলেন কি না তাহার মীমাংসা করিবার আবশ্যক নাই। চণ্ডীদাসের সহিত বিদ্যাপতির বন্ধুত্ব ছিল এবং তাঁহারা সময়ে সময়ে কবিতা লিখিয়া পরস্পরের নিকট পাঠাইতেন। উভয়ে উভয়ের গুণগ্রাম শ্রবণ করিয়া একবার বসন্ত সময়ে সুরধনীতীরে বটবৃক্ষতলে পরস্পর সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত গীতে তাঁহাদের পরস্পরের সাক্ষাতের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে-যথা,—

"চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতি গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি তব চণ্ডীদাস গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ॥
দুঁহু উৎকণ্ঠিত ভেল।
সঙ্গহি রূপ নারায়ণ কেবল বিদ্যাপতি চলি গেল॥
চণ্ডীদাস তব রহই না পারই চললহি দরশন লাগি।
পন্থহি দুঁহু জন দুঁহু গুণ গায়ত দুঁহু হিয়ে দুঁহু রহু জাগি॥
পন্থহি দুঁহু দোঁহা দরশন পাওল লখই না পারই কোই।
দুঁহু দোঁহ নাম শ্রবণে তহি জানল রূপ নারায়ণ গোই॥"

প, ক, ত।

ঐ সাক্ষাতকার সময়ে উভয়ের পাণ্ডিত্য, কবিত্ব ও রসিকতা প্রকাশক প্রশ্নোত্তরাবলী এখনও বিদ্যমান আছে। উভয়ে যারপরনাই সদালাপে ও শাস্ত্রীয় বিচারে প্রীত হইয়াছিলেন।

প্রশ্ন যথা,—

(চণ্ডীদাস)

"সময় বসন্ত যাম দিন মাঝহি বটতলে সুরধনী তীর।
চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মিলল পুলক কলেবর গির॥
দুহুঁ জন ধৈরজ ধরই না পার।
সঙ্গহি রূপ নারায়ণ কেবল দুহুঁক অবশ প্রতিকার॥
ধৈরজ ধরি দুহুঁ নিভৃতে আলাপই পুছত মধুর রস কি?
রসিক হইতে কিয়ে রস উপজায়ত রস হইতে রসিক কোহি!
রসিক হইতে রসিক কিয়ে হওত রসিক হইতে রসিকা।
রতি হইতে প্রেম প্রেম হইতে রতি কিয়ে কাহে মানক অধিকা॥
পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে * শুনতহি রূপ নারায়ণ।
কহ বিদ্যাপতি ইহ রস কারণ লছিমা পদ করি ধ্যান॥"

গী, ক, ত।

উত্তর যথা,—

(বিদ্যাপতি)

"রসের কারণ রসিকা রসিক,
কায়াটী ঘটনে রস।
রসিক কারণ, রসিকা হোয়ত,
যাহাতে প্রেম বিলাস॥"

* * *

* বিদ্যাপতির উপাধী।

উঁহাদের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধীয় বিবরণের কোন অংশ কাল্পনিক বলিয়া বোধ হয় না। ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়। বিদ্যাপতির জন্ম যদি ন্যূনাধিক ১৩৪০ শকে (১৪১৮ খৃষ্টাব্দে) অর্থাৎ চৈতন্যদেবের জন্মের ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বে হইয়া থাকে তবে চণ্ডীদাসও সেই সময়েই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন স্থির করিতে হইবে। কবি-চরিত গ্রন্থে শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন "চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে কবি বিদ্যাপতি অনেক বাঙ্গালা পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন।" এতদনুসারে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েই পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে নবোদিত সমুজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপে আবির্ভূত হইয়া, কবিত্বরশ্মি বিকীর্ণ করিয়াছিলেন বলিতে হইবে। আরও চৈতন্যদেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণের সুললিত কবিতা পাঠ ও শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিতেন ইহার পরিচয় চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। যথা :—

মধ্যখণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গিতি
কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ॥"

মধ্যখণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে—

"বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীত গোবিন্দ।
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ॥"

এবং অন্ত্যখণ্ডের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে—

"বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীত গোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ॥
মধ্যে মধ্যে আপনাকে প্রভু শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ করে প্রভু বিলাপ করিয়া॥"

অতএব চণ্ডীদাস যে চৈতন্যদেবের জন্মের বহু পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। চৈতন্যদেবের জীবদ্দশায় অথবা পরে যে সকল বৈষ্ণব কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা চৈতন্যদেব অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে ঈশ্বর জ্ঞান করিতেন এবং তাঁহারা স্ব স্ব গ্রন্থারম্ভে অবশ্যই তাঁহার রূপ গুণ বর্ণনা ও বন্দনা করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ গুণ বর্ণন এক্ষণে গৌরচন্দ্রিকা নামে অভিহিত হইয়াছে। চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতির কবিতায় গৌরাঙ্গের নাম আদৌ উল্লেখ নাই; সুতরাং ইহা স্থির নিশ্চয় যে চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের পূর্ব্বের লোক। আরও কোন কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় চৈতন্যদেব তাঁহার জীবদ্দশায় যেখানে কৃষ্ণভক্তগণের নাম শুনিয়াছেন সেইখানেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। চণ্ডীদাস শ্রীগৌরাঙ্গের সাময়িক লোক হইলে তিনি অবশ্যই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে তাহার উল্লেখ থাকিত। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবি বৈষ্ণবদাস ও নরহরিদাস কবিতায় চণ্ডী-দাসের গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা ঃ—

বৈষ্ণবদাস—

"জয় জয়দেব কবি নৃপতি শিরোমণি বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডীদাস রস শেখর অখিল ভুবনে অনুপাম॥
যা কর রচিত মধুর রস নিরমল গদ্য পদ্যময় গীত।
প্রভু মোর গৌরচন্দ্র আস্বাদিলা রায় স্বরূপ সহিত॥
যবহু এ ভাব উদয় করু অন্তরে ওর গায়ই দুঁহু মেলি।
শুনইতে হায় পাষাণ গলি যাওত ঐছন সুমধুর কেলি॥
আছিল গোপতে যতন করি পঁহু মোর জগতে করল পরকাশ।
সো রস শ্রবনে পরশ নহি হোয়ল রোয়ল বৈষ্ণবদাস॥"

গী, ক, ত ও প, ক, ত

এবং কবি নরহরিদাস—

"জয় জয় চণ্ডীদাস দয়াময় পণ্ডিত সকল গুণে।
অনুপম যার যশ রসায়ণ গায়ত জগৎ জনে॥
বিপ্রকুলোদ্ভব ভুবনে পূজিত অতুল আনন্দদাতা।
যার তনু মন রঞ্জন না জানি কি দিয়া করিল ধাতা॥
সদত যে রসে ডগমগ নব ভাবত বুঝিবে কে।
যাহার শিরে ঝোরে পশুপাখী পিরীতে মজিল সে॥
শ্রীরাধা গোবিন্দ কেলি বিলাস বাসল বিবিধ মতে।
কবিবর চারু নিরুপম মহী ব্যপিল যাহার গীতে॥
শ্রীনন্দ নন্দন নবদ্বীপপতি গৌরাঙ্গ আনন্দ হয়্যা।
যাহার গীতামৃত আস্বাদে স্বরূপ রায় রামানন্দ লয়্যা॥
পরম পাণ্ডিত্য সঙ্গীত গন্ধর্ব্ব জিনিয়া যাহাব গান।
অনুক্ষণ কীর্ত্তনানন্দে মগন পরম করুণাবান॥
বৃন্দাবনে রতি যার তার সঙ্গ সতত সে সুখে ভোর।
রসিক জনার প্রাণধন গুণ বর্ণিতে নাহিক ওর॥
চণ্ডীদাস পদে যার রতি সে পিরীতি মরম জানে।
পিরীতি বিহীন জনে ধিক রহু দাস নরহরি ভণে।"

গী, ক, ত।

উক্ত দুই কবিতায় চণ্ডীদাস যে চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

সন ১২৮০ সালের ১০ই পৌষ তারিখের সোমপ্রকাশে কোন পত্র-প্রেরক লিখিয়াছেন * * * *

চণ্ডীদাসের ১৩৩৯ শকে জন্ম ও ১৩৯৯ শকে মৃত্যু হয়। ইঁহার পিতার নাম দুর্গাদাস বাগচী—ইঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম গীত চিন্তামণি।" পত্র প্রেরক মহাশয়ের উক্তি কাল্পনিক বলিয়া মনে করা যায় না। চণ্ডীদাসের ১৩৩৯ শকে অর্থাৎ ১৪১৭

খৃষ্টাব্দে জন্ম এবং ১৩৩৯ শক অর্থাৎ ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন এ কথা সম্পূর্ণ সম্ভব তবে উক্ত পত্র প্রেরক মহাশয়ের অন্যান্য উক্তি কতদূর প্রামাণিক তাহা বলা যায় না।

বড়ই পরিতাপের বিষয় চণ্ডীদাসের মত মহাজনের জন্মের দিন বা মাস নিরূপিত হয় না। তাঁহার মাতার নাম জানা দূরে থাকুক, তাঁহার পিতার নাম দুর্গাদাস বাগচী কি না তাহাও নিঃসংশয়িতরূপে স্থির করা যায় না।

চণ্ডীদাস বাল্যকালে কি প্রকার শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা জানিতে পারা যায় না। বাল্যকাল হইতে তিনি তামাকপ্রিয় ছিলেন এবং মদ্যপান করিতেন। মদ্যপান করিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে "চণ্ডে মাতাল" বলিয়া ডাকিত।

চণ্ডীদাস বাল্যকাল হইতে ঘোর বামাচারি শাক্ত ছিলেন এবং নান্নুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত বিশালাক্ষী দেবীর সেবা ও অর্চনা করিতেন। বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। বিশালাক্ষী দেবী চতুর্ভুজাকৃতি এবং শিবের উপর সংস্থিতা। তাহা একখণ্ড পাষাণে খোদিত। পূর্ব্বে মদ্য মাংস দিয়া দেবীর পূজা হইত, এক্ষণে আর সে নিয়ম নাই। মধ্যে মধ্যে কেহ ছাগ বলী দিয়া থাকে মাত্র। প্রত্যহ মৎস্য ভোগ হইয়া থাকে।

বাশুলী শব্দ বিশালাক্ষীর অপভ্রংশ মাত্র। চণ্ডীদাস বিশালাক্ষী দেবীর আদেশে কৃষ্ণপরায়ণ হইয়া ক্রমে পরম প্রেমিক বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। তাঁহার বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ সম্বন্ধে একটি সুন্দর কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। গোবিন্দদাস সম্বন্ধেও এই প্রকার একটি উপাখ্যান প্রচলিত আছে কিন্তু তাহার সহিত সমালোচ্য জনশ্রুতির অতি সামান্য সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। একদিন চণ্ডীদাস স্নানার্থে নদী তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন একটি পদ্মকোরক জলে ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি যত্ন সহকারে ফুলটি তুলিয়া লইয়া ভাবিলেন "ফুলটি কি মনোহর!

এবং কবি নরহরিদাস—

“জয় জয় চণ্ডীদাস দয়াময় পণ্ডিত সকল গুণে।
অনুপম যার যশ রসায়ণ গায়ত জগৎ জনে॥
বিপ্রকুলোদ্ভব ভুবনে পূজিত অতুল আনন্দদাতা।
যার তনু মন রঞ্জন না জানি কি দিয়া করিল ধাতা॥
সদত যে রসে ডগমগ নব ভাবত বুঝিবে কে।
যাহার শিরে ঝোরে পশুপাখী পিরীতে মজিল সে॥
শ্রীরাধা গোবিন্দ কেলি বিলাস বাসল বিবিধ মতে।
কবিবর চারু নিরুপম মহী ব্যপিল যাহার গীতে॥
শ্রীনন্দ নন্দন নবদ্বীপপতি গৌরাঙ্গ আনন্দ হয়্যা।
যাহার গীতামৃত আস্বাদে স্বরূপ রায় রামানন্দ লয়্যা॥
পরম পাণ্ডিত্য সঙ্গীত গন্ধর্ব্ব জিনিয়া যাহার গান।
অনুক্ষণ কীর্ত্তনানন্দে মগন পরম করুণাবান॥
বৃন্দাবনে রতি যার তার সঙ্গ সতত সে সুখে ভোর।
রসিক জনার প্রাণধন গুণ বর্ণিতে নাহিক ওর॥
চণ্ডীদাস পদে যার রতি সে পিরীতি মরম জানে।
পিরীতি বিহীন জনে ধিক রহুঁ দাস নরহরি ভণে।”

গী, ক, ত।

উক্ত দুই কবিতায় চণ্ডীদাস যে চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

সন ১২৮০ সালের ১০ই পৌষ তারিখের সোমপ্রকাশে কোন পত্র-প্রেরক লিখিয়াছেন “ * * * *

চণ্ডীদাসের ১৩৩৯ শকে জন্ম ও ১৩৯৯ শরে মৃত্যু হয়। ইঁহার পিতার নাম দুর্গাদাস বাগচী—ইঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম গীত চিন্তামণি।” পত্র প্রেরক মহাশয়ের উক্তি কাল্পনিক বলিয়া মনে করা যায় না। চণ্ডীদাসের ১৩৩৯ শকে অর্থাৎ ১৪১৭

খৃষ্টাব্দে জন্ম এবং ১৩৩৯ শক অর্থাৎ ১৪১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন এ কথা সম্পূর্ণ সম্ভব তবে উক্ত পত্র প্রেরক মহাশয়ের অন্যান্য উক্তি কতদূর প্রামাণিক তাহা বলা যায় না।

বড়ই পরিতাপের বিষয় চণ্ডীদাসের মত মহাজনের জন্মের দিন বা মাস নিরূপিত হয় না। তাঁহার মাতার নাম জানা দূরে থাকুক, তাহার পিতার নাম দুর্গাদাস বাগচী কি না তাহাও নিঃসংশয়িতরূপে স্থির করা যায় না।

চণ্ডীদাস বাল্যকালে কি প্রকার শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা জানিতে পারা যায় না। বাল্যকাল হইতে তিনি তামাকপ্রিয় ছিলেন এবং মদ্যপান করিতেন। মদ্যপান করিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে "চণ্ডে মাতাল" বলিয়া ডাকিত।

চণ্ডীদাস বাল্যকাল হইতে ঘোর বামাচারি শাক্ত ছিলেন এবং নান্নুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত বিশালাক্ষী দেবীর সেবা ও অর্চ্চনা করিতেন। বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। বিশালাক্ষী দেবী চতুর্ভুজাকৃতি এবং শিবের উপর সংস্থিতা। তাহা একখণ্ড পাষাণে খোদিত। পূর্ব্বে মদ্য মাংস দিয়া দেবীর পূজা হইত, এক্ষণে আর সে নিয়ম নাই। মধ্যে মধ্যে কেহ ছাগ বলী দিয়া থাকে মাত্র। প্রত্যহ মৎস্য ভোগ হইয়া থাকে।

বাশুলী শব্দ বিশালাক্ষীর অপভ্রংশ মাত্র। চণ্ডীদাস বিশালাক্ষী দেবীর আদেশে কৃষ্ণপরায়ণ হইয়া ক্রমে পরম প্রেমিক বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। তাঁহার বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ সম্বন্ধে একটি সুন্দর কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। গোবিন্দদাস সম্বন্ধেও এই প্রকার একটি উপাখ্যান প্রচলিত আছে কিন্তু তাহার সহিত সমালোচ্য জনশ্রুতির অতি সামান্য সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। একদিন চণ্ডীদাস স্নানার্থে নদী তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন একটি পদ্মকোরক জলে ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি যত্ন সহকারে ফুলটি তুলিয়া লইয়া ভাবিলেন 'ফুলটি কি মনোহর!

এই ফুলটি কি নির্ম্মাল্য?—না, নির্ম্মাল্য হইলে ফুলটি প্রস্ফুটিত থাকিত। ফুলটি নির্ম্মাল্য নহে সিদ্ধান্ত করিয়া, মনে মনে ভাবিলেন, আজ এই সুন্দর ফুলে মা বিশালাক্ষীর পূজা করিব। স্নান কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া তিনি বড়ই আনন্দ সহকারে মাতা বিশালাক্ষীর পূজা করিতে বসিলেন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভগবতীকে ফুলটি অর্পণ করিতেছেন এমত সময়ে ভগবতী আবির্ভূতা হইয়া চণ্ডীদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হে ভক্ত, সাধকাগ্রগণ্য! ও ফুল আমার চরণে তুমি অর্পণ করিও না, ও ফুল আমার মাথায় দেও"। চণ্ডীদাস সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, ভগবতী স্বয়ং সম্মুখে আবির্ভূতা। চণ্ডীদাসের আর আনন্দের সীমা রহিল না। অমনই করযোড়ে বলিয়া উঠিলেন, "মাগো, যোগী ঋষি কত যজ্ঞ, কত ব্রত, কত তপ করিয়া তোমাকে পায় না, আজ আমার কি সৌভাগ্য যে তুমি আমাকে দর্শন দিয়াছ। যাহা হউক মা আমি ভক্তি সহকারে তোমার চরণে ফুলটি অর্পণ করিতেছিলাম কেন তুমি তাহা তোমার মাথায় দিবার জন্য আদেশ করিতেছ?" ভগবতী বলিলেন, "হে ভক্তশ্রেষ্ঠ! ও ফুলটিতে আমার গুরুর অর্চ্চনা হইয়াছে, অতএব উহা আমার মাথায় দেও"। চণ্ডীদাস উত্তর করিলেন, "সে কি মা, তোমার আবার, গুরু কে আছে?" ভগবতী বলিলেন, "বৈকুণ্ঠপতি শ্রীগোবিন্দ আমার গুরু"। চণ্ডীদাস বলিলেন "মাগো তিনি যদি তোমারও পূজ্য হন তবে আমিও অতঃপর তাঁহাকে পূজা করিব"। ভগবতী "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। চণ্ডীদাস সেই হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিলেন এবং বৈষ্ণবদিগের নিকট গমনাগমন করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্বোপদেশ ও সাধন প্রণালী শিক্ষা করিতে লাগিলেন। চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব ধর্ম্ম পরিগ্রহ সম্বন্ধে অন্যরূপ কিম্বদন্তীও প্রচলিত আছে। কথিত আছে একদা রাত্রি কালে তামাক খাইবার নিমিত্ত অগ্নি সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে চণ্ডীদাস গৃহ বহির্গত হইলেন, দূরে প্রজ্জলিত অগ্নি-

শিখা দেখিয়া তৎসমীপস্থ হইতে প্রযত্নবান হইলেন। তিনি নিকটস্থ হইলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল, এবং সহসা ভগবতী আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী রচনা করিতে আদেশ করিলেন। কবিকুল চূড়ামণি চণ্ডীদাস তদবধি শ্রীকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক মধুবর্ষী পদাবলী রচনা করিয়া এ মর জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন এবং দীনা বঙ্গভাষাকে অনন্তকালের নিমিত্ত গৌরবান্বিতা করিয়াছেন। জানিতে পারিলেন প্রকৃতি ভিন্ন সাধনা হয় না এবং সেই প্রকৃতি বিবাহ করিলে মিলে না, অথবা অর্থ দিয়া পাওয়া যায় না,—উভয়ের সাক্ষাৎ মাত্র নয়নে নয়নে মিলন হইয়া উভয়ের মন মিল হইলে সেই প্রকৃতি পাওয়া যায়। তিনি বিবাহ করিলেন না। জয়দেবের যেরূপ পদ্মাবতীর সহিত প্রসক্তির জনশ্রুতি আছে সেইরূপ বিদ্যাপতির লছিমার সহিত প্রসক্তির প্রবাদ আছে। চণ্ডীদাসও নান্নুর নিবাসিনী রামিনী নাম্নী রজকাঙ্গনার সহিত প্রসক্তি করিয়াছিলেন শুনিতে পাওয়া যায়। চণ্ডীদাস স্বয়ংই নিম্নলিখিত পদে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। পদ যথা :—

"গোকুল নগরে, ইন্দ্র পূজা করে,
দেখি আইল যত নারী।

রজকী সঙ্গতী, চণ্ডীদাস গতি,
রচিল আনন্দ বটে।
দোকান দাকান, হলো সমাধান,
সকল গেল যে লুটে ॥" ৩৪ পৃষ্ঠা।

চণ্ডীদাস "রামি" সম্বোধনে অনেক পদ রচনা করিয়াছেন, পরে তাহা দেখাইব। বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে উপদিষ্ট হওয়া ব্যতীত চণ্ডীদাসের জীবনে আর একটি সামান্য ঘটনা ঘটিয়াছিল শুনা যায়।

একদিন তিনি হাটে মাছ কিনিতে গিয়াছিলেন। মেছুনীর নিকট হইতে তিনি যে পরিমাণ মাছ কিনিয়াছিলেন, আর একটি লোক আসিয়া সেই মূল্যে তদপেক্ষা বেশী মাছ লইয়া গেল দেখিয়া চণ্ডীদাস বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় আমি যে মূল্য দিয়াছি আপনিও সেই মূল্য দিলেন, অথচ আপনাকে বেশী মাছ দিবার কারণ কি ?" সেই ব্যক্তি উত্তর করিলেন "উহার সহিত আমার পিরীত আছে"। চণ্ডীদাস এই ঘটনার পর এক প্রকার প্রেমোন্মত্ত হইয়া প্রকৃতি অন্বেষণে বহির্গত হইলেন এবং নদী তীরে সহসা রামিনী নাম্নী এক রজকাঙ্গনাকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় মন মজিয়া গেল। চণ্ডীদাস প্রত্যহ মাছ ধরিবার ছল করিয়া রামিনী যে ঘাটে কাপড় কাচিত সেই ঘাটে গিয়া বসিয়া থাকিতে লাগিলেন। ক্রমে চণ্ডীদাস, পিতা মাতা ও গৃহ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া রজকীর গৃহে বসবাস করিতে আরম্ভ করিলেন। চণ্ডীদাস রজকীর আলয়ে নিয়ত বাস করিতেছেন দেখিয়া, গ্রামস্থ ব্রাহ্মণেরা তাঁহার পিতাকে সমাজচ্যুত করিলেন। চণ্ডীদাস পিতা মাতার সম্পূর্ণ অসম্মতিতে রজকীর আলয়ে বাস করিতেছেন বুঝিয়া, ব্রাহ্মণেরা তাঁহার পিতাকে বলিলেন, "চণ্ডীদাস যদি একেবারে রজকীর সংস্রব ত্যাগ করে, তবে আমরা তোমাকে পুনরায় সমাজ-ভুক্ত করিয়া লইতে পারি।" চণ্ডীদাসের পিতা মাতা পুত্রকে অনেক-বার ডাকিয়া পাঠাইলেন কিন্তু তিনি কিছুতেই বাটী আসিলেন না। যখন দেখিলেন চণ্ডীদাস কিছুতেই বাটী আসিলেন না তখন অনন্যো-পায় হইয়া তাঁহার মাতা স্বয়ং রজকীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং পুত্রকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বাটী আনিলেন। ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন হইল এবং যথা সময়ে ব্রাহ্মণেরা ভোজনে উপবিষ্ট হইলে চণ্ডীদাস অন্ন আনিবার জন্য থালা হস্তে লইয়া পাক-শালায় গমন করিলেন। রজকী এদিকে কাপড় কাচিতে কাচিতে শুনিলেন যে, চণ্ডীদাস জাতিতে উঠিতেছে। আর তাঁহার বিলম্ব সহিল

না, তন্দণ্ডে একটি কাপড়ের মোট স্কন্ধে ফেলিয়া, আর একটি বাহু-মূলে লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে চণ্ডীদাসের বাটীতে ধাবিতা হইলেন। ব্রাহ্মণেরা রামিনীকে তদবস্থায় দেখিয়া উপহাস করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে চণ্ডীদাসও ভাতের থালা লইয়া উপস্থিত হইলেন। রজকী বলিয়া উঠিলেন, "কিরে চণ্ডে! তুই নাকি আমায় ছেড়ে জাতে উঠছিস?" চণ্ডীদাসের আর বাকস্ফূর্ত্তী হইল না, ভাতের থালা হাতে লইয়াই অমনি রজকীকে আলিঙ্গন করিলেন। ব্রাহ্মণেরা দেখিতে পাইলেন, চণ্ডীদাসের দুই হস্ত ভাতের থালায় আবদ্ধ ছিল, কিন্তু যেন আর দুইটি হস্ত বহির্গত হইল এবং তদ্দ্বারা তিনি রজকীকে আলিঙ্গন করিলেন। রজকীরও সেই সময়ে শরীর হইতে এক অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ নির্গত হইল। ব্রাহ্মণেরা এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং রজকী সামান্যা নারী নহে বিবেচনা করিয়া, তাহাকে পরিবেশন করিবার অনুমতি দিলেন। পরিবেশন করিতে করিতে রজকীর অবগুণ্ঠন হঠাৎ স্খলিত হওয়ায়, তিনি যেন আরও দুইটি হস্ত বাহির করিয়া তাহা টানিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণেরা এবংবিধ অভূতপূর্ব্ব ঘটনা সকল দেখিয়া চণ্ডীদাসের জাতি মারিবার সংকল্প ত্যাগ করিলেন।

শুনা যায় চণ্ডীদাস একবার প্রাণত্যাগ করেন। অসুখের সময় রজকী দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেও কেহ তাঁহাকে দেখিতে দেয় নাই। যখন চণ্ডীদাসের আত্মীয় কুটুম্বেরা শ্মশানে শব রাখিয়া দাহনের ব্যবস্থা করিতেছেন, তখন সহসা কোথা হইতে রজকী আসিয়া চণ্ডীদাসের শবকে তিনবার পদাঘাত করিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কিরে চণ্ডে! তুই নাকি আমায় ছেড়ে যাচ্ছিস?" চণ্ডীদাস যেন গভীর নিদ্রাভঙ্গের পর উঠিয়া রজকীকে আলিঙ্গন করিলেন।

উপরোক্ত উপাখ্যানগুলির উপর বিশ্বাস স্থাপন করা কঠিন হইলেও, ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি সামান্য লোক

ছিলেন না এবং তিনি একজন যথার্থ প্রেমিক, নির্লিপ্ত এবং রসিক-ভক্ত ছিলেন।

চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণ প্রীত্যর্থে রামিনীর সঙ্গ করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে কাম গন্ধ ছিল না। এ কথা তাঁহার কয়েকটি কবিতা পাঠ করিলে উপলব্ধ হয়। একটি কবিতা নিম্নে লিখিত হইল।

"শুন রজকিনী রামি!

* * *

রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ,
কাম গন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম,
বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥" ২২৭ পৃষ্ঠা।

চণ্ডীদাস শৃঙ্গার রস সাধারণ লোকের মত দেখেন নাই। শৃঙ্গার রস তিনি যে ভাবে গ্রহণ করিতেন তাহা নিম্নলিখিত কবিতা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়।

"শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে।

* * *

চণ্ডীদাস কহে না বুঝে কেহ।
যে জন রসিক বুঝয়ে সেহ॥" ২৩৮ পৃষ্ঠা।

চণ্ডীদাসের প্রেম বড়ই বিশুদ্ধ। তিনি উপভোগ ও প্রেম উভয়কে স্বতন্ত্র ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত রাগাত্মিক পদগুলি এতদ্বিষয়ক প্রমাণস্থল। বাহুল্য ভয়ে একটিমাত্র পদ উদ্ধৃত করিলাম।

"মরম কহিতে, শরম না রয়,
নাহি বেদ বিধি রস।

* * *

রজনী দিবসে, হব পরবশে,
স্বপনে রাখিব লেহা।
একত্র থাকিব, নাহি পরশিব,
ভাবিনী ভাবের দেহা॥
* * " ২৫৪ পৃষ্ঠা।

চণ্ডীদাস বহুসংখ্যক রাগাত্মিক পদ রচনা করিয়াছিলেন। ঐ সকল কবিতায় কখন তিনি উপদেশকর্ত্রী বাশুলী স্মরণে কখন বা রাগাত্মিক স্ফূর্ত্তী স্বরূপা রামিনীকে স্মরণে রসিকতা ও ব্যঙ্গ বা শ্লেষ-সূচক সম্বোধন করিয়াছেন।

রজকী ও চণ্ডীদাসের ব্যবহার সম্বন্ধে একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ইহা বাস্তবিকই চূড়ান্ত প্রেমের আদর্শ।

"কহিছে রজকিনী রামি, শুন চণ্ডীদাস তুমি,
নিশ্চয় মরম কহি জানে।
* * *
শুন চণ্ডীদাস প্রভু, ভজন না হয় কভু,
মনের বিকার ধর্ম্ম জানে।
সাধন শৃঙ্গার রস, ইহাতে হইবে বশ,
বস্তু আছে দেহ বর্ত্তমানে॥"
২৩১ পৃষ্ঠা।

শ্রীকৃষ্ণ প্রীত্যর্থে তিনি প্রেম করিয়াছিলেন, রূপ যৌবন বা উপভোগ লালসায় করেন নাই। চণ্ডীদাসের প্রেম বিশুদ্ধ—স্বর্গীয়।

চণ্ডীদাস তাঁহার প্রেমের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে অমৃতময়ী পদে শ্রীরাধা কৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। পদগুলি যেমন মধুর তেমনই স্বাভাবিক। পদগুলির যেমন ভাব আবার তেমনই শোভা।

কোন্‌টি উৎকৃষ্ট তাহা বাছিয়া লওয়া বড়ই দুরূহ ব্যাপার। যাহাহউক কয়েকটি মাত্র পদ আমি এস্থলে উল্লেখ করিতেছি।

চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধা সমীপে

"কানুর পিরীতি, কুহকের রীতি,
সকলি মিছাই রঙ্গ।

* * *

চণ্ডীদাস কয়, বাজি মিছে নয়,
রঙ্গ কে বুঝিতে পারে॥"

৩৬ পৃষ্ঠা।

বাজিকর বেশে,

"বাদিয়ার বেশ ধরি, বেড়ায় সে বাড়ী বাড়ী,
আইলেন ভানুর মহলে।

* * *

দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, বাদিয়া যে এই নয়,
বুঝিয়া দেখহ আপন মনে॥"

৩২ পৃষ্ঠা।

বাদিয়ার বেশে,

"ধরি নাপিতিনী বেশ, মহলেতে পরবেশ,
যেখানেতে বসিয়াছে রাই।

* * *

দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়, এই নাপিতিনী নয়,
কামাইলা যাও নিজ ঘরে॥"

৩৮ পৃষ্ঠা।

নাপিতিনী বেশে,

"গোকুল নগরে, ইন্দ্র পূজা করে,
দেখি আইল যত নারী।

* * *

দোকান দাকান, হলো সমাধান,
সকল গেল যে লুটে ॥"

৩৪ পৃষ্ঠা।

দোকানী বেশে,

"একদিন মনে রভস কাজ।
মালিনী হইল রসিক রাজ ॥

*   *   *   ৪১ পৃষ্ঠা।

মালিনী বেশে,

"দেয়াশিনী বেশে, মহলে প্রবেশে,
রাধিকা দেখিবার তরে।"

*   *   *   ৪৫ পৃষ্ঠা।

দেয়াশিনী বেশে,

"গোকুল নগরে, ফিরি ঘরে ঘরে,
বেড়াই চিকিৎসা করি।"

*   *   *   ৪২ পৃষ্ঠা।

চিকিৎসক বেশে,

"নাগর আপনি, হৈলা বণিকিনী,
কৌতুক করিয়া মনে !

*   *   ৪৮ পৃষ্ঠা।

এবং বেণ্যানী বেশে উপস্থিত করিয়া তাঁহার অদ্ভুত কল্পনা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের পিরীতি কত নিগূঢ় এবং তাঁহার গুণ কত বেশী তাহা শ্রীরাধিকা যেন এক মুখে বর্ণনা করিতে পারিতেছেন না। তিনি সখীদিগকে তাই বলিতেছেন

"আমি যাই যাই" বলি বোলে তিন বোল।

৮১ পৃষ্ঠা।

শ্রীরাধিকা একদিন গঞ্জনা অসহ্য হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কাঁদিয়া বলিতেছেন

"তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই॥"

* * * ৯৪ পৃষ্ঠা।

যদিও শ্রীরাধিকা মনে মনে বুঝেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ভাল বাসেন এবং তাঁহার দুঃখে দুঃখী তথাচ তিনি যথার্থই যে শ্রীরাধাকে ভাল বাসেন এবং তাঁহার দুঃখে দুঃখী ইহা শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে শুনিবার ইচ্ছা করেন তাই বলিয়াছেন

"কে মোর ব্যথিত আছে কারে কব দুখ?"

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসেন তাহা শ্রীরাধিকা জানেন কিন্তু তাঁহার মনে ভয় হইতেছে পাছে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকে কেহ ভাঙ্গাইয়া লয় এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে কানুর প্রেম ছুটিয়া যায় তাই বলিতেছেন

"এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।"

* * * ১১১ পৃষ্ঠা।

শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে ভাল বাসেন বলিয়া শ্রীরাধিকাকে লোকে নানা গঞ্জনা দেয়। শ্রীকৃষ্ণের রূপ কাল বলিয়া লোকের ভয়ে কোন কাল পদার্থই তিনি দেখিয়া দেখেন না, তাই মনের দুঃখে বলিয়াছেন

"কাল কুসুম করে, পরশ না করি ডরে,
এ বড় মনের মনোব্যথা।

* * * ১১০ পৃষ্ঠা।

পিপাসার নিমিত্ত হরিণী এবং আহারের নিমিত্ত মাছ লোভে পড়িয়া যেমন মারা যায় শ্রীরাধিকা সেইরূপ খলের কথায় কাণ পাতিয়া

লোভে পড়িয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। শ্যামের সহিত পিরীত করিয়া ভাল করেন নাই ভাবিয়া আক্ষেপ করিতেছেন

"দিবস রজনী, গুণ গণি গণি,
কি হৈল অন্তরে ব্যথা।

* * * ১৪২ পৃষ্ঠা।

চণ্ডীদাস প্রেমকে জগৎ অপেক্ষা অধিক দেখিয়াছেন। তিনি যথার্থই প্রেমে মজিয়াছিলেন।

"পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
এ তিন ভুবন সার।

ও * * * ১৬২ পৃষ্ঠা।

"পিরীতি পিরীতি, সব জন কহে,
পিরীতি সহজ কথা।"

ও * * * ১৬৬ পৃষ্ঠা।

"পিরীতি নগরে, বসতি করিব,
পিরীতে বাঁধিব ঘর।"

ও * * * ১৬৮ পৃষ্ঠা।

"পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
সিরজিল কোন ধাতা।

* * * " ৫৮ পৃষ্ঠা।

এবং আরও কতকগুলি কবিতা যথার্থই চূড়ান্ত প্রেমের কবিতা।

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হইতে উঠিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে শ্রীরাধিকার কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাকে শ্রীরাধিকা ভর্ৎসনা করিতেছেন। ভর্ৎসনাগুলি কি স্বভাবসিদ্ধ ও সুন্দর। হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াই তাই বলিয়া উঠিলেন।

"ভাল হইল আরে বঁধু আসিলা সকালে।

* * * ১৭৮ পৃষ্ঠা।

শুদ্ধ একটি নহে চণ্ডীদাস এ প্রকার ভৎর্সনাসূচক সুন্দর কবিতা ৫।৭টি রচনা করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে আর এখানে উদ্ধৃত করিলাম না।

শ্রীরাধিকার মান ভঞ্জন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বহুল যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না দেখিয়া তখন তিনি মনের দুঃখে চলিয়া গেলেন। শ্রীরাধিকার মনে তখন বড়ই নৈরাশ্য ও আক্ষেপ আসিয়া উপস্থিত হইলে, তিনি দুর্জ্জয় মান করিয়া ভাল করেন নাই ভাবিয়া আক্ষেপ করিতেছেন ও সখীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

"আপন শির হাম, আপন হাতে কাটিনু,
কাহে করিনু হেন মান।
* * * * ১৮৮ পৃষ্ঠা।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন, শ্রীরাধিকা যেন তাঁহার অদর্শনজনিত দুঃখ আর সহ্য করিতে পারিতেছেন না, তাই তিনি সখীকে ডাকিয়া অতি কাতর ভাবে শ্যামকে আনিতে পাঠাইতেছেন।

"সখিরে, বরষ বহিয়া গেল, বসন্ত আওল,
ফুটল মাধবীলতা।
* * * * " ১৯৯ পৃষ্ঠা।

আর একটি কবিতা কি স্বভাবসিদ্ধ ও মধুর। সখী মথুরা যাইব বলিয়া যাত্রা করিয়াছেন; শ্রীরাধিকার বলিবার কথা যেন ফুরায় নাই, তাই বারম্বার পিছু ডাকিয়া যেন বলিতেছেন।

"সখী কহবি কানুর পায়।
* * * * " ২০০ পৃষ্ঠা।

কাল আসিব বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ গিয়াছেন আর ফিরিয়া আসেন নাই। তাই শ্রীরাধিকা ভাবিতেছেন, কালের বাকি আর কত আছে? তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস কি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিতেছেন।

"কালি বলি কালা, গেল মধুপুরে,
সে কালের কত বাকি।
* * * * " ১৯৮ পৃষ্ঠা।

শ্রীরাধিকা একটি সুন্দর পাখী নয়ন-ফাঁদে ধরিয়া হৃদয় পিঞ্জরে রাখিয়াছিলেন এবং পাখীটি "রাধা" বুলি বলিত হঠাৎ মথুরায় পলাইয়া আসিয়াছে এবং কুবুজা তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে শুনিয়া সখী শ্রীরাধা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মথুরায় শ্যামের আগমনবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কবিতাটীর ভাব বড়ই মধুর। নিম্নে সেটি উদ্ধৃত করিলাম।

"শ্যাম শুক পাখী, সুন্দর নিরখি,
রাই ধরিল নয়ান ফান্দে।
* * * " ২০২ পৃষ্ঠা।

সখী শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাইলেন এবং শ্রীরাধিকার অন্তিমকালের অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "যদি সাধ থাকে তবে এই মূহুর্ত্তে চল, নতুবা আর দেখিতে পাইবে না।" অবস্থা বর্ণন বড়ই অতুলনীয় এবং তাহাতে মাধুর্য্য যেন মাখান রহিয়াছে। কবিতাটি উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"বিরহ কাতরা, বিনোদিনী রাই,
পরাণে বাঁচে না বাঁচে।
* * * ২০৩ পৃষ্ঠা।

শ্রীকৃষ্ণ সখীর বচন শুনিয়া শ্রীরাধিকাকে দেখিতে আসিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা উভয়ের মনে আনন্দের স্রোত বহিয়া যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গমন কালি অবধি বৃন্দাবনে যেন মলয়ানিল মৃদু মৃদু বহে নাই, নির্ম্মল চন্দ্র যেন উদয় হয় নাই। আজ শ্রীকৃষ্ণের আগমনে বৃন্দাবনের এবং শ্রীরাধা কৃষ্ণের কি অবস্থা ঘটিয়াছে তাহা চণ্ডীদাস নিম্নলিখিত পদে বড়ই সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

"শতেক বরষ পরে, বঁধুয়া মিলল ঘরে,
রাধিকার অন্তরে উল্লাস।"

* * * ২০৯ পৃষ্ঠা।

শ্রীরাধিকা মিনতি করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আত্মাবস্থা জানাইতেছেন।

"বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।"

* * * ২২১ পৃষ্ঠা।

আবার বলিতেছেন

"বঁধু হে নয়ানে লুকায়ে থোব।"

* * * ২১৯ পৃষ্ঠা।

পুনরায় বলিতেছেন

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে, জনমে জনমে,
প্রাণনাথ হৈয় তুমি॥"

* * * ২১২ পৃষ্ঠা।

আবার বলিতেছেন

"শ্যাম সুন্দর, স্মরণ আমার,
শ্যাম শ্যাম সদা সার।

* * * ২২৩ পৃষ্ঠা।

শ্রীকৃষ্ণ সাদরে তাহার উত্তর করিতেছেন।

"রাই তুমি সে আমার গতি।"
তোমার কারণে, রসতত্ত্ব লাগি,
গোকুলে আমার স্থিতি॥

* * * ২১৮ পৃষ্ঠা।

আবার বলিতেছেন,

"আর এক বাণী, শুন বিনোদিনি,
দয়া না ছাড়িও মোরে।

* * * ২২০ পৃষ্ঠা।

পুনরায় বলিতেছেন

"জপিতে তোমার নাম, বংশীধারী অনুপম,
তোমার বরণের পরি বাস।
* * * ২২২ পৃষ্ঠা।

কবিতাগুলির তুলনা নাই। কবিতাগুলি যেমন প্রাঞ্জল ও স্বাভাবিক তেমনই মধুর ও হৃদয়দ্রবকর। কবিতাগুলির সংখ্যা কম নহে সুতরাং সবগুলি উল্লেখ করিতে পারিলাম না।

বঙ্গে চণ্ডীদাসের মত সুকবি বড়ই বিরল। চণ্ডীদাস সাদাসিদা, সহজভাবে যে অমৃতময়ী কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহা অন্যের রচনায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার রচনা যেন স্বভাবের কোমল উৎস হইতে আপনিই নিঃসৃত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় তিনিই প্রধান ও প্রাচীন কবি। তাঁহার কবিতাগুলি এতই মধুর যে যতবারই তাহা পাঠ করা যায় ততবারই তাহা নূতন বলিয়া মনে হয় এবং হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রদান করে। চণ্ডীদাসের কবিতার ছটা ও ভাব বড়ই সুন্দর। আজ কাল সকল কবি, সকল গ্রন্থকার অনুকরণ করিবার কোন না কোন আদর্শ পাইয়াছেন এবং তাদৃশ সুযোগ থাকায় সকলেই কিছু না কিছু অনুকরণ করিয়াছেন কিন্তু চণ্ডীদাস যে সময়ের কবি.সে সময় কোন প্রকার অনুকরণের উপকরণ তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত ছিল না। তিনি যাহা রচনা করিয়াছেন সকলগুলিই তাঁহার স্বাভাবিকী-শক্তি সম্ভূত। বঙ্গভাষায় চণ্ডীদাসের তুলনা নাই।

আধুনিক কবি বৈষ্ণবদাসের একটি কবিতায় (যাহা ইহার পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে) আভাস পাওয়া যায় যে চণ্ডীদাস গদ্য এবং পদ্য উভয়বিধ রচনা করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস বিরচিত,

"সহজ আচার, সহজ বিচার,
সহজ বলি যে কায়?
* * * ২৪৮ পৃষ্ঠা।

পদে "গদ্য পদ্য" শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতেও বুঝিতে পারা যায় সে সময়ে গদ্য রচনা ছিল। কিন্তু চণ্ডীদাস গদ্য লিখিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ স্থল; কেননা তাঁহার রচিত কোন প্রকার গদ্য গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না এবং তৎসম্বন্ধে অন্য কোন নিদর্শনও দেখা যায় না। পদকল্পতরু, পদামৃত সমুদ্র এবং অন্যান্য প্রাচীন পদাবলীতে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত গীত সকল দেখিতে পাওয়া যায়। সকল দেশের প্রাচীন লেখকগণ সর্ব্ব প্রথমে পদ্যেরই রচনা করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে মহর্ষি বাল্মীকির মুখ হইতে প্রথমেই শ্লোকনিবদ্ধ রচনা নির্গত হইয়াছিল এবং অতি প্রাচীন বেদশাস্ত্রও শ্লোক ও সঙ্গীতময়। রামায়ণ, মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থ সমূহও কবিতাময়। গ্রীস দেশেও লিনস্, অর্ফিয়স্, মিউজিয়স্ হোমর, ইটালীতে লিবিয়স্ এণ্ড্রোনিকস্ প্রভৃতি কবিগণ প্রথমে পদ্যেরই রচনা করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রচনা বঙ্গভাষায় অতি প্রাচীন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং তাঁহারা গদ্যপ্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আজ কাল যে সকল গদ্য গ্রন্থ পাওয়া যায় তাহা চৈতন্যদেবের পূর্ব্বেকার গ্রন্থ নহে।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনা সমূহ পাঠ করিয়া বঙ্গভাষার বাল্যকাল সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা জন্মে। বঙ্গভাষার সেই শৈশব সময়ে অস্ফুট মধুর বাক্যাবলী স্মরণ ও আলোচনা করিয়া হৃদয় প্রীতিপূর্ণ আনন্দময় অপূর্ব্ব মোহে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠে এবং সেই অতীত কালে আপনাকে লইয়া গিয়া তদানীন্তন কোকিল কণ্ঠ কবিদ্বয়ের সাহত মিশিয়া তাঁহাদের অতুলনীয় কূজনের প্রতিধ্বনি করিতে বাসনা হয়। তৎকালে বঙ্গভাষা হিন্দি ও প্রাকৃতভাষার সংমিশ্রণে বড়ই সুললিত ও শ্রুতি সুখকর ছিল। যাঁহারা মনে করেন যে বিদ্যাপতি ত্রিহুত প্রদেশীয় লোক ছিলেন তাঁহারা বিদ্যাপতির রচনা মধ্যস্থ ব্রজবুলির সমাবেশ দর্শনেই তাদৃশ কল্পনা করিয়াছেন সন্দেহ নাই। বিদ্যাপতি কোন্

প্রদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য বিষয়ের বহির্ভূত। কিন্তু চণ্ডীদাস যে বঙ্গদেশীয় লোক ছিলেন, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। চণ্ডীদাসের রচনাতেও ব্রজবুলি অর্থাৎ হিন্দি ও প্রাকৃত ভাষার সংমিশ্রণজনিত বাক্যাবলীর অসদ্ভাব নাই। কিন্তু চণ্ডীদাসকে তজ্জন্য অন্য প্রদেশীয় লোক বলিবার কোনই কারণ দেখা যায় না; সুতরাং কেবলমাত্র ব্রজবুলি দেখিয়া বিদ্যাপতিকেও অন্য দেশীয় কবি বলিয়া মনে করা অসঙ্গত।

সোমপ্রকাশের পত্র প্রেরক মহাশয় বলেন, চণ্ডীদাসের গ্রন্থের নাম গীতচিন্তামণি। ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। চণ্ডীদাসের রচিত পদের সংখ্যা বড় কম নহে। যদিও চণ্ডীদাসের কোন পৃথক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না তথাপি তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থ ছিল এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।

উইলসন (Wilson) সাহেব কৃত "উপাসক সম্প্রদায়" গ্রন্থে লিখিত আছে যে, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দ দাস উভয়ে মিলিত হইয়া "কৃষ্ণ-কীর্ত্তন'' প্রণয়ন করেন, কিন্তু এ বাক্যের উপর আস্থা প্রদর্শন করা অসম্ভব; কারণ গোবিন্দ দাস চণ্ডীদাসের সাময়িক লোক ছিলেন বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। সন ১২৮২ সালের শ্রাবণ মাসের বান্ধবে "গোবিন্দ দাস" শীর্ষক প্রবন্ধে গোবিন্দ দাস চণ্ডীদাসের সাময়িক কবি ছিলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

চণ্ডীদাস বাল্যকাল হইতে গান গাহিতে ও শুনিতে ভাল বাসিতেন এবং কালক্রমে তিনি একজন বিখ্যাত গায়কও হইয়াছিলেন শুনা যায়।

"* * * * *

পঞ্চ রস অনুবাদ যে হয়।
আদি চণ্ডীদাস বিধেয় ॥"

২৬৭ পৃষ্ঠা।

উক্ত পদে কৃষ্ণকীর্ত্তনের আদি প্রণেতা বলিয়া চণ্ডীদাস আপনার পরিচয় দিয়াছেন। নিম্নলিখিত দুইটি পদে তিনি গায়ক ছিলেন অনুমান করা যায়।

"এছার দেশে বসতি নৈল নাহিক দোসর জনা।

*　　*　　*　　*"

বাশুলী আদেশে কবি চণ্ডীদাসের গীত।

*　　*　　*　　*　　"　　১৬৫ পৃষ্ঠা।

ও　　"শুনলো রাজার ঝি।

*　　*　　*

বড়ু চণ্ডীদাসের গান॥"　　১৮৯ পৃষ্ঠা।

চণ্ডীদাস নান্নুরের নিকটবর্ত্তী মতীপুর গ্রামে কীর্ত্তন করিতে গিয়াছিলেন, তথায় নাটমন্দির পতিত হওয়ায় তাঁহার ও রামিনীর মৃত্যু হয়। যে নাটমন্দিরে তাঁহার মৃত্যু হয় তাহার ভগ্নাবশেষ লক্ষিত হয়। চণ্ডীদাসের বাটীর চিহ্ন এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। রামিনীর যেখানে বাটী ছিল তাহারও কোন প্রকৃষ্ট নিদর্শন অধুনা পরিদৃষ্ট হয় না। তথায় একটা মাটির ঢিবি আছে তাহাকেই লোকে রামির বাটীর চিহ্ন বলিয়া থাকে।

কবি গোবিন্দ দাস চণ্ডীদাসের গুণ বর্ণন উপলক্ষে লিখিয়াছেন,—

"চণ্ডীদাস চরণ,　　চিন্তামণিগণ,
শিরে　করি　ভূষা।
শরণাগত জনে,　　হীন অকিঞ্চনে,
করুণা করি পূরব আশা॥
হরি হরি তব মঝু অকুশল যাব।
রসিক মুকুটমণি,　　প্রেম-ধনেহি ধনী,
কৃপা নিরখিল যব পাব॥ ধ্রু

হৃদয় শুধি মোহে, ঐছে প্রবোধিব,
যৈছে ঘুচয়ে আঁধিয়ার।
শ্যামর গৌরী, বিলাস রস কিঞ্চিত,
মঝু চিতে করু পরচার॥
দুহুঁক চরিত, বদন ভরি গাওব,
রসিক ভকতগণ পাশ।
ক্ষম অপরাধ, সাধ মঝু পূরহ,
কহ দীন গোবিন্দ দাস॥"

কবিপ্রসাদ দাস চণ্ডীদাসের কবিত্ব বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"দ্বিজ কুল সুত, রসময় চিত,
জয় জয় চণ্ডীদাস।
মধুর মধুর, শব্দে গাইলা,
যুগল রসের ভাষ॥
কিবা অপরূপ, কবিতা মাধুরী,
আখর পিরীতি মাখা।
অমিয়া ছানিয়া, দিলা বিতরিয়া,
অনুপ বচন ভাখা॥
বরজ যুগল, পিরীতির খনি,
সে মুখ শরদ শশী।
কবিতা পঠনে, হেন লয় মনে,
চিত যায় যেন খসি॥
বাশুলী আদেশে, যুগল পিরীতি,
গাইলা সে কবি চন্দ।
রস কবিকুল, মত্ত মধুকর,
পিয়ে ঘন মকরন্দ॥

"মিতাই আদেশে, পরসাদ দাসে,
গাইবে ব্রজ বিলাস।
চরণ সরোজে, শরণ লইনু,
সফল করহ আশ॥"

শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয় চণ্ডীদাস সম্বন্ধে "বঙ্গসাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছেন—ইনি কেবল প্রেমিক বৈষ্ণব নহেন, একজন প্রসিদ্ধ কবিরূপে পরিচিত হইতে লাগিলেন। এখন ইনি বিদ্যাপতির ন্যায় নবীন বঙ্গভাষায় রাধাকৃষ্ণের প্রেম লীলা রস লহরী লইয়া গীতি তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত করিতে আরম্ভ করিলেন। চণ্ডীদাস যদিও বিদ্যাপতির তুল্য কবি হইতে পারেন নাই, কিন্তু বঙ্গভাষায় বিদ্যাপতি যে ধরণের কবি ইনিও সেই ধরণের কবি। উভয়েই পদাবলী রচয়িতা, উভয়েরই অবলম্বিত রস—মধুর রস; এবং উভয়েরই নায়ক সেই প্রেম কেলি কুতূহলী শ্রীকৃষ্ণ, এবং নায়িকা সেই কৃষ্ণ-হৃদয়-রঞ্জিনী শ্রীমতী রাধিকা। তবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, বিদ্যাপতির কবিতা কিছু গভীর, চণ্ডীদাসের কবিতা তরল রসে ঢলঢল; বিদ্যাপতির রচনা চমৎকারিতায় চিত্তহরা, চণ্ডীদাসের রচনা সাদাসিদা এবং সহজভাবে সুখকরা; বিদ্যাপতির কল্পনাশক্তি বিবিধ বিচিত্র ভাব চিত্রণে সুপটু, চণ্ডীদাসের কল্পনা স্বীয় নটবর নায়ককে নাটকাভিনায়ক বালকের ন্যায় বিবিধ বেশে সাজাইতে সুনিপুণ। তিনি কৃষ্ণকে কখন বাজীকর, কখন দেয়াসিনী, কখন নাপিতানী বেশে, কখন অন্যবিধ বেশে সাজাইয়া রাধিকার নিকটে উপস্থিত করিয়াছেন। চিত্রগুলিন সুরম্য হইয়াছে এবং চণ্ডীদাস ইহাতে কবিত্বও প্রকাশ করিয়াছেন।"

চণ্ডীদাস বহুল পদ রচনা করিয়াছেন; তৎপাঠে প্রতীত হয় যে চণ্ডীদাস একজন অতি প্রশংসনীয় কবি। বিদ্যাপতির ভাষার সহিত তাঁহার ভাষার অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু চণ্ডীদাসের ভাষা অধিকতর প্রাঞ্জল, সরল এবং সুখবোধ।

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"চণ্ডীদাসের কল্পনাশক্তি বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। মানবতী রাধা সমীপে শ্রীকৃষ্ণের নাপিতানী, মালিনী, বিদেশিনী, বণিকপত্নী প্রভৃতি বেশে গমন বিষয়ক যে সকল বর্ণনা আছে, তাহাতে এবং অন্যান্য স্থলেও কল্পনা শক্তির বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাকে একজন প্রধান কবি বলিয়া অবশ্য গণনা করিতে হইবে। কারণ তিনি যে সময়ের লোক, সে সময়ে ঐ রূপ ছন্দোবন্দে রচনা করা সাধারণ ক্ষমতার কার্য্য নহে। তিনি তৎকালে অপরের অনুকরণ করিতে অধিক পান নাই, যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার স্বাভাবিকীশক্তি সম্ভূত বলিয়া বোধ হয়।"

চণ্ডীদাস বিরচিত মধুর পদাবলী বিষয়ক বঙ্গদেশের—মুখোজ্জ্বল-কারী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ইংরাজি ভাষায় লিখিত মধুর সমালোচনা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। কর্ত্তব্যানুবোধে এস্থলে বলা আবশ্যক যে দত্ত মহাশয়ের সমালোচনা আমূল বিশেষ ভাবুকতা পরিপূর্ণ এবং অতি চমৎকার ভাবে লিখিত। বাঙ্গালা পদাবলীর তৎকৃত ইংরাজি অনুবাদগুলি যৎপরোনাস্তি সুললিত এবং লেখক মহাশয়ের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

(Quotation from the "Literature of Bengal")

"He (Chandi Dás) feels deeply, and sings feelingly. We shall quote from his poems a converse passage, *i. e.* where Radha is suddenly struck and entranced at hearing the very name of Krishna, *

---

* সই কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম,

Friend ! ah ! who hath named that name ?
Through my ear it steals,
My heart it thrills,
My life and soul it doth inflame !
Ah who shall tell,
What sweet doth dwell
In that beloved strain !
I name that name,
My soul's all flame !
Oh ! will he come again ?

In justice to the poet we are bound to confess, that we have spoilt the poem in translating, for the feeling in the original is so deep, so intense, that no translation probably can adequately express it in English. What we would point out to our readers, however, is the total want of figures or similes, a total ignoring as it were of all attempts at ornamentation. The poet strongly feels his subject and records it pathetically without any embellishment, without any attempts at adornment.

We shall extract a somewhat longer piece * from the same poet. It is a loving appeal from Radha to Krishna, and a more tender touching appeal (than the original and not our translation) it will be certainly difficult to find out any where.

Love ! what more shall I say ?
In life, in death, in after-life,

কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো।
আকুল করিল মোর প্রাণ।
বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ হৈও তুমি।

I'll be thy duteous wife.
Yes ! to thy feet my heart is tied
By silken ties of love.
I offer all,—my heart and soul ;
I'll be your doating slave !
I've thought if in this wide wide world
Another friend I own,
In loving tones to name my name.
Alas ! Alas ! there's none !
In earth, in heaven, in after-world,
Alas ! who loveth me ?
O ! to thy feet I turn for help,
To thee alone ! to thee !
O ! do not spurn me,—I am weak,
O ! do not turn away
I've thought and felt, without thy help
I have no other way.
If for a moment thee I miss,
A death-like trance I own ;
I'll keep and nurse thee on my heart
E'en as a precious stone !

না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদনে ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে।
তোমার চরণে, আমার পরাণে, বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক মন হইয়া, নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
ভাবিয়া ছিলাম, এ তিন ভুবনে, আর কেহ মোর আছে।
রাধা বলি কেহ, সুধাইতে নাই, দাঁড়াব কাহার কাছে॥

The same intense feeling,—the same absence of all figures of speech, mark this poem. The lover must indeed have had a heart of steel who could resist an appeal breathing in its every line such thrilling tenderness, such deep devotion. We shall pass on and have done with Chandidas with another extract, * describing a wildness of despair from which poor Radha suffers in the absence of her beloved.

A cruel throb is in my heart !
I'll leave my home,
And thither roam,
Where never's known love's fatal art.

Friend ! who shall say that love's a blessing ?
I loved and smiled,
My heart's beguiled,
And what is left but life-long weeping ?

For love should e'er a damsel sigh,
O ! spare her shame,
In fire and flame,
A kinder death, O ! let her die !

একুলে ওকুলে, গোকুলে দুকুলে, আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া, শরণ লইলাম, ও দুটী কমল পায়।
না ঠেল না ঠেল ছলে, অবলা অখলে, যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলাম, প্রাণনাথ বিনে, গতি যে নাহিক মোর।
আঁখির নিমিষে, যদি নাহি দেখি, তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কয়, পরেশ রতন, গলায় গাঁথিয়া পরি।

* কি বুকে দারুণ ব্যথা।
সে দেশে যাইব, যে দেশে না শুনি, পাপ পিরীতের কথা।

O ! I have felt this bitter grief
My eye-balls shine
With ceaseless brine,
Says Chandi Das, O ! for her life !

Seldom doth Bidyapati manifest such deep feeling and pathos. His strong point lies, as we have already pointed out, in fine imagery and embellishment. Even while describing scenes of sadness and woe Bidyapati relies on his vivid fancy, and seldom approaches Chandidas in intensity of feeling.

* * * * *

Sweet Bidyapati ! Sweet Chandidas ! the earliest stars in the firmament of Bengali literature ! Long, long will your strains be remembered and sung in Bengal !"

দত্ত মহাশয়ের সমালোচনার উপসংহার ভাগের ভাব নিয়ে অনুবাদিত হইতেছে।—

মধুবর্ষী বিদ্যাপতি ! মধুবর্ষী চণ্ডীদাস ! বঙ্গীয় সাহিত্য গগণের সান্ধ্য তারকাদ্বয়। সুদীর্ঘকাল তোমাদের বীণাঝঙ্কার বঙ্গদেশে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে।

অথবা

বহুকাল তোমাদের সুমধুর তান বঙ্গদেশে নিনাদিত হইবে।

সই কে বলে পিরীতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া, কান্দিতে জনম গেল॥
কুলবতী হইয়া, কুলে দাঁড়াইয়া, যে ধনী পিরীতি করে।
তুষের অনল, যেন সাজাইয়া, এমতি পুড়িয়া মরে॥

অথবা

যুগ যুগান্ত পর্য্যন্ত তোমাদের মধুপূর্ণ পদাবলী বঙ্গের গৃহে গৃহে সমাদৃত ও গীত হইবে।

জনৈক মহাজন "বান্ধবে" লিখিয়াছেন,—

"বঙ্গীয় কাব্যকাননে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ন্যায় মধুর কলকণ্ঠ সুদুর্লভ। তাঁহাদের তুলনাস্থল কেবল বঙ্গসাহিত্যে কেন, অনেক সাহিত্যেই নাই। তাঁহারা একটা ভাষা সৃষ্টি করিয়াই তাহাতে যে রূপ স্বভাবের চিত্র আঁকিয়াছিলেন এমন আর কোন সাহিত্যে কোন প্রথম কবিই অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের রচনা যেন স্বভাবের নিষ্কলঙ্ক কোমল কর হইতে আপনা হইতে নিঃসৃত—যেন তাহাতে কি মধুরিমা কি মাদকতা আছে, তাহা অন্যের রচনায় নাই; যাহা দেখিলেই নয়ন মন ভুলিয়া যায়, দেহ প্রাণ সুশীতল হয়, আর হৃদয়ে যে কি এক অনির্ব্বচনীয় প্রীতির উদয় হয় তাহা আর বলিতে পারা যায় না।"

সন ১২৮৮ সালের ফাল্গুণ মাসের "ভারতী"তে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

"আমাদের চণ্ডীদাস সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবি, এই গুণে তিনি বাঙ্গালার সকল প্রাচীন কবিদের শ্রেষ্ঠ। তিনিই বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি।

বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই, বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকে জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি উপভোগের কবি, চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয় এবং দুঃখের প্রতিও অনুরাগ।

বিদ্যাপতির অনেক স্থলে ভাষার মাধুর্য্য, বর্ণনার সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু চণ্ডীদাসের নূতনত্ব আছে, ভাবের মহত্ত্ব আছে, আবেগের গভীরতা

আছে। যে বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি একেবারে মগ্ন হইয়া লিখিয়াছেন।”

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধরী এম, এ, মহাশয় বলিয়াছেন “জয় দেব পশ্চিমাঞ্চলীয়, বিদ্যাপতি বিহারী, বাঙ্গালার প্রধান বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের প্রতিভায় গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস প্রভৃতি তারকামণ্ডলী উজ্জ্বলিত। বিদ্যাপতির ন্যায় চণ্ডীদাস অলঙ্কার প্রিয় ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার বিচিত্র কল্পনা সকল অন্তঃকরণে অসামান্য আনন্দ প্রদান করে। বিদ্যাপতি যেমন রসোদ্গার, প্রবাস ও মাথুর বর্ণনে নৈপুন্য প্রকাশ করিয়াছেন, চণ্ডীদাস সেই রূপ স্বয়ং দৌত্য, মান ও অনুরাগ বিষয়ে বিলক্ষণ পটুতা দেখাইয়াছেন।,,

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে বাঙ্গালার কবি শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণবাগ্রগণ্য, সাধক প্রবীর, পরম প্রেমিক চণ্ডীদাসের জীবনী বহু চেষ্টা ও যত্ন করিয়াও আর সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলাম না। যাহা পাইলাম তাহা সাধারণ সমক্ষে উপহার দিলাম।

মৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত পদগুলি যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করার পর আরও কতকগুলি কবিতা আমার হস্তগত হয়। বাধ্য হইয়া ঐ গুলি পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে। পরিশিষ্টের শেষ অংশে তিনটী পদ সন্নিবেশিত করিয়াছি সে পদগুলির ভণিতা পাওয়া যায় নাই। যদি দয়া করিয়া কোন মহাজন সেই গুলি পূরণ করেন বড়ই কৃতজ্ঞ হইব।

জেলা নদীয়ার অন্তর্গত বাহাদুরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরি নাথ গোস্বামী মহাশয় এক শত বৎসরের পূর্ব্বেকার হস্ত লিখিত লীলাসমুদ্র নামক গ্রন্থ, জেলা মুর্শীদাবাদের অন্তঃপাতি পঞ্চানন পুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ গুপ্ত মহাশয় ৫০ বৎসরের পূর্ব্বেকার হস্তলিখিত গীত কল্পতরু নামক গ্রন্থ, শ্রীনবদ্বীপ ধাম নিবাসী শ্রীযুক্ত হরি দাস

মোহন্ত বহু প্রাচীন হস্তলিখিত ৫ খানি গ্রন্থ, দুলালনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত হর লাল গোস্বামী বহু প্রাচীন ৩ খানি হস্তলিখিত গ্রন্থ, কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র নাগ মহাশয় প্রাচীন হস্তলিখিত এক খানি গ্রন্থ এবং মিরগী নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল অধিকারী মহাশয় বহু প্রাচীন "পদার্ণব সারাবলী" নামক হস্ত লিখিত গ্রন্থ দয়া করিয়া আমাকে দেওয়ায় আমি বিশেষ উপকার পাইয়াছি এবং সেই জন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

নবদ্বীপ-ধাম-বাসী অপর একজন মহাজন শ্রীযুক্ত মাধব দাস বাপাজী, কুতবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত যুধিষ্ঠির ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও আমাকে কতকগুলি বহুপ্রাচীন হস্ত লিখিত গ্রন্থ দিয়া এবং হুগলী জেলার অন্তর্গত বাসুদেবপুর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তন গায়ক শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস বাপাজী আমার সংগৃহীত কবিতাগুলি যত্ন সহকারে দেখিয়া মিলাইয়া দিয়া বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন।

সুযোগ্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ দত্ত ভক্তি বিনোদ মহাশয় আমাকে মৌখিক কতকগুলি উপদেশ দেওয়ায় ও চণ্ডীদাস ঠাকুরের পদাবলী সংগ্রহ ও প্রকাশ করিবার জন্য উৎসাহিত করায় আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম। তাঁহারই উপদেশ মত আমি চণ্ডীদাস ঠাকুরের জন্মস্থান দর্শন করিতে গিয়াছিলাম।

মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।
২১ ভাদ্র ১৩০০

শ্রীরমণী মোহন মল্লিক।

চণ্ডীদাস।

নায়িকার পূর্ব্বরাগ।

কামোদ।

সই কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম?
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক (১) মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম পরতাপে (২) যার, ঐছন (৩) করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।

• শ্রীরাধা কৃষ্ণের লীলা বর্ণন উদ্দেশে শ্রীরাধাকে নায়িকা এবং শ্রীকৃষ্ণকে নায়ক সম্বোধন করা হইয়াছে।

গুণাদি শ্রবণ করিয়া দর্শনের যে ইচ্ছা তাহাকেই পূর্ব্বরাগ বলা হইয়াছে।

"সঙ্গমের পূর্ব্বে যেই দেখিয়া শুনিয়া। জনমে রাগ লোভ হৃদয়ে পশিয়া॥
সেই পূর্ব্বরাগ * * * । * * * *

—ভক্তমাল।

(১) কত। (২) প্রতাপে। (৩) এই রূপ।

চণ্ডীদাস।

যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো,
যুবতী ধরম কৈছে (১) রয় ॥
পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব? কি হবে উপায়?
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতী কুল নাশে,
আপনার যৌবন যাচায় (২) ॥

তিরোতা।

(চিত্রপট দর্শন।)

হাম (৩) সে অবলা, হৃদয় অখলা (৪),
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া, পটেতে লিখিয়া,
বিশাখা (৫) দেখাল আনি ॥
হরি হরি! এমন কেন বা হলো!

---

(১) কি প্রকারে। (২) যাচিয়া দানকরে।

(৩) আমি। (৪) সরলা।

(৫) শ্রীরাধিকার অষ্টসখীর মধ্যে দ্বিতীয়া সখী।

"দ্বিতীয়া বিশাখা ললিতার সম গুণে। প্রিয়সখী সম রয় জন্ম এক গ্রামে ॥
* * । * * * ॥
দূত-কর্ম্মে পণ্ডিতা সন্ধিতে বুদ্ধিমান। চতুষ্টয় জ্ঞাতা ভেদ দণ্ড সামদান ॥
পত্রাবলী রচনায়-বাদ্য-নৃত্য-গীতে। * * * ॥
বেণী বেশ রচনায় সূচী কর্ম্ম আদি। সূর্য্য-পূজা সামগ্রীর আবিষ্কারে সুধী।
শ্রীরাধিকা মনোবৃত্তি কহিতে আনন্দ। গলাগলি দোঁহে কৃষ্ণ কথায় প্রবন্ধ ॥"

—ভক্তমাল।

নায়িকার পূর্ব্বরাগ।

বিষম বাড়বা অনল মাঝারে,
আমারে ডারিয়া (১) দিল।
বয়সে কিশোর, রূপ মনোহর,
অতি সুমধুর রূপ।
নয়ন যুগল, করয়ে শীতল,
বড়ই রসের কূপ॥
নিজ পরিজন, সে নহে আপন,
বচনে বিশ্বাস করি।
চাহিতে তা পানে, পশিল পরাণে,
বুক বিদরিয়া (২) মরি॥
চাহি ছাড়াইতে, ছাড়া নহে চিতে,
এখন করিব কি?
কহে চণ্ডীদাসে, শ্যাম নব রসে,
ঠেকিলা রাজার ঝি (৩)॥

কামোদ।

(সাক্ষাদ্দর্শন।)

জলদবরণ কানু, দলিত অঞ্জন জনু, (৪)
উদয় হয়েছে সুধাময়।
নয়ন চকোর মোর, পিতে (৫) করে উতরোল, (৬)
নিমিখে নিমিখ (৭) নাহি হয়॥
সখি দেখিনু শ্যামের রূপ যাইতে জলে।

---

(১) নিক্ষেপ করিয়া। (২) ফাটিয়া। (৩) বৃষভানু রাজার কন্যা—শ্রীরাধিকা।
(৪) যেন। (৫) পান করিতে। (৬) উৎকণ্ঠিত হয়। (৭) নিমিষ।

চণ্ডীদাস।

ভালে সে (১) নাগরী, হয়েছে পাগলী,
সকল লোকেতে বলে॥
কিবা সে চাহনি, ভুবন ভুলনী,
দোলনি গলে বনমাল।
মধুর লোভে, ভ্রমরা বুলে,
বেড়িয়া তহি (২) রসাল॥
দুইটি মোহন, নয়নের বাণ,
দেখিতে পরাণে হানে।
পশিয়া মরমে, ঘুচায়া ধরমে,
পরাণ সহিত টানে॥
চণ্ডীদাস কয়, ভুবনে না হয়,
এমন রূপ যে আর।
যে জন দেখিল, সে জন ভুলিল,
কি তার কুল বিচার?

কামোদ।

বরণ দেখিনু শ্যাম, জিনিয়াত কোটি কাম,
বদন জিতল কোটি শশী।
ভাঙ (৩) ধনুভঙ্গী ঠাম, নয়ান কোণে পূরে বাণ,
হাসিতে খসয়ে সুধা রাশি॥
সই এমন সুন্দর বর কান।
হেরিয়া সেই মুরতি, সতী ছাড়ে নিজ পতি,
তেয়াগিয়া লাজ ভয় মান॥

---

(১) ভাগ্যে সে। (২) তাহাকে। (৩) ভ্রূ।

এ বড় কারিকরে, কুঁদিলে তাহারে,
প্রতি অঙ্গে মদনের শরে।
যুবতী ধরম, ধৈর্য্য-ভুজঙ্গম,
দমন করিবার তরে॥
অতি সুশোভিত, বক্ষ বিস্তারিত,
দেখিনু দর্পণাকার।
তাহার উপরে, মালা বিরাজিত,
কি দিব উপমা তাঁর॥
নাভির উপরে, লোম লতাবতী,
সাপিনী আকার শোভা।
ভুরুর বলনী, কামধনু জিনি,
ইন্দ্র ধনুকের আভা॥
চরণ নখরে, বিধু (১) বিরাজিত,
মণির মঞ্জীর (২) তায়।
চণ্ডীদাসের হিয়া, সে রূপ দেখিয়া,
চঞ্চল হইয়া ধায়॥

ধানশী।

শ্যামের বদনের ছটার কিবা ছবি।
কোটি মদন জনু, জিনিয়া শ্যামের তনু,
উদইছে (৩) যেন শশী রবি।

---

(১) চন্দ্র। (২) নুপুর।
(৩) উদয় হইয়াছে।

সই, কিবা সে শ্যামের রূপ,
নয়ান জুড়ায় চেঞা (১)।
হেন মনে লয়, যদি লোক ভয় নয়,
কোলে করি যেয়ে ধেঞা (২)॥
তরুণ মুরলী, করিল পাগলী,
রহিতে নারিনু ঘরে।
সবারে বলিয়া, বিদায় লইলাম,
কি করিবে দোসর পরে॥
ধরম করম, দূরে তেয়াগিনু,
মনেতে লাগিল সে।
চণ্ডীদাস ভণে, আপনার মনে,
বুঝিয়া করিবে যে॥

কামোদ।

সুধা ছানিয়া কেবা, ও সুধা ঢেলেছে গো,
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা (৩)।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা, খঞ্জন আনিল রে,
চাঁদ নিঙ্গাড়ি কৈল থেহা (৪)॥
সে থেহা নিঙ্গাড়ি কেবা, মুখ বনাইল রে,
জবা ছানিয়া কৈল গণ্ড।
বিম্ব ফল জিনি কেবা, ওষ্ঠ গড়ল রে,
ভুজ জিনিয়া করি-শুণ্ড॥

---

(১) চাহিয়া। (২) ধাইয়া।
(৩) দেহ। (৪) স্থৈর্য্য।

কম্বু (১) জিনিয়া কেবা, কণ্ঠ বনাইল রে,
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।
আরদ্র (২) মাখিয়া কেবা, সারদ্র (৩) বনাইল রে,
ঐছন দেখি পীতাম্বর॥
বিস্তারি পাষাণে কেবা, রতন বসাইল রে,
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা।
দাম-কুসুমে কেবা, সুষমা করেছে রে,
এমতি তনুর দেখি আভা॥
আদলি (৪) উপরে কেবা, কদলি রোপল রে,
ঐছন দেখি উরুযুগ।
অঙ্গুলি উপরে কেবা, দর্পণ বসাইল রে,
চণ্ডীদাস দেখে যুগে যুগ॥

কামোদ।

সজনি, কি হেরিনু যমুনার কূলে!
ব্রজ-কুল-নন্দন, হরিল আমার মন,
ত্রিভঙ্গ দাঁড়াঞা তরু-মূলে।
গোকুল নগর মাঝে, আর কত রমণী আছে,
তাহে কেন না পড়িল বাধা।
নিরমল কুলখানি, যতনে রেখেছি আমি,
বাঁশী কেন বলে "রাধা রাধা"?
মল্লিকা চম্পক দামে, চূড়ার টালনী বামে,
তাহে শোভে ময়ূরের পাখে।
আশে পাশে ধেয়ে ধেয়ে, সুন্দর সৌরভ পেয়ে,
অলি উড়ি পড়ে লাখে লাখে॥

---

(১) শঙ্খ। (২) হরিদ্রা। (৩) সহিত আরদ্র—পীতবর্ণ। (৪) (আদলা) ঘৃতকুমারী।

সে কিরে চূড়ার ঠাম, কেবল যেমন কাম,
নানা ছাঁদে বাঁধে পাকযোড়া।
শিব বেড়ল বৈলান জালে, (১) নব গুঞ্জামণি মালে,
চঞ্চল চাঁদ উপরে জোড়া॥
পায়ের উপর থুয়ে পা, কদম্বে হেলায়ে গা,
গলে শোভে মালতীর মালা।
বড়ু (২) চণ্ডীদাস কয়, না হইল পরিচয়,
রসের নাগর' বড় কালা॥

ধানশী।

(সখীর উক্তি।)

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার,
তিলে তিলে এসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন,
কদম্ব কাননে চায়॥
রাই এমন কেনে বা হলো?
গুরু দুরজন, ভয় নাহি মন,
কোথা বা কি দেব পাইল (৩)॥
সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল,
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি,
ভূষণ খসায়ে (৪) পরে॥

(১) চূড়াবন্ধনবেণী। (২) ব্রাহ্মণ-তনয়।
(৩) কোথা বা ভূতে পাইল। (৪) খুলিয়া।

বয়সে কিশোরী, রাজার কুমারী,
তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে, বাড়ায় লালসে,
না বুঝি তাহার ছলা ॥
তাহার চরিতে, হেন বুঝি চিতে,
হাত বাড়াইল চাঁদে।
চণ্ডীদাস ভণে, করি অনুমানে,
ঠেকেছে কালিয়া ফাঁদে ॥

সিন্ধুড়া।

রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা!
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে, (১)
না শুনে কাহার কথা ॥
সদাই ধেয়ানে, (২) চাহে মেঘপানে,
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে, (৩) রাঙ্গা বাস পরে,
যেমন যোগিনী পারা ॥
এলাইয়া বেণী, ফুলের গাঁথনি,
দেখয়ে খসায়ে চুলি। (৪)
হসিত বয়ানে, (৫) চাহে মেঘপানে,
কি কহে দুহাত তুলি ॥

---

(১) একলা, একাকিনী। (২) ধ্যানে। (৩) "বিরতি অন্তরে"—পদকল্পলতিকা।
(৪) চুল। (৫) হাসি মুখে।

একদিঠ (১) করি, ময়ূর ময়ূরী,
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয়, নব পরিচয়,
কালিয়া বঁধুর সনে॥

ধানশী।

কালিয় বরণ, হিরণ-পিঁধন, (২)
যখন পড়য়ে মনে।
মূরছি পড়িয়া, কাঁদয়ে ধরিয়া,
সব সখী জনে জনে॥
কেহ কহে মাই, ওঝা দে (৩) ঝাড়াই,
রাইয়েরে পেয়েছে ভূতা। (৪)
কাঁপি কাঁপি উঠে, কহিলে না টুটে,
সে যে বৃষভানু-সুতা॥
রক্ষামন্ত্র পড়ে, নিজ চুলে ঝাড়ে,
কেহ বা কহয়ে ছলে।
নিশ্চয় কহি যে, আনি দেও এবে,
কালার গলার ফুলে॥
পাইলে সে ফুল, চেতন পাইয়া,
তবে উঠিবেক বালা।
ভূত-প্রেত আদি, ঘুচিয়া যাইবে,
যাইবে অঙ্গের জ্বালা॥ } (৫)

(১) এক দৃষ্টি।
(২) হিরণ্য পরিধান অর্থাৎ পীতাম্বর। (৩) দিয়া। (৪) ভূত।
(৫) একখানি হস্ত লিখিত গ্রন্থ হইতে গৃহীত। প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ॥

কহে চণ্ডীদাসে, আন উপদেশে,
কুলের বৈরী যে কালা।
দেখাও যতনে, পাইবে চেতনে,
ঘুচিবে অঙ্গের জ্বালা॥

ধানশী।

সোণার নাতিনী, এমন যে কেনি, (১)
হইলা বাউরী (২) পারা।
সদাই রোদন, বিরস বদন,
না বুঝি কেমন ধারা॥
যমুনা যাইতে, কদম্ব তলাতে,
দেখিলা যে কোন জনে।
যুবতী জনার, ধরম নাশক,
বসি থাকে সেই থানে॥
সে জন পড়ে তোর মনে।
সতীর কুলের কলঙ্ক রাখিলি,
চাহিয়া তাহার পানে॥
একে কুলনারী, কুল আছে বৈরী,
তাহে বড়ুয়ার বধূ।
কহে চণ্ডীদাসে, কুল-শীল নাশে,
কালিয়া প্রেমের মধু॥

---

(১) কেন। (২) বায়ুগ্রস্থা।

কামোদ।

সোণার নাতিনি কেন, আইস যাও পুনঃ পুন,
না বুঝি তোমার অভিপ্রায়।
সদাই কাঁদনা দেখি, অঝরু (১) ঝরয়ে আঁখি,
জাতি কুল সকল পাছে যায়॥
যমুনার জলে যাও, কদম তলার পানে চাও,
না জানি দেখিলা কোন জনে।
শ্যামল বরণ হিরণ-পিঁধন, বসি থাকে যখন তখন,
সে জন পড়েছে বুঝি মনে॥
ঘরে আসি নাহি খাও, সদাই তাহারে চাও,
বুঝিলাও (২) তোমার মনের কথা।
এখনি শুনিলে ঘরে, কি বোল বলিবে তোরে,
বাড়িয়া (৩) ভাঙ্গিবে তোর মাথা॥
একে তুমি কুল নারী, কুল আছে তোমার বৈরী,
আর তাহে বড়ুয়ার বধূ।
কহে বড়ু চণ্ডীদাসে, কুলশীল সব ভাসে,
লাগিল কালিয়া-প্রেম-মধু॥

সুহই।

না যাইও যমুনার জলে, তরুয়া কদম্বমূলে,
চিকণকালা করিয়াছে থানা (৪)।

---

(১) নির্ঝর। (২) বুঝিলাম। (৩) বাড়ি দিয়া।
(৪) স্থান (আড্ডা)।

নব জলধর রূপ, মুনির মন মোহে গো,
তেঞি (১) জলে যেতে করি মানা (২)॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ভাতি বহিয়া মদন জিতি,
চাঁদ জিতি মলয়জ ভালে।
ভুবন বিজয়ী মালা, মেঘে সৌদামিনী কলা,
শোভা করে শ্যামচাঁদের গলে॥
নয়ান কটাক্ষ ছাঁদে, হিয়ার ভিতরে হানে,
আর তাহে মুরলীর তান।
শুনিয়া মুরলীর গান, ধৈরজ না ধরে প্রাণ,
নিরখিলে হারাবি পরাণ॥
কানড়া কুসুম জিনি, শ্যামচাঁদের বদন খানি,
হেরিবে নয়ানের কোণে যে।
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে, চাহিয়া গোবিন্দ পানে,
পরাণে বাঁচিবে সখি কে॥

ধানশী।

যমুনা যাইয়া, শ্যামেরে দেখিয়া,
ঘরে আইল বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া,
ধেয়ায় শ্যামরূপ খানি॥
নিজ করোপর, রাখিয়া কপোল,
মহাযোগিনীর পারা।

(১) তাই। (২) নিষেধ করি।

ও দুটি নয়ানে, বহিছে সঘনে,
শ্রাবণ মেঘেরি ধারা॥
হেন কালে তথা, আইল ললিতা, (১)
রাই দেখিবার তরে।
সে দশা দেখিয়া, ব্যথিত হইয়া,
তুলিয়া লইল কোরে॥
নিজ বাস দিয়া, মুছিয়া পুছয়ে,
মধুর মধুর বাণী।
আজু কেনে ধনি, হয়েছ এমনি,
কহ না কি লাগি শুনি॥
আজনম সুখে, হাসি বিধুমুখে,
কভু না হেরিয়ে আন।
আজু কেন বল, কান্দিয়া ব্যাকুল,
কেমন করিছে প্রাণ॥
চাঁচর চিকুর, কিছু না সম্বর,
কেনে হইলে আগয়ান (২)।
চণ্ডীদাস কহে, বেঁজেছে হৃদয়ে,
শ্যামের পিরীতি বাণ॥

(১) শ্রীরাধার অষ্ট সখীর মধ্যে আদ্যা সখী।

"শ্রীললিতা আদ্যা অষ্টমধ্যে শ্রেষ্ঠা। সতের দিনের শ্রীমদ্রাধা হৈতে জ্যেষ্ঠা॥
অনুরাধা অন্য নাম বামা প্রখরা। গোরোচনা নিন্দি কান্তি শিখিপিচ্ছম্বরা॥
সর্ব্ব কর্ম্মে নিপুণতা সর্ব্বার্থ সাধিকা। সকলের মান্য ধন্য প্রাধান্য পাত্রিকা॥"

—ভক্তমাল।

(২) অজ্ঞান।

নায়কের পূর্ব্বরাগ।

তুড়ি।

তড়িত বরণী হরিণ নয়নী
দেখিনু আঙ্গিনা মাঝে।
কিবা বা দিঞা (১) অমিয়া ছানিয়া
গড়িল কোন বা রাজে॥
সই! কিবা সে সুন্দর রূপ।
চাহিতে চাহিতে, পশি গেল চিতে,
বড়ই রসের কূপ॥
সোণার কটোরি, কুচযুগ গিরি,
কনক মন্দির লাগে।
তাহার উপরে, চূড়াটি (২) বনালে
সে আর অধিক ভাগে।
কে এমন কারিগর, বনাইলে ঘর
দেখিতে নারিনু তারে।
দেখিতে পাইতুঁ, (৩) শিরোপা (৪) করিতুঁ (৫)
এমতি মন যে করে।
হৃদয়ে আছিলু, বেকত হইল,
দেখিতে পাইনু সে।

---

(১) দিয়া। (২) চুচুক। (৩) পাইতাম। (৪) বকসীস।
(৫) করিতাম।

ঐছন মন্দিরে, শয়ন করে যে,
সে মেনে নাগর কে॥
হিয়ার মালা, যৌবনের ডালা,
পসারী পসারল (১) যেন।
চাকুতে কাটিয়া, চাক যে করিয়া,
তাহাতে বসাইল হেন॥
অধর সুধা, পড়িছে জুদা,
দশন মুকুতা শশী।
মোর মনে হয়, এমতি করয়,
তাহাতে যাইয়া পশি॥
চণ্ডীদাসে কয়, ও কথা কি হয়,
মরম কহিলে বটে।
আর কার কাছে, কহ যদি পাছে,
তবে যে কুৎসা রটে॥

তুড়ি।

নবীন কিশোরী, মেঘের বিজুরি (২)
চমকি চলিয়া গেল।
সঙ্গের সঙ্গিনী, সকল কামিনী,
ততহি উদয় ভেল (৩)॥
সই! জনমিয়া দেখি নাই হেন নারী।
ভঙ্গিম রঙ্গিম, ঘন যে চাহনি,
গলে যে মোতিম হারি (৪)॥

(১) বিস্তার করিল। (২) বিজলী। (৩) হইল। (৪) মুক্তাহার।

অঙ্গের সৌরভে, ভ্রমরা ধাওয়ে,
ঝঙ্কার করয়ে যাই।
অঙ্গের বসন, ঘুচায় কখন,
কখন ঝাঁপয়ে তাই॥
মনের সহিতে, মরম কৌতুকে,
সখীর কান্ধেতে বাহু।
হাসির চাহনি, দেখাল কামিনী,
পরান হারানু তহু (১)
চলন ভঙ্গী, অতি সুরঙ্গী
চাপটিলে জীবন মোর।
অঙ্গুলির আগে, চাঁদ যে ঝলকে,
পড়িছে উছলি জোর॥
চাহে যাহা পানে, বধয়ে পরাণে,
দারুণ চাহনি তার।
হিয়ার ভিতরে, পাঁজর কাটিয়ে,
বিঁধিলে বাণ যে মার॥
জরাজর হিয়া, রহিল পড়িয়া,
চেতন নহিল মোর।
চণ্ডীদাসে কয়, ব্যাধি সমাধি নয়,
দেখিয়া হইনু ভোর॥

(১) তাহাতে।

শ্রীগান্ধার।

বদন সুন্দর, যেন শশধর
উদিত গগণে হয়।
ছটার ঝলকে, পরাণ চমকে,
তিমিরে লাগয়ে ভয়॥
নয়ান চাহনি, বিভঙ্গী সে ষনি, (১)
তিখিণী তিখিণী (২) শর।
দেখিয়া অন্তর, উপজিল ডর,
মদন পাইল ডর॥
সই! কে বলে কুচযুগ বেল।
সোণার গুলি, শোভয়ে ভালি,
যুবক বধিতে শেল॥
আজানু লম্বিত, করিবর শুণ্ডিত,
কনক ভুজ যে সাজে।
হেরিয়া মদন, গেল সে সদন,
মুখ না তুলিল লাজে॥
মাঝা ডম্বুর, সিংহিনী আকার
নিতম্ব বিমান চারু।
চরণ কমলয়ে, ভ্রমরা বুলয়ে,
চৌদিকে বেড়িয়া ঝাঁক॥
অঙ্গুলির মাঝে, যাবক (৩) সাজে,
মিহির (৪) শোভিত জনু।
চণ্ডীদাসে কয়, কি জানি কি হয়,
লখিতে নারিনু তনু॥

(১) বিভিন্ন পাঠ—"যেন" প্রা, কা, স। (২) তীক্ষ্ণ। (৩) আলতা (৪) সূর্য্য।

শ্রীগান্ধার।

একে যে সুন্দরী কনক পুতলী
খঞ্জন লোচন তার।
বদন কমলে, ভ্রমরা বুলয়ে,
তিমির কেশের ধার॥
সই! নবীন বালিকা সেহ।
দেখ উপজিল, দেখিতে না পাইল,
সুমতি না দিল সেহ॥
নজরে নজরে, পরাণে পরাণে,
ধৈরজ উঠাইল যে।
সঙ্গে কেহ নাই, শুনহ ভাই,
কাহারে সুধাবে কে॥
দন্তটি যে, দাড়িম্ব বীজে,
ওষ্ঠ বিম্বক শোভা।
দেখিয়া জুলুকে, মদন কুলুকে,
মন যে হইল লোভা॥
গলায় মাল, শোভিছে ভাল,
তাম্বুল বদনে তার।
চর্ব্বিত (১) চর্ব্বণে, পড়িছে বদনে,
শোভিত পিক্কন ধার॥
চণ্ডীদাস বলে, গিয়াছিল জলে,
আইল পরাণ ঘরে।
রাজার ঝিয়ারি, সুন্দরী নারী,
তুমি কি করিবে তারে॥

---

(১) পানের পিক।

তুড়ি।

পথে জড়াজড়ি, দেখিনু নাগরী,
সখীর সহিত যায়।
সকল অঙ্গ, মদন তরঙ্গ,
হসি বদনে চায়॥
সই! কেমন মোহিনী সেহ।
যদি সহায় পাই, এমতি হয়,
তা সহ করি যে লেহ॥
লম্বিত আকার, মুকুতা হার (১),
শোভিত দেখিনু ভাল।
যেন তারাগণ, উদিত গগণ,
চাঁদেরে বেড়িয়া জাল॥
কুচ যে মণ্ডলি, কনক কটোরি,
বনালে কেমন ধাতা।
হাসির রাশি, মনে খুসি,
দান করে যদি দাতা॥
চণ্ডীদাস কহে, যদি দান নহে,
কি জানি মাগিবা তায়।
যে ধন মাগয়ে, তাহা না পাইয়ে,
অপযশঃ রহি যায়॥

বিভিন্ন পাঠ—

(১) "নীল মুকুতা, হার, বেকতা।" — পদ কল্পতরু।]

তুড়ি।

বেলি অসকালে (১), দেখিনু ভালে,
পথেতে যাইতে সে।
জুড়ায় কেবল, নয়ন যুগল,
চিনিতে নারিনু কে॥
সই! রূপ কে চাহিতে পারে।
অঙ্গের আভা, বসন (২) শোভা,
পাসরিতে নারি তারে॥
বাম অঙ্গুলিতে, মুকুর (৩) সহিতে,
কনক কটোরি হাতে।
সীঁতায় সিন্দুর, নয়ানে কাজর,
মুকুতা শোভিত নথে (৪)॥
নীল সাড়ী, মোহন কারী,
উছলিতে দেখি পাশ।
কি আর পরাণে, সোঁপিনু চরণে,
দাস করি মনে আশ॥
কুচযুগ গিরি, কনক কটোরি,
শোভিত হিয়ার মাঝে।
ধীরে ধীরে যায়, চমকিয়ে চায়,
ঘন না চাহে লোকলাজে॥
কিবা সে ভঙ্গিমা, নাহিক (৫) উপমা,
চলন মন্থর গতি।

---

(১) বেলা অবসানে। (২) বিভিন্ন পাঠ—"বরণ" (৩) দর্পণ।
(৪) বিভিন্ন পাঠ—"মাথে"। প; ক; ত।
(৫) বিভিন্ন পাঠ—"কি দিব"। প, ক, ত।

কোন্ ভাগ্যবানে, পাঞাছে (১) কি দানে,
ভজিয়া সে উমাপতি ॥
চণ্ডীদাসে কয়, মূরতি এ নয়,
বধিতে রসিক জনে।
অমিয়া ছানিয়া, যতন করিয়া,
গড়িল সে অনুমানে ॥

তুড়ি।

চম্পক বরণী, বয়সে তরুণী,
হাসিতে অমিয়া ধারা।
সুচিত্র বেণী, দুলিছে যনি,
কপিলা চামর পারা ॥
সখি যাইতে দেখিনু ঘাটে।
জগত মোহিনী, হরিণ নয়নী,
ভানুর ঝিয়ারি বটে ॥ ধ্রু
হিয়া জর জর, খসিল পাঁজর,
এমতি করিল বটে।
চঞ্চল কামিনী, বঙ্কিম চাহনি,
বিঁধিল পরাণ তটে ॥
না পাই সমাধি, কি হইল বেয়াধি,
মরম কহিব কারে।
চণ্ডীদাসে কয়, ব্যাধি সমাধি হয়,
পাইবে যবে তারে ॥

(১) পাইয়াছে।

ধানশী।

(স্নান কালে)

সজনি ও ধনী কে কহ বটে।
গোরোচনা গৌরী, নবীন কিশোরী,
নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥
শুনহে পরাণ, সুবল সাঙ্গাতি,
কো ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে, বসি তার নীরে,
পায়ের উপরে পা॥
অঙ্গের বসন, কৈয়াছে (১) আসন,
আলাঞা (২) দিয়াছে বেণী।
উচ কুচ মূলে, হেম হার দোলে,
সুমেরু শিখর জানি॥
সিনিয়া (৩) উঠিতে, নিতম্ব তটীতে,
পড়েছে চিকুর রাশি।
কাঁদিয়ে আঁধার, কলঙ্ক চাঁদার,
শরণ লইল আসি॥
কিবা সে ভুগুলি, শঙ্খঝলমলি,
সরু সরু শশীকলা।
সাঁঝেতে (৪) উদয়, সুধু সুধাময়,
দেখিয়ে হইনু ভোলা (৫)॥
চলে নীল শাড়ী, নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি,
পরাণ সহিত মোর।

---

* (১) করিয়াছে। (২) এলাইয়া। (৩) স্নান করিয়া। (৪) সন্ধ্যার সময়। (৫) বিভিন্ন পাঠ — "ভোরা"। প, ক, ত।

সেই হৈতে মোর, হিয়া নহে থির,
মনোরথ জ্বরে ভোর॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে,
শুনহে নাগর চন্দা।
সে যে বৃষভানু রাজার নন্দিনী,
নাম বিনোদিনী রাধা।

তুড়ি।

থির বিজুরি, বদন (১) গোরী
পেখনু (২) ঘাটের কূলে।
কানড়া (৩) ছাঁদে, কবরী বান্ধে,
নবমল্লিকার মালে॥
সই মরম কহিনু তোরে।
আড় নয়নে, ঈষৎ হাসিয়া,
আকুল করিল মোরে॥
ফুলের গেড়ুয়া (৪) লুফিয়া ধরয়ে,
সঘনে দেখায়ে পাশ।
উচু কুচ যুগ, বসন ঘুচায়ে,
মুচকি মুচকি হাস॥

(১) বিভিন্ন পাঠ—"বরণ"। প, ক, ত, (২) দেখিনু।
(৩) কানড় সাপ যে প্রকার কুণ্ডলী করিয়া থাকে সেই রূপ ভাবে।
(৪) হিন্দি স্তবক।

চরণ কমলে, মল্ল–তাড়ল (১)
সুন্দর যাবক রেখা।
কহে চণ্ডীদাসে, হৃদয় উল্লাসে,
পুন (২) কি হইবে দেখা॥

আশাবরী।

রমণীর মণি, পেখনু আপনি,
ভূষণ সহিত গায়।
দেখিতে দেখিতে, বিজুরি ঝলকে
ধৈরজে ধৈরজ যায়॥
সই! চাহনি মোহনী থোর।
মরমে বান্ধিনু, হেরিয়া ভুলিনু,
রূপের নাহিক ওর॥
বসন খসয়ে, অঙ্গুলি চাপয়ে,
কর করছে থুইয়া। (৩)
দেখিয়া লোভয়ে, মদন ক্ষোভয়ে,
কেমনে ধরিবে হিয়া॥
বদন ছাঁদ, কামের ফাঁদ,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে।
কেশের আগ, চুম্বয়ে টাগ (৪),
ফিরিয়া ফিরিয়া বান্ধে॥

---

(১) মল বিশেষ। পশ্চিম দেশীয় কামিনীগণ চরণে অধুনাতন পরিয়া থাকে।
(২) বিভিন্ন পাঠ—"পালটি"। লীলা সমুদ্র।
(৩) হাতের উপর হাত রাখিয়া। (৪) জঙ্ঘা।

জলের কান্ধারে, কেশের আন্ধারে,
সাপিনী লাগয়ে মোয়।
কেমনে কামিনী, আছয়ে আপনি,
এমন সাপিনী থোয়॥
দশন কাঁতি (১) মুকুতা পাঁতি,
হাঁস উগারয়ে শশী।
পরাণ পুতলি, হইনু পাগলি,
মরমে রহিল পশি॥
শূন (২) যে হিয়া রহিল পড়িয়া,
বস্তু রহল তায়।
চণ্ডীদাসে কয়, পুন দেখা হয়,
তবে সে পরাণ বয়॥

তুড়ি।

কনক বরণ, কিয়ে দরপণ,
নিছনি দিয়ে যে তার।
কপালে ললিত, চাঁদ শোভিত,
সিন্দূর অরুণ আর॥
সই! কিবা সে মধুর (৩) হাসি।
হিয়ার ভিতর পাঁজর কাটিয়া,
মরমে রহল পশি॥

(১) কান্তি। (২) শূন্য।
(৩) বিভিন্ন পাঠ—"মুখের"। প, ক, ত।

গলার উপর, মণিময় হার,
গগণ মণ্ডল হেরু (১)।
কুচ যুগ গিরি, কনক গাগরী,
উলটি পড়ল মেরু॥
গুরু সে উরুতে, লম্বিত কেশ,
হেরি যে সুন্দর ভার।
বহিয়া দুকুল (২), চরণের ফুল,
জলদ শোভিত ধার॥ (৩)
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী আদেশে,
হেরিয়ে নখের কোণে।
জনম সফলে, যমুনার কূলে,
মিলায়ল কোন্ জনে॥

সুহই।

হেদেলো সুন্দরি, প্রেমের আগোরি,
শুনহ নাগর কথা।
নিকুঞ্জে আসিয়া, তোহারি লাগিয়া,
কান্দিয়া আকুল তথা॥

---

(১) গলার উপরস্থিত মণিময়হার বক্ষে পতিত হওয়াতে গগণ মণ্ডলের ন্যায় বোধ হইতেছে। বক্ষ গগণ; মণিশ্রেণী তারকাবলী।

(২) বস্ত্র।—পট্টবস্ত্র। (৩) বিভিন্ন পাঠ—

"উরু যে উরুতে, লম্বিত কেশ,
হেরিয়ে সুন্দর তার।
চরণের ফুল, হেরিয়া দুকুল,
জলদ শোভিত ধার॥

প; ক; ত।

রাই রাই করি, ফুকরি ফুকরি,
পড়ই ভূমিরতলে।
ধরি মোর করে, কহয়ে কাতরে,
কেমনে সে ধনী মিলে॥
রাই অতএ আইনু আমি।
কানুর পিরীতি, যতেক আরতি,
যাইলে জানিবা তুমি॥
প্রেম অমিয়া, বাড়াও উহারে,
তোহারে কে করে বাধা।
চণ্ডীদাসে বলে, রাখি কুল শীল,
পুরাহ মনের সাধা॥

গোষ্ঠ বিহার।

কামোদ।

ব্রজকুলবালা, রাজ পথে আইলা,
লইয়া ধেনুর পাল,
সঙ্গে সখীগণ ভয়ে বলরাম,
শ্রীদাম (১) সুদাম (২) ভাল ॥
সুবল (৩) সঙ্গেতে, তার কান্দে হাত,
আরপি নাগর রায়।
হাসিতে হাসিতে সঙ্কেত বাঁশীতে,
এ দুই আখর (৪) গায় ॥
একথা আনেতে না পারে বুঝিতে
সুবল কিছু সে জানে।
হৈ হৈ বলি রাজপথে চলি,
গমন করিছে বনে ॥
গবাক্ষে বদন দিয়া প্রেমময়ী,
রূপ নিরীক্ষণ করে।
দোঁহার নয়নে, নয়ন মিলল
হৃদয়ে হৃদয় ধরে ॥
দেখিতে শ্রীমুখ মণ্ডল সুন্দর,
ব্যথিত হইলা রাধা।

(১) শ্রীদাম
(২) সুদাম } শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা।
(৩) সুবল

(৪) দুই আখর—"রাধা।"

এ হেন সম্পদ, বনে পাঠাইতে,
তিলে টুক না করে বাধা॥
কেমন যশোদা মায়ের পরাণ,
পুথলি ছাড়িয়া দিয়া।
কেমনে রয়েছে, গৃহমাঝে বসি,
চণ্ডীদাসে কহে ইহা॥

প্রৌঢ়ার উক্তি।

গান্ধার।

নিতি নিতি এসে যায়, রাধা সনে কথা কয়,
শুনিয়েছিলাম পরের মুখে।
মনে করি কোন দিনে, দেখা হবে তার সনে,
ভাল হইল দেখিলাঙ তোকে॥
চেট্টে নেট্টে (১) যায় জলে, তারে তুমি ধর চুলে,
এমত তোমার কোন্ রীত।
যার তুমি ধর চুলে, সেই এসে মোরে বলে,
নহিলে নহিতাম পয়তীত॥ (২)
সুজন কথন নও, পরনারী নিতে চাও,
এমতি তোমার অভিলাষ।
আমি ত শুনিলাম ভালে যদি শুনে তার জনে,
শুনিলে হইবে অপভাষ॥

(১) তরুণী বধুগণ। অদ্যাপি চেটো বৌ বলিয়া থাকে।
(২) নতুবা বিশ্বাস করিতাম না।

নিশ্বাস প্রশ্বাস কর, কাছাড় খাইঞা পড়,
বুঝিলাম তোমার মনের কথা।
নহে কেনে ঘাটে মাঠে, তোমার অপযশ রটে
শুনিবার পাই সব কথা॥
আমার কথাটী শুন, না করিহ ইহা পুনঃ,
না মজে নন্দের কুল গারি।
চণ্ডীদাসেতে কয়, একথা কি মনে লয়,
নাগরীর পতি হইল বৈরী॥

শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী।

তিরোতা ধানশী।

সে যে নাগর গুণধাম। জপয়ে (১) তোহারি নাম॥
শুনিতে তোহারি বাত। পুলকে ভরয়ে গাত (২)॥
অবনত করি শির। লোচনে ঝরয়ে নীর॥
যদি বা পুছয়ে বাণী। উলটি করয়ে পাণি॥
কহিয়ে তোহারি রীতে। আন না বুঝিবি চিতে॥
ধৈরজ নাহিক তায়। বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥

শ্রীরাগ।

এধনি এধনি বচন শুন।
নিদান দেখিয়া আইনু পুন॥
নাবাঁধে চিকুর নাপরে চীর। (৩)
নাখায় আহার ঝাপিয়ে নীর॥

(১) জপ করে। (২) গাত্র। (৩) বস্ত্র।

দেখিতে দেখিতে বাঢ়ল ব্যাধি।
যত তত করি নহিয়ে সুধি॥
সোণার বরণ হইল শ্যাম।
সোঙরি (১) সোঙরি তোহারি নাম॥
নাচিহ্নে (২) মানুখ (৩) নিমিখ নাই।
কাঠের পুতলি রহিছে চাই॥
তুলাখানি দিলে নাসিকা মাঝে।
তবে সে বুঝিনু শোয়াস (৪) আছে॥
আছয়ে শ্বাস নারহে জীব।
বিলম্ব নাকর আমার দিব॥ (৫)
চণ্ডীদাস কহে বিরহ বাধা।
কেবল মরমে ঔখদ (৬) রাধা॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য।

বরাড়ী।

বাদিয়ার বেশ ধরি, বেড়ায় সে বাড়ী বাড়ী,
আইলেন ভানুর মহলে (৭)।
খুলি হাঁড়ি ঢাকনি, বাহির করয়ে ফণী,
তুলিয়া লইল এক গলে॥
বিষহরি বলি দেয় কর।
শুনিয়া যতেক বালা, দেখিতে আইল খেলা,
খেলাইছে মাল পুরন্দর॥

---

(১) স্মরণ করিয়া। (২) চিনিতে পারে না। (৩) মানুষ। (৪) শ্বাস।
(৫) দিব্য। (৬) ঔষধ। (৭) বৃষভানু রাজার বাড়ীতে।

সাপিনীরে দেয় খোব, সাপিনী বাড়য়ে কোব (১)
দন্ত করি উঠি ধরে ফণা।
অঙ্গুলী মুড়িয়া যায়, সাপিনী ফিরিয়া চায়,
ছুঁয়ে যায় বাদিয়ার দাপনা॥
খেলা দেখি গোপীগণ, বড় আনন্দিত মন,
কহে "তুমি থাক কোন্ স্থানে"?
"থাকি বনের ভিতরে, নাগদমন (২) বলে মোরে,
নাম মোর জানে সব জনে॥
বসন মাগিবার তরে, আইনু তোমার ঘরে
বস্ত্র দেহ আনিয়া আপনি।
ছেঁড়া বস্ত্র নাহি লব, ভাল একখানি পাব,
দেখি দেও শ্রীঅঙ্গের খানি॥"
"বটের (৩) ভিখারী হও, বহু মূল্য নিতে চাও,
নহিলে শোভিত চায় বটে।
বনে থাক সাপ ধর, তেনা (৪) পরিধান কর,
সদাই বেড়াও নদীতটে॥"
বেদে কহে ধীরে ধীরে, "তোমার বস্ত্র নিব শিরে,
মনে মোর হবে বড় সুখ।
তোমার সঙ্গ করিতে, অভিলাষ হয় চিতে,
তুমি যদি না বাসহ দুখ॥
"চুপ করে থাক বেদে, যা পাও তা নেও সেধে,
ভরমে ভরমে যাও ঘরে।"
"চুরি দারি নাহি করি ভিক্ষা করি পেট ভরি,
আমি ভয় করিব কাহারে?

---

(১) কোপ, রাগ। (২) কালীয় দমন—সাঁপুড়ে। (৩) কড়ি। (৪) ছেঁড়া বস্ত্র।

তোমা লঞা করি ক্রীড়া, তুমি কেন মান পীড়া,
সুখী কর এ দুখিয়া জনে।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, বাদিয়া যে এই নয়,
বুঝিয়া দেখহ আপন মনে॥

বালা ধানশী।

গোকুল নগরে, ইন্দ্র পূজা করে,
দেখি আইল যত নারী।
নগর ভিতর, মহা কলরব,
নাগর হইল পসারী॥
দোকান দাকান, মেলিল তখন,
দেখিয়া গাহকীগণ।
কহয়ে পসারী, "বহু দ্রব্য আছে,
যে নিতে চাহে যে ধন॥
মুকুতা প্রবাল, মণিময় হার,
পোতিক মাণিক যত।
বহু দিন মনে, আনিনু যতনে,
তোমাদের অভিমত॥"
থস্তিক (১) পুতিয়া, মুকুতা ঝুলায়া,
কহয়ে গাহকী আগে।
শুনি গাহকিনী, আসিয়া আপনি,
দোকানে নিকটে লাগে॥

(১) খন্তা।

সুমধুর বাণী, বলে সে দোকানী,
কিসের লইবে ছড়া।
মুকুতা মাল, লইবে ভাল,
কড়ি যে লাগিবে বাড়া॥
শুনি নারীগণ, বলয়ে বচন,
"গাহকী নহি যে মোরা।"
"কিবা ভাগ্য মেনে, দেখিছি জনমে,
এমন ধন যে তোরা॥"
যুবতী রসাল, নিল এক মাল,
দিল এক সখী গলে।
পরিমাণ হলো, আনন্দ বাড়িল,
"কতেক লইবে" বলে॥
আর এক জনে, সাধ করি মনে,
লইল সোণার সূচ।
লই চলি যায়, বেতন (১) না দেয়,
পসারী ধরিল কুচ॥
ফেরা ফেরি করে, কুচ নাহি ছাড়ে,
কহে "মূল্য দেহ মোর।"
সঘন বদন, করয়ে চুম্বন,
"এমতি কাজ যে তোর॥"
কাঁড়াকাড়ি ঘন, না মানে বারণ,
অরাজক হলো পারা।
যাহার যেধন, কাটে সেই জন,
রক্ষক হইবে কারা!

(১) মূল্য।

রজকী সঙ্গতী, চণ্ডীদাস গতি,
রচিল আনন্দ বটে।
দোকান দাকান, হলো সমাধান,
সকল গেল যে লুটে॥

ভুড়ি।

কানুর পিরীতি, কুহকের রীতি,
সকলি মিছাই রঙ্গ।
দড়াদড়ি লৈঞা, গ্রামেতে চড়িয়া,
ফিরয়ে করিয়ে সঙ্গ॥
সই! কানু বড় জানে বাজি।
বাঁশ বংশীধারি, মদন সঙ্গে করি,
ঢোলক ঢালক সাজি॥
মদন ঘুরিয়া, বেড়ায় ফিরিয়া,
যুবতী বাহির করে।
দুইটী গুটিয়া, ফেলাঞা লুফিয়া,
বুকের উপর ধরে॥
ধীরি ধীরি যায় ভঙ্গী করি চায়,
রঙ্গ দেখে সব লোকে।
দড়ায়ে পায়ে (১), উঠয়ে তাহে,
থাকি থাকি দেই ঝোঁকে॥
মুকুতা প্রবাল উগরে সকল,
আর বহুমূল্য হীরা।
একবার আসি, উগরে রাশি,
নাচিয়া বেড়ায় ফিরা॥

(১) পায়ে দাড় জড়াইয়া।

নায়কের পূর্ব্বরাগ।

কতক্ষণ বই, বাঁশ হাতে লই,
যুবতী হিয়ায় পাঁড়ে।
জঙ্ঘে জঙ্ঘ দিয়া, পায়েতে ছান্দিয়া,
বাঁশের উপর চড়ে॥
চড়িয়া উপরে, ঝুলিয়া পড়য়ে,
চুম্বই যুবতী মুখে।
মুখে মুখ দিয়া, পান গুয়া নিয়া,
ঘুরিয়া বেড়ায় সুখে॥
লোক নহে রাজি, কেমন সে বাজি,
রমণী ভুলাবার তরে।
চণ্ডীদাস কয়, বাজি মিছে নয়,
রঙ্গ কে বুঝিতে পারে॥

কামোদ।

নামিল আসিয়া, বসিল হাসিয়া,
কহয়ে বেতন দেও।
বেতনের কালে, হাত দিয়া গালে,
যুবতী সকলে কয়॥
সই! বাজিকরে নিবে যে কি?
যত কিছু দেখ, কিছুই না লয়
(বলে) আমারে জিজ্ঞাস কি?
মনে এই করি, দেহ কুচ-গিরি,
আর তব মুখ-সুধা।

আর এক হয়, মোর মনে লয়,
তাহা মোরে দেহ জুদা ॥ (১)
সুন্দরীগণে বুঝিল মনে,
ইহার গ্রাহক তুমি।
ঢিটের ঢিটানি (২) খেতের মিঠানি, (৩)
সকলি জানি যে আমি ॥
চণ্ডীদাস কয়, তবে কেন নয়,
জানিয়া চতুর পণা।
বুঝিলে না বুঝে, কহিলে না সুঝে,
তাহারে বলি যে কালা ॥

ধানশী।

ধরি নাপিতিনী বেশ, মহলেতে পরবেশ,
যেখানেতে বসিয়াছে রাই।
হাতে দিয়া দরপণী, খোলে নখ-রঞ্জণী (৪),
বোলে বৈস, দেই কামাই ॥
বসিলা যে রসবতী নারী।
খুলিল কনক বাটী, আনিয়া জলের ঘটী,
ঢালিলেক সুবাসিত বারি ॥
করে নখ-রঞ্জণী, চাকয়ে (৫) নখের কণি,
শোভিত করিল যেন চাঁদে।

(১) স্বতন্ত্র, পৃথক। (২) চতুরের চাতুর্য্য।
(৩) মিষ্টরস।
(৪) নরুণ। (৫) বিভিন্ন পাঠ "চাঁছয়ে।" প ; ক ; ত।

আলসে অবশ-প্রায়, ঘুম লাগে আধ গায়,
হাত দিলা নাপিতিনী কাঁধে॥
নাপিতিনী একে (১) শ্যামা, ননীর পুতলী, ঝামা
বুলাইছে মনের আকুতে। (২)
ঘসি ঘসি রাঙ্গা পায়, আলতা লাগায় তায়,
রচয়ে মনের হরষিতে॥
রচয়ে বিচিত্র করি, চরণ হৃদয়ে ধরি,
তলে লিখে আপনার নাম।
কত রস পরকাশি, হাসয়ে ঈষৎ হাসি,
নিরখি নিরখি অবিরাম॥
নাপিতিনী বলে "ধনি, দেখহ চরণ খানি,
ভাল মন্দ করহ বিচার।"
দেখি সুবদনী কহে, "কি নাম লিখিলা উহে,
পরিচয় দেও আপনার॥" (৩)
নাপিতিনী কহে "ধনি, শ্যাম নাম ধরি আমি,
বসতি যে তোমার নগরে।'
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়, এই নাপিতিনী নয়,
কামাইলা যাও নিজ ঘরে॥

(১) "বরণ একে"—পাঠান্তর। প্রা, কা, সং।
(২) আগ্রহে। বিভিন্ন পাঠ—"আনন্দে"। প; ক; ত।
(৩) বিভিন্ন পাঠ—

নাপিতিনী বাণী শুনি, দেখিয়া চরণ খানি,
তলে লেখা দেখে শ্যাম নাম।
তবে বুঝি আপন মনে, চাহে নাপিতিনী পানে,
বলে তুমি কহ আপন নাম। প্রা; কা; সং।

সুহিনী।

নাপিতিনী কহে "শুন লো সই।
অনাথী জনের বেতন কই ?
কহ তুমি যাই রাইয়ের কাছে।
বেতন লাগিয়া বসিয়া আছে ॥
যদি কহে তবে নিকটে যাই।
যে ধন দেন তা সাক্ষাতে পাই ॥"
শুনি সখী কহে রাইয়ের কাছে।
"নাপিতিনী বসি আছয়ে নাছে (১)"
রাই কহে "তবে আনহ তায়।
কতেক বেতন আমায় চায় ?"
সখী যাই তবে ডাকয়ে "আইস।
আসিয়া রাইয়ের নিকটে বৈস ॥"
বসিল দুখিনী নাপিতিনী শ্যামা।
"কহয়ে বেতন দেহ যে রামা ॥" (২)
রাই কহে "কিবা হইবে তোর।"
সে কহে "বেতন নাহিক ওর ॥"
হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী রাই।
"হেন নাপিতিনী দেখি যে নাই ॥
এমতে ধন যে করেছ কত ?"
সে কহে "ভুবনে আছয় যত ॥

(১) পশ্চাদ্বার।

(২) আসি নাপিতিনী কহয়ে তায়।
বেতন কেন না দেও আমায় ॥ প, ক, ত।

এক ধন আছে তোমার ঠাঁই।
সে ধন পাইলে ঘরকে যাই॥
হৃদয়ে কনক কলস আছে।
মণিময় হার তাহার কাছে॥
তাহার পরশ রতন দেহ।
দরিদ্র জনারে কিনিয়া লহ॥" } (১)
হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী গৌরী।
"ভাল নাপিতিনী পরাণ চুরি॥
পরশ রতন পাইবা বনে।
এখনে চলহ নিজ ভবনে॥"
চণ্ডীদাস কহে না কর লাজ।
নাপিতিনী নহে রসিক রাজ॥

সুহিনী।

এক দিন মনে রভস কাজ।
মালিনী হইল রসিক রাজ (২)॥
ফুলমালা গাঁথি ঝুলায়ে হাতে।
"কে নিবে, কে নিবে" ফুকারে পথে

(১) বিভিন্ন পাঠ—

কুচযুগ গিরি মোর মনোনীত।
ইহা দিয়া মোরে করহ প্রীত॥
আর যে বেতন দেহ আমার।
পরশ রতন চাহি তোমার। প্রা, কা, সং।

(২) শ্রীকৃষ্ণ।

তুরিতে আইলা ভানুর বাড়ী।
রাই কহে "কত লইবে কড়ি ?"
মালিনী লইয়া নিভৃতে বসি।
মালা মূল (১) করে ঈষৎ হাসি ॥
মালিনী কহয়ে "সাজাই আগে।
পাছে দিবা কড়ি যতেক লাগে ॥"
এত কহি মালা পরায় গলে।
বদন চুম্বন করিল ছলে ॥
বুঝিয়া নাগরী ধরিলা করে।
"এত টাটপনা আসিয়া ঘরে ?"
নাগর কহয়ে "নহি যে পর।"
চণ্ডীদাস কহে কি কর ডর ॥

ভাটিয়ারী

"গোকুল নগরে, ফিরি ঘরে ঘরে (২)।
বেড়াই চিকিৎসা করি।
যে রোগ যাহার, দেখি একবার,
ভাল যে করিতে পারি ॥
শিরে শির শূল, পিরিতির জ্বর,
হয়ে থাকে যে রোগীর।
বচন না চলে, আঁখি নাহি মেলে;
তাহারে পিয়াই নীর ॥
কেবল একান্ত ধন্বন্তরি।

---

(১) মূল্য, দাম। (২) বিভিন্ন পাঠ—"প্রতি ঘরে ঘরে" প, ক, ত।

নাহি জানে বিধি, এমন ঔষধি,
পিয়াইলে যায় জ্বরি (১)
ঔষধ খেয়ে, ভাল যে হয়ে,
বট দিও তবে পাছে।”
একজন তথা, শুনিয়া সে কথা,
কহিল রাধার কাছে॥
পরের মুখে, শুনিয়া সুখে,
হরষিত হলো মন।
বলে যে “যাইয়া, আনহ ডাকিয়া,
দেখি সে কেমন জন॥”
এ কথা শুনিয়া, বাহির হইয়া,
কহে এক সখী ধাই।
“মোদের ঘরে, রোগী আছে জ্বরে,
দেখ একবার যাই॥”
এই বাড়ী হইতে, আসিছি তুরিতে,
কহে “হেথা থাক বসি।”
সাজ সাজাইতে, চলিল নিভৃতে,
চণ্ডীদাস কহে হাসি॥

(১) জ্বর।

ভাটিয়ারী।

আপন বসন (১), ঘুচায়ে তখন,
লেপয়ে কেশেতে মাটী।
ভবল্লক (২) ছাঁদে, বসন পিঁধে,
সঙ্গে চলয়ে হাঁটি॥
মনোহর ঝুলি কাঁধে।
তাহার ভিতর, শিকড় নিকর (৩),
যতন করিয়া বাঁধে॥
ঘুচাইয়া লাজে, চিকিচ্ছার কাছে,
বসিলা রোগীর কাছে।
ঘুচায়ে বসন, নিরখে বদন,
(বলে) "রোগ যে ইহার আছে॥"
বাম হাত ধরি, অঙ্গুলি মোড়ি,
দেখে ধাতু কিবা বয়।
"পিরিতের জ্বরে (৪), জ্বরেছে ইহারে,
পরাণ রহে কি না রয়॥"
হাসিয়া নাগরী, উঠি অঙ্গ মোড়ি,
"ভাল যে কহিলা বটে।
বল কি খাইলে, হইবে সবলে,
বেয়াধি কেমনে ছুটে॥"
"ঔষধ যে হয়, মনে করি ভয়,
এখনি খাওয়ায়ে যেতেম।

---

(১) "বরণ"—পাঠান্তর। (২) ভকল্লুবী। (৩) রাশি।
(৪) "বিষে"—পাঠান্তর প, ক, ত।

ভাল যে হইত, জয় যে যাইত,
যদি সে সময় পেতেম ॥”
তথন নাগরী, বুঝিলা চাতুরী,
টীট নাগররাজ।
বাশুলী নিকটে, চণ্ডীদাস রটে,
এমন কাহার কাজ ॥

১১

সিন্ধুড়া।

দেয়াশিনী বেশে, মহলে প্রবেশে,
রাধিকা দেখিবার তরে।
সুরক্ত চন্দন, কপালে লেপন,
কুণ্ডল কাণেতে পরে ॥
নাগর সাজী বাম করে ধরে।
পিঁধিযা বিভূতি, সাজল মূরতি,
রুদ্রাক্ষ জপয়ে করে ॥
কহে “জয় দেবী ব্রজপুর সেবি,
গোকুল রক্ষক নিতি।
গোপ গোয়ালিনী, সুভাগ্য দায়িনী,
পূজ দেবী ভগবতী ॥”
আশীর্ব্বাদ শুনি, গোপের রমণী,
আইলা দেয়াশিনী কাছে।
জিজ্ঞাসা করয়ে, যত মনে লয়ে,
বোলে “গোপ ভাল আছে।
সবাকার জয়, শত্রু হবে ক্ষয়,
মনে ভয় না ভাবিবে।

তোমাদের পতি, সুন্দর সুমতি,
সবাকার ভাল হবে॥"
সঙ্গেতে কুটিলা (১), আসিয়া জটিলা (২)
পড়য়ে চরণে ধরি।
"আমার বধূর, পতির মঙ্গল,
বর দেহ কৃপা করি॥"
শুনি দেয়াশিনী, হরষিত বাণী,
জটিলা সমুখে কয়।
"বর যে লইবে, ভালই হইবে,
নিকটে আনিতে হয়॥"
জটিলা যাইয়া, আনিল ধরিয়া,
আপন বধূর হাতে।
বসিলা হরষে, দেয়াশিনী পাশে,
ঘুচায়া বসন মাথে॥
দেখি দেয়াশিনী, বলে শুভ বাণী,
"সব সুলক্ষণযুতা (৩).
গন্ধর্ব্ব পাবনী, যশোদা নন্দিনী,
রাধা নাম ভানুসুতা॥"
ধরি ধনীর হাতে, মনের আকুতে,
নিরখে বদন তার।
দেখিতে দেখিতে, আনন্দিত চিতে,
মদন কৈল বিকার॥
সাজিটি খুলিয়া, ফুলটি তুলিয়া,
বাঁধেন নাগরী চুলে।

(১) শ্রীরাধিকার ননদিনী। (২) শ্রীরাধিকার শ্বশ্রূ। (৩) সুলক্ষণযুক্তা।

"আনন্দে থাকিবে, সকলি পাইবে,
কলঙ্ক নহিবে কুলে॥"
শুনিয়া সুন্দরী, কহে ধীরি ধীরি,
"এ কথা কহবি মোয়।
আমার হিয়ার, ব্যথাটি ঘুচয়ে,
তবে সে জানি যে তোয়॥
"একটি শপথি, রাখহ যুবতী,
কহিতে বাসিয়ে ভয়।
পরপতি (১) সনে, বেঁধেছ পরাণে,
ইহাই দেবতা কয়॥"
হাসিয়া নাগরী, চাহে ফিরি ফিরি,
"দেয়াশিনী ঘর কোথা ?"
"আমার ঘর, হয় যে নগর,
কহিব বিরল কথা॥"
সঙ্কেত বুঝিয়া, নয়ান ফিরিয়া,
তাক করে এক দিঠে।
নিরখি বদন, চিহ্নল তখন,
শ্যাম নাগর টীটে॥
ধীরি ধীরি করি, বসন সম্বরি,
মন্দিরে চলিলা লাজে।
চণ্ডীদাস কয়, সুবুদ্ধি যে হয়,
সেকত করয়ে কাজে॥

(১) উপপতি।

সিন্ধুড়া।

নাগর আপনি হৈলা বণিকিনী,
কৌতুক করিয়া মনে।
চুয়া যে চন্দন, আমলকী-বর্ত্তন, (১)
যতন করিয়া আনে॥
কেশর, (২) যাবক, কস্তুরী, দ্রাবক,
আনিল বেণার জড়।
সোন্ধা সুকুঙ্কুম, কর্পূর চন্দন,
আনিল মুথা শিকড়॥
থালিতে করিয়া, আনিল ভরিয়া,
উপরে বসন দিয়া।
মিছামিছি করি, ফিরে বাড়ী বাড়ী,
ভানুরা দুয়ারে গিয়া॥
চুবক লইয়ে, ফুকরি কহয়ে,
আইল দাসী যে তবে।
"মোদের মহলে, আসি দেহ" বোলে
"অনেক নিতে যে হবে॥
থালিতে ধরিয়া, আনিল লইয়া,
যেখানে নাগরী বসি।
"চুয়া, সুচন্দন, করহ রচন",
বেণ্যানী মনেতে খুসি॥
"চন্দন চুবক, লইবে কতেক,
জানিতে চাহি যে আমি।"

---

(১) আমলকীর গুলি। ইহা মাথা ঘসিবার নিমিত্ত অদ্যাপি ব্যবহৃত হয়।

(২) নাগকেশর (গন্ধদ্রব্য)।

"সকলি লইব, বেতন সে দিব,
যতেক আনহ তুমি॥"
আমলকী হাতে, দিল যে মাথে,
ঘসিতে লাগিল কেশ।
ঘসিতে ঘসিতে, শ্রম যে হইল,
নাগরী পাইল ক্লেশ॥
সুমধুর বাণী, কহে সে বেণ্যানী,
চুয়া মাখিবার তরে।
চুল যে ঝাড়িয়া, হাত নামাইয়া,
মাথায় হৃদয়পরে॥
পরশে নাগরী, হইলা আগরী,
পড়িলা বেণ্যানী কোরে।
নদী (১) সে আইল, অতি সুখ হইল,
সব শ্রম গেল দূরে॥
বেণ্যানী বলে, "গেল সে বেলে,
যাইতে চাহি যে ঘরে।"
উঠিলা নাগরী, বসন সম্বরি,
"কহে কি লাগিবে মোরে॥"
বট আনিবারে; কহিলা সখীরে,
শুনিয়া নাগর রাজে।
কহে "না লইব, আর ধন নিব,
না কহি তোমারে লাজে॥"
"কহ না কেনে, কি আছে মনে,
শুনিতে চাহি যে আমি।

(১) পাঠান্তর—"নিন্দ"। প; ক; ত।

থাকিলে পাইবে, নতুবা যাইবে,
থির হইয়া কহ তুমি ॥”
বেণ্যানী কহয়ে, “হিয়ার ভিতরে,
বড় ধন আছে সেহ (১)।
কৃপা যে করিয়া, বাস উঘারিয়া (২),
সে ধন আমারে দেহ ॥”
তখনে নাগরী, বুঝিলা চাতুরী,
হাসিয়া আপন মনে।
“গন্ধের বেতন, হইল এমন,
জীবন যৌবন টানে ॥
কর সমাধান (৩), বুঝিলাম কান (৪)
আর না বলিহ মোরে।
এতেক গুণে, মারহ পরাণে,
কেবা শিখাইল তোরে ॥
পরের নারী, আশয়ে করি,
মরয়ে আপন মনে।
কোথা বা হৈয়াছে, কেবা বা পেয়েছে,
না দেখি যে কোন স্থানে ॥”
চণ্ডীদাস কয়, কত ঠাঁই হয়,
যাহাতে যাহাতে বনে (৫)।
যৌবন ধনে, কিবা বা মানে,
সুঁপে সে প্রাণে প্রাণে ॥

---

(১) সেই। (২) খুলিয়া।
(৩) অবধান। (৪) কানু—শ্রীকৃষ্ণ।
(৫) যাহার সহিত মনের মিল হয়।

তুড়ি।

একদিন বর, নাগর শেখর,
কদম্ব তরুর তলে।
বৃষভানু সুতে, সখীগণ সাথে,
যাইতে যমুনাজলে॥
রসের শিখর, নাগর চতুর,
উপনীত সেই পথে॥
শির পরশিয়া, বচনের ছলে,
সঙ্কেত করল তাতে॥
গোধন চালায়ে, শিশুগণ লয়ে,
গমন করিলা ব্রজে।
নীর ভরি কুম্ভে, সখীগণ সঙ্গে,
রাই আইলা গৃহমাঝে॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী আদেশে,
শুন লো রাজার ঝিয়ে।
তোমা অনুগত, বঁধুর সঙ্কেত,
না ছাড় আপন হিয়ে॥

ধানশী।

যাইতে জলে, কদম্বতলে,
ছলিতে গোপের নারী।
কালিয়া বরণ, হিরণ পিঁধন,
বাঁকিয়া রহিল ঠারি (১)॥

(১) দাঁড়াইয়া।

মোহন মূরলী হাতে।
যে পথে যাইবে, গোপের বালা,
দাঁড়াইল সেই পথে ॥
"যাও আন বাটে (১), গেলে এ ঘাটে,
বড়ই বাধিবে লেঠা।"
সখী কহে "নিতি, এ পথে যাই,
আজি ঠেকাইবে কেটা ?"
হয় বোলা বুলি (২), করে ঠেলাঠেলি,
হৈল অরাজক পারা।
চণ্ডীদাস কহে, কালিয়া নাগর,
ছি ছি। লাজে মরি মোরা ॥

(১) অন্যপথে। (২) বলা বলি।

প্রেম বৈচিত্র।

সুহিনী।

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আঁখর,
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া, ছানিয়া খাইনু,
তিতায় তিতিল দে (১)॥
সই এ কথা কহন নহে।
হিয়ার ভিতর, বসতি করিয়া,
কখন কি জানি কহে॥
পিয়ার পিরীতি, প্রথম আরতি,
তাহার নাহিক শেষ।
পুন নিদারুণ, শমন সমান
দয়ার নাহিক লেশ॥
কপট পিরীতি, আরতি বাড়ায়া,
মরণ অধিক কাজে।

প্রেম বৈচিত্র লক্ষণঃ—

"প্রিয়ের নিকটে বসি প্রেমময়ী ধনী।
প্রেমের বিহ্বলে প্রিয় কোথা মনে গণি॥
চৌদিকে নেহারি কান্দে বিরহ হুতাশে।
প্রেম বৈচিত্র ইহ হেরি হরি হাসে॥"

ভক্তমাল।

(১) দেহ তিক্ত হইয়া গেল।

লোক চরচায়, কুলে রক্ষা দায়,
জগত ভরিল লাজে॥
হইতে হইতে, অধিক হইল,
সহিতে সহিতে মনু।
কহিতে কহিঁতে, তনু জর জর,
পাগলী হইয়া গেনু॥
এমতি পিরীতি, না জানি এ রীতি,
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি পরম, দুখময় হয়,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

শ্রীরাগ।

পিরীতি সুখের, সাগর দেখিয়া,
নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া, ফিরিয়া চাহিতে,
লাগিল দুখের বায় (১)॥
কেবা নিরমিল, প্রেম সরোবর,
নিরমল তার জল।
দুখের মকর, ফিরে নিরন্তর,
প্রাণ করে টলমল॥
গুরুজন জ্বালা, জলের শিহালা
পড়সী জীয়ল মাছে।

(১) হাওয়া।

কুল পানীফল, কাঁটা যে সকল,
সলিল বেড়িয়া আছে॥
কলঙ্ক পানায়, সদা লাগে গায়,
ছাঁকিয়া খাইল যদি।
অন্তর বাহিরে' কুটু কুটু করে,
সুখে দুখ দিল বিধি॥
কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনি,
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া, যে করে পিরীতি,
দুখ যায় তার ঠাঞি॥

শ্রীরাগ।

পিরীতি বলিয়া, একটি কমল,
রসের সাগরমাঝে।
প্রেম পরিমল, লুবধ ভ্রমর,
ধায়ল আপন কাজে॥
ভ্রমরা জানয়ে, কমল মাধুরী,
তেঁহ সে তাহার বশ।
রসিক জানয়ে, রসের চাতুরী,
আনে কহে অপযশ॥
সই! একথা বুঝিবে কে?
যে জন জানয়ে, সে যদি না কহে,
কেমনে ধরিবে দে॥ ঞঁ

ধরম করম, লোক চরচাতে,
এ কথা বুঝিতে নারে।
এ তিন আখর, যাহার মরমে,
সেই সে বলিতে পারে॥
চণ্ডীদাসে কহে, শুনল সুন্দরি,
পিরীতি রসের সার।
পিরীতি রসের, রসিক নহিলে,
কি ছার পরাণ তার॥

শ্রীরাগ।

পিরীতি পিরীতি, কি রীতি মূরতি,
হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে, পিরীতি না ছাড়ে,
পিরীতি গঢ়ল কে॥
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আঁখর,
না জানি আছিল কোথা।
পিরীতি কণ্টক, হিয়ায় ফুটল,
পরাণ পুতলী যথা॥
পিরীতি পিরীতি, পিরীতি অনল,
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল, নিবাইল নহে (১),
হিয়ায় রহিল শেল॥

(১) নিবিল না।

চণ্ডীদাস, বাণী শুন বিনোদিনি,
পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া, পরাণ ছাড়িলে,
পিরীতি মিলায় তথা ॥

শ্রীরাগ।

সই! পিরীতি আখর তিন।
জনম অবধি, ভাবি নিরবধি,
না জানিয়ে রাতি দিন ॥
পিরীতি পিরীতি, সব জনা কহে,
পিরীতি কেমন রীত।
রসের স্বরূপ, পিরীতি মূরতি,
কেবা করে পরতীত ॥
পিরীতি মন্তর, জপে যেই জন,
নাহিক তাহার মূল।
বন্ধুর পিরীতি, আপনা বেচিনু,
নিছি দিনু জাতি কুল ॥
সে রূপ সায়রে, নয়ন ডুবিল,
সে গুণে বাহিল হিয়া।
সে সব চরিতে, ডুবল যে চিতে,
নিবারিব কিনা দিয়া ॥
খাইতে খেয়েছি, শুইতে শুয়েছি,
আঁছিতে আছিয়ে ঘরে।
চণ্ডীদাস কহে, ইঙ্গিত পাইলে,
অনল দিয়ে দুয়ারে ॥

ধানশী।

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আঁখর,
সিরজিল কোন ধাতা।
অবধি জানিতে, সুধাই কাহাতে,
ঘুচাই মনের ব্যথা।
পিরীতি মূরতি, পিরীতি রতন,
যার চিতে উপজিল।
সে ধনী কতেক, জনমে জনমে,
যজ্ঞ করিয়াছিল (১)॥
সই! পিরীতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে, জনমে জনমে,
কি সুখ জানয়ে তারা॥
যে জন যা বিনে, না রহে পরাণে,
সে যে হৈল কুলনাশী।
তবে কেনে তারে, কলঙ্কিনী বলে,
অবোধ গোকুলবাসী॥
গোকুল নগরে, কেবা কি না করে,
অবুধ (২) মূঢ় সে লোকে।
চণ্ডীদাসে ভণে, মরুক সে জনে,
পর চরচায় থাকে॥

ধানশী।

সুখের লাগিয়া, পিরীতি করিনু,
শ্যাম বন্ধুয়ার সনে।

(১) পাঠান্তর—"ভাগ্য করিয়াছিল"। প; ক; ত। (২) নির্বোধ।

পরিণামে এত, দুখ হবে বলে,
কোন্ অভাগিনী জানে॥
সই পিরীতি বিষম মানি।
এত সুখে এত, দুখ হবে বলে,
স্বপনে নাহিক জানি॥
কে হেন (১) কালিয়া নিঠুর হইল,
কি শেল লাগিল যেন।
দরশন আশে, যেজন ফিরয়ে,
সে এত নিঠুর কেন॥
বলনা কি বুদ্ধি, করিব এখন,
ভাবনা বিষম হৈল।
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি,
কি দিলে হইবে ভাল॥
চণ্ডীদাস কহে, শুন বিনোদিনি,
মনে না ভাবিহ আন।
তুমি সে শ্যামের, সরবস (২) ধন,
শ্যাম সে তোমার প্রাণ॥

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া, রন্ধন করিনু,
জ্বালাতে জ্বলিল সে (৩)।
স্বাদু নহিল, জাতি সে গেল,
ব্যঞ্জন খাইবে কে॥

(১) পাঠান্তর "সে হেন"। প; ক; ত। (২) সর্ব্বস্ব।
(৩) পাঠান্তর "জ্বালাতে জ্বলিল দে।" প; ক; ত।

সই! ভোজন বিস্বাদ হৈল।
কানুর পিরীতি, হেন রসবতী,
স্বাদ গন্ধ দূরে গেল॥ ধ্রু
পিরীতি রসের, নাগর দেখিয়া,
আরতি বাঢ়াইনু তাতে।
তবে সে সজনি, দিবস রজনী,
অনল উঠিল চিতে॥
উঠিতে উঠিতে, অধিক উঠিল,
পিরীতে ডুবিল দেহ।
নিমে সুধা দিয়া, একত্র করিয়া,
ঐ ছন কানুর লেহ (১)॥
চণ্ডীদাস কয়, হিয়ায় সহয়,
সকলি গরল হৈল।
কিছু কিছু সুধা, বিষগুণা আধা,
চিরজীবী দেহ কৈল॥

শ্রীরাগ।

সুখের পিরীতি, আনন্দ যে রীতি,
দেখিতে সুন্দর হয়।
মধুর পীযুষে, মদন সহিতে,
মাখিলে সে রসময়॥
সই! কিবা কারিগর সে।
এমত সংযোগে, করি অনুরাগে,
কেমতে গঠিল দে। ধ্রু॥

---

(১) পিরীতি।

তিন তিন গুণে, বান্ধিলেক ঘুণে,
পাঞ্জর ধসিয়া গেল।
যতন করিয়া, অবলা বধিতে,
আনিল এমতি শেল॥
এমত অকাজ, করে কোন রাজ,
বুঝিতে নারিনু মোরা।
কুলের ধরমে, ত্যজিনু মরমে,
এমতি হউক তারা॥
চণ্ডীদাস কয়, মিছা গালি হয়,
না দেখি অনেক লোকে।
আপনা আপনি, বলহ কাহিনী,
আপন মনের সুখে॥

শ্রীরাগ।

আপনা খাইনু, সোণা যে কিনিনু,
ভূষণে ভূষিতে দেহ।
সোণা যে নহিল, পিতল হইল,
এমতি কানুর লেহ॥
সই! কনন সোণারে না চিনে সোণা।
সোণা যে বলিয়া, পিতল আনিয়া,
গড়ি দিল যে গহনা। ধ্রু॥
প্রতি অঙ্গুলিতে, ঝলক দেখিতে,
হাসয়ে সকল লোকে।
ধনু যে গেল, কাজ না হইল,
শেল রহি গেল বুকে॥

যেন মোর মতি, তেমনি এগতি,
ভাবিয়া দেখিনু চিতে।
খলের কথায়, পাথারে সাঁতারি,
উঠিতে নারিনু ভিতে॥
অভাগিয়া জনে, ভাগ্য নাহি জানে,
না পূরয়ে সব সাধ।
খাইতে নাহিক ঘরে, সাধ বহু করে,
বিহি (১) করে অনুবাদ॥
চণ্ডীদাসে কহে, বাশুলী কৃপায়ে,
আর নিবেদিব কায়।
তবুত পিরীতি, নাহি পায় যদি,
পরাণে মরিয়া যায়।

শ্রীরাগ।

কানুর পিরীতি, চন্দনের রীতি,
ঘষিতে সৌরভ ময়।
ঘষিয়া আনিয়া, হিয়ায় লইতে,
দহন দ্বিগুণ হয়॥
সই! কে বলে পিরীতি হীরা।
সোণায় জড়িয়া হিয়ায় করিতে,
দুখ উপজিলা ফিরা॥ ধ্রু
পরশ পাথর, বড়ই শীতল,
কহয়ে সকল লোকে।

---

(১) বিধি।

মুঞি (১) অভাগিনী, লাগিল আগুনি,
পাইনু এতেক দুখে ॥
সব কুলবতী, করয়ে পিরীতি,
এমত না হয় কারে।
এ পাড়া পড়সী, ডাকিনী সদৃশী,
এমত না খায় তারে ॥
গৃহের গৃহিণী, আর ননদিনী,
বোলয়ে বচন যত।
কহিলে কি যায়, কি করি উপায়,
পরাণে সহিবে কত ॥
নান্নুরের মাঠে, গ্রামের হাটে,
বাশুলী আছয়ে যথা।
তাহার আদেশে, কহে চণ্ডীদাস,
সুখ যে পাইব কোথা ॥

শ্রীরাগ।

কানুর পিরীতি, মরমে ব্যেয়াধি,
হইল এতেক দিনে।
মৈলে (২) কি ছাড়িবে, সঙ্গে না যাইবে,
কি না করিব বিধানে ॥
সই! জীয়ন্তে এমন জ্বালা।
জাতি কুলশীল, সকলি ডুবিল,
ছাড়িলে না ছাড়ে কালা ॥ ধ্রু

(১) আমি। (২) মরিলে।

শয়নে স্বপনে, না করিয়া মনে,
ধরম গণিয়ে থাকি।
আসিয়া মদন, দেয় কদর্থন,
অন্তরে জ্বালায় উকি॥
সরোবর মাঝে, মীন যে থাকয়ে,
উঠে অগ্নি দেখিবারে।
ধীবর কাল, হাতে লই জাল,
তুরিতে ঝাপয়ে তারে॥
কানুর পিরীতি, কালের বসতি,
যাহার হিয়ায় থাকে।
খলের খলনে, জারে সেই জনে,
কলঙ্ক ঘোষয়ে লোকে॥
চণ্ডীদাস মন, বাশুলী চরণ,
আদেশে রহুক নারী।
সহিতে সহিতে, কিছু না ভাবিবে,
রহিবে একান্ত করি॥

ধানশী।

আমরা সরল পিরীতি গরল,
লাগিল অমিয়াময়।
মহানন্দ রতি বিছুরিনু (১) পতি
কলঙ্ক সবাই কয়॥
সই! দৈবে হৈল হেন মতি।

---

(১) ত্যাগ করিলাম।

অন্তর জ্বলিল পরাণ পুড়িল,
ঐছন পিরীত রীতি ॥ ধ্রু
মাটি খেদাইয়া (১) খাল বানাইয়া,
উপরে দেওল চাপ।
আহার দিয়া মারয়ে বান্ধিয়া,
এমন করয়ে পাপ ॥
নৌকাতে চড়াঞা, দরিয়াতে লৈঞা,
ছাড়য়ে অগাধ জলে।
ডুবু ডুবু করি ডুবিয়া না মরি,
উঠিতে নারি যে কূলে ॥
এমতি করিয়া পরাণে মারিয়া,
চলিল আপন ঘরে।
চণ্ডীদাস কয় এমতি সে নয়,
তুমি সে ভাবই তারে ॥

সুহিনী।

শুন সহচরি না কর চাতুরি,
সহজে দেহ উত্তর।
কি জাতি মুরতি কানুর পিরীতি,
কোথাই তাহার ঘর ॥
চলে কি বাহনে, ঠিকে কোন স্থানে,
সৈন্যগণ কেবা সঙ্গে।

(১) কাটিয়া তুলিয়া।

কোন অস্ত্র ধরে পারাবার করে,
কেমনে প্রবেশে অঙ্গে ॥
পাইয়া সন্ধান হব সাবধান,
না লব তাহার বা।
নয়নে শ্রবণে বচনে তেজিব,
সোঙরি তাহার পা ॥
সখী কহে সার দেখি নরাকার,
স্বরূপ কহিবে কে।
অনুরাগ ছুরী বৈসে মনোপরি,
জাতির বাহির সে ॥
মন তার বাহন রক্ষক মদন,
ভাবগণ তার সঙ্গে।
সুজন পাইলে না দেয় ছাড়িয়ে,
পিরীতি অদ্ভুত রঙ্গে ॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে,
ছাড়িতে কি কর আশ।
পিরীতি নগরে বসতি করেছ,
পরেছ পিরীতি বাস ॥

শ্রীরাগ

বিবিধ কুসুম, যতনে আনিয়া,
গাঁথিনু পিরীতি মালা।
শীতল নহিল, পরিমল গেল,
জ্বালাতে জ্বালিল গলা ॥

সেই মালী কেন হেন হৈল।
মালায় করিয়া, বিষ মিশাইয়া,
হিয়ার মাঝারে দিল॥
জ্বালায় জ্বলিয়া, উঠিল যে হিয়া,
আপাদ মস্তক চুল।
না শুনি না দেখি, কি করিব, সখি!
আগুণ হইল ফুল॥
ফুলের উপর, চন্দন লাগল,
সংযোগ হইল ভাল।
দুই এক হৈয়া, পোড়াইল হিয়া,
পাঁজর ধসিয়া গেল॥
ধসিতে ধসিতে, সকলি ধসিল,
নির্ম্মল হইল দেহ।
চণ্ডীদাসে কয়, কহিলে না হয়,
ঐছন কানুর লেহ॥

শ্রীরাগ।

ভুবন ছানিয়া, যতন করিয়া,
আনিনু প্রেমের বীজ।
রোপণ করিতে, গাছ সে হইল,
সাধল মরণ নিজ॥
সই! প্রেম তনু কেন হৈল।
হায় অভাগিনী, দিবসু রজনী,
সিঁচিতে জনম গেল॥

চণ্ডীদাস।

পিরীতি করিয়া, সুখ যে পাইব,
শুনিনু সখীর মুখে।
অমিয়া বলিয়া, গরল কিনিয়া,
খাইনু আপন সুখে॥
অমিয়া হইত, স্বাদু লাগিত,
হইল গরল ফলে।
কানুর পিরীতি, শেষে হেন রীতি,
জানিনু পুণ্যের বলে॥
যত মনে ছিল, সকলি পূরিল,
আর না চাহিব লেহা।
চণ্ডীদাস কহে, পরশন বিনে,
কেমনে ধরিব দেহা॥

সম্ভোগ মিলন।

ধানশী।

শারদ পূর্ণিমা, নিরমল রাতি,
উজর (১) সকল বন।
মল্লিকা মালতী, বিকশিত তথি,
মাতল ভ্রমরাগণ॥
তরুকুল ডাল, ফুল ভরি ভাল,
সৌরভে পূরিল তায়।
দেখিয়া সে শোভা, জগমনোলোভা,
ভুলিল নাগর রায়॥
নিধুবনে আছে, রতন বেদিকা,
মণি মাণিক্যেতে বাঁধা।
ফটিকের তরু, শোভিয়াছে চারু,
তাহাতে হীরার ছাঁদা॥
চারিপাশে সাজে, প্রবাল মুকুতা,
গাঁথনি আঁটনি কত।
তাহাতে বেড়িয়া, কুঞ্জ-কুটীর,
নিরমাণ শত শত॥
লেতের পতাকা, উড়িছে উপরে,
কি তার কহিব শোভা।
অতি রম্য স্থল, দেব অগোচর,
কি কহিব তার আভা॥

(১) উজ্জ্বল।

মাণিকের ঘটা, কিরণের ছটা,
এমতি মণ্ডপ ঘর।
চণ্ডীদাস বলে, অতি অপরূপ,
নাহিক তাহার পর॥

কামোদ।

রমণী মোহন, বিলসিতে মন,
হইল মরমে পুনি (১)।
গিয়া বৃন্দাবনে, বসিলা যতনে,
রমিতে বরজধনী (২)॥
মধুর মূরলী, পূরে (৩) বনমালী (৪),
রাধা রাধা বলি গান।
একাকী গভীর, বনের ভিতর,
বাজায় কতেক তান॥
অমিয়া নিছনি, বাজিছে সঘন,
মধুর মূরলী গীত।
অবিচল কুল (৫), রমণী সকল,
শুনিয়া হরল চিত॥
শ্রবণে যাইয়া, রহল পশিয়া,
বেকতে (৬) বাজিছে বাঁশী।
আইস আইস বলি, ডাকয় মূরলী,
যেন ভেল সুখ রাশি॥

---

(১) পুন। (২) ব্রজাঙ্গনা। (৩) শব্দ করে। (৪) শ্রীকৃষ্ণ।
(৫) রমণী সকল যাঁহারা কুলভ্রষ্টা নহে। (৬) ব্যক্তে—স্ফুট ধ্বনিতে।

আনন্দ অবশ, পুলক মানস,
সুকুমারী ধনী রাধে।
গৃহ কর্ম্ম যত, হৈল বিসরিত (১),
সকল করিল বাধে॥
রাইয়ের অগ্রেতে, যতেক রমণী,
কহয়ে মধুর বাণী।
ওই ওই শুন, কিবা বাজে তান,
কেমন করিছে প্রাণী॥
সহিতে না পারি, মুরলীর ধ্বনি,
পশিল হিয়ার মাঝে।
বরজ তরুণী, হইল বাউরী,
হরিল কুলের লাজে॥
কেহ পতি সনে, আছিল শয়নে,
ত্যজিয়া তাহার সঙ্গ।
কেহ বা আছিল, সখীর সহিত,
কহিতে রভস রঙ্গ॥
কেহ বা আছিল, দুগ্ধ আবর্ত্তনে,
চুলাতে রাখি বেসালি।
ত্যজি আবর্ত্তন, হই আগুয়ান,
ঐছন সে গেলা চলি॥
কেহ শিশু লয়ে, কোলেতে করিয়া,
দুগ্ধ করায় পান।
শিশু ফেলি ভূমে, চলি গেল ভ্রমে,
শুনি মুরলীর গান॥

(১) বিস্মৃত।

কেহ বা আছিল, শয়ন করিয়া,
নয়নে আছিল নীদ।
যেমন চোরাই, হরণ করিল,
মানসে কাটিল সঁীদ। (১)
কেহ বা আছিল, রন্ধন করিতে,
তেমনি চলিয়া গেল।
কৃষ্ণমুখী হৈয়া, মুরলী শুনিয়া,
সব বিসরিত ভেল॥
সকল রমণী ধাইল অমনি,
কেহ কাহা নাহি মানে।
যমুনার কূলে কদম্বের মূলে,
মিলল শ্যামের সনে॥
ব্রজ নারীগণে দেখিয়া তখন,
হাসিয়া নাগর রায়।
রাস বিলসন, কবল রচন,
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়॥

বেহাগ।

আজু কেগো মুরলী বাজায়।
এত কভু নহে শ্যাম রায়॥
ইহার গৌরবরণে করে আলো।
চূড়াটী বাঁধিয়া কেবা দিল॥

(১) মনের ভিতর সঁাদ কাটিয়া চোরে যেন হৃদয় চুরি করিল।

তাহার ইন্দ্রনীল কান্তি তনু।
এত নহে নন্দ সুত কানু॥
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
নটবর বেশ পাইল কথি॥ (১)
বনমালা গলে দোলে ভাল।
এনা (২) বেশ কোন্ দেশে ছিল॥
কে বনাইল হেন রূপ খানি।
ইহার বামে দেখি চিকণ বরণী॥
নীল উজলি নীল — মণি।
হবে বুঝি ইহার সুন্দরী॥
সখীগণ করে ঠারা ঠারি।
কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী।
কোথায় গেল কিছুই না জানি॥
আজু কেন দেখি বিপরীত।
হবে বুঝি দোঁহার চরিত॥
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন্ দেশে?

সুহই।

কদম্বের বন হৈতে,
কিবা শব্দ আচম্বিতে (৩)
আসিয়া পশিল মোর কাণে।

---

(১) কোথা। (২) এমন। (৩) আচম্কায়, হঠাৎ।

অমৃত নিছিয়া ফেলি,
কি মাধুর্য্য পদাবলী,
কি জানি কেমন করে মনে।
সখিরে! নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে।
হাহা কুলাঙ্গনাগণ,
গ্রহিবারে ধৈর্য্যগণ,
যাহে হেন দশা হৈল মোরে॥
শুনিয়া ললিতা কহে,
অন্য কোন শব্দ নহে,
মোহন মুরলী ধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে,
হৈলা তুমি বিমোহনে (১),
রহ নিজ চিতে ধরি থেহ॥ (২)
রাই কহে কেবা হেন,
মুরলী বাজায় যেন,
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু,
কাঁপাইছে সব তনু,
শীতল করিয়া মোর হিয়া॥
অস্ত্র নহে মন ফুটে,
কাটারিতে যেন কাটে,
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি,
পোড়ায় আমার মতি,
চণ্ডীদাস ভাবি না পায় ওর॥

---

(১) বিমোহিত। (২) নিজের চিত্ত স্থির করিয়া থাক।

ললিত।

আজুক শয়নে, ননদিনী সনে,
শুতিয়া (১) আছিনু, সই!
যে ছিল মরমে, বঁধুর ভরমে,
মরম তাহারে কই॥
নিদের আলসে, বঁধুর ধাধসে (২),
তাহারে করিনু কোরে।
ননদী উঠিয়া, রুষিয়া বলিছে,
বঁধুয়া পাইলি কারে॥
এত টাটপনা জানে কোন্ জনা,
বুঝিনু তোহারি রীতি।
কুলবতী হৈয়া, পরপতি লৈয়া,
এমতি করহ নিতি॥
যে শুনি শ্রবণে, পরের বদনে,
নয়ানে দেখিনু তাই।
দাদা ঘরে এলে, করিব গোচর,
ক্ষণেক বিরাজ রাই॥
নিঠুর বচনে, কাঁপিছে পরাণ,
মরিয়া রহিনু লাজে।
ফিরাইয়া আঁখি, গরবেতে থাকি,
সঘনে আমারে যজে (৩)॥
এক হাতে সখী, কচালিয়া আঁখি,
নয়ানে দেখি যে আর।
চণ্ডীদাস কয়, কিবা কুল ভয়,
কানুর পিরীতি যার॥

(১) শুইয়া। (২) বঁধু ভ্রমে অর্থাৎ বঁধু মনে করিয়া। (৩) তর্জ্জন গর্জ্জন করে।

ললিত।

আর এক দিন সখি শুতিয়া আছিনু।
বঁধুয়ার ভরমে ননদী কোরে নিনু (১)॥
বঁধু নাম শুনি সেই উঠিল রুষিয়া।
কহে তোর বঁধু কোথা গেল পলাইয়া?
সতী কুলবতী কুলে জ্বালি দিলি আগি (২)।
আছিল আমার ভালে তোর বধভাগী॥
শুনিয়া বচন তার অথির (৩) পরাণি।
কাঁপয়ে শরীর, দেখি আঁখির তাজনি (৪)॥
কেমনে এড়াব সখি! তাপিনীর হাতে।
বনের হরিণী থাকে কিরাতের (৫) সাতে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে পিরীতি এমতি।
যার যত জ্বালা তার ততই পিরীতি॥

বিভাস।

পরাণ বঁধুকে, স্বপনে দেখিনু,
বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেশর, পরশ করিয়া,
ঈষৎ মধুর হাসে॥
পিঙল বরণ, বসন খানি,
মুখানি আমার মুছে।

(১) লইলাম। (২) আগুণ। (৩) অস্থির। (৪) তর্জ্জন।
(৫) ব্যাধের।

শিথান হইতে, মাথাটী বাহুতে,
রাখিয়া শুতল কাছে ॥
মুখে মুখ দিয়া, সমান হইয়া,
বঁধুয়া করল কোলে।
চরণ উপরে, চরণ পসারি,
পরাণ পাইনু বোলে ॥
অঙ্গ পরিমল, সুগন্ধি চন্দন,
কুঙ্কুম কস্তুরী পারা।
পরশ করিতে, রস উপজিল,
জাগিয়া হইনু হারা ॥
কপোত পাখীরে, চকিতে বাটুল,
বাজিলে যেমন হয়।
চণ্ডীদাস কহে, এমতি হইলে,
আর কি পরাণ রয় ॥

গান্ধার।

সাত পাঁচ সখী সঙ্গে, বসিয়া ছিলাম রঙ্গে,
হেন কালে পাপ ননদিনী।
দেখিয়া আমাকে, তার কাছে ডাকে,
"আইসহ (১) শ্যাম সোহাগিনি ॥"
রাধা বিনোদিনি! তোমারে বলিতে কি ?
চাই দুই তিন কথা, যে কথা তোমার,
বড়ই শুনিয়াছি ॥

(১) আইস।

তুমি কোন দিনে; যমুনা সিনানে,
গিয়াছিলা নাকি একা?
শ্যামের সহিতে, কদম্ব তলাতে,
হৈয়াছিল নাকি দেখা?
সেই দিন হৈতে, সেইত পথেতে,
করে নাকি আনাগোনা (১)?
রাধা রাধা বলি, বাজায় মূরলী,
তাহে হৈল জানা শুনা॥
যে দিনু দেখিব, আপন নয়নে,
এঁর্ড়া সঞে (২) কহিতে কথা।
কেশ ছিঁড়ি বেশ, দূরে তেয়াগিব,
ভাঙ্গিব বাড়িয়া মাথা॥
একি পরমাদ, দেয় পরিবাদ,
এছার পাড়ার লোকে।
পর চর চায় (৩), যে থাকে সদায়,
সাপে থাক্ তার বুকে॥
গোকুল নগরে, গোপের মাঝারে,
এত দিন বসি মোরা।
কভু না জানিনু, কভু না শুনিনু,
শ্যাম কাল কি গোরা॥
বড়ুয়ার ঝিয়ারী, বড় নাম ধরি,
তাহে বড়ুয়ার বৌ।
নিরমল কুলে, এ কথা যে তোলে,
সে নারী গরল খাউ (৪)॥

---

(১) যাতায়াত। (২) সঙ্গে। (৩) চর্চ্চায়। (৪) খাউক।

চিত দড় করি, থাকলো সুন্দরি,
যেন কভু নাহি টলে।
কাহার কথায়, কার কিবা হয়,
বড় চণ্ডীদাস বলে॥

সুহই।

একদিন যাইতে ননদিনী সনে।
শ্যাম বন্ধুর কথা পড়ি গেল মনে॥
ভাবে ভরল মন চলিতে না পারি।
অবশ হইল তনু, কাঁপে থর হরি॥
কি করিব সখি সে হইল বড় দায়।
ঠেকিনু বিপাকে আর না দেখি উপায়॥
ননদী বোলয়ে হেঁলো কি না তোর হইল?
চণ্ডীদাস বলে উহার কপালে যা ছিল॥

শ্রীরাগ।

আমার পিয়ার কথা কি কহিব সই।
যে হয়, তাহার চিতে স্বতন্তরী (১) নই॥
তাহার গলার, ফুলের মালা,
আমার গলায় দিল।
তার মত, মোরে করি,
সে মোর মত হৈল॥

(১) ছাড়া, বিচ্ছিন্না।

তুমি সে আমার, প্রাণের অধিক,
তেঞি সে তোমারে কহি।
এ যে কাজ, কহিতে লাজ,
আপন মনেই রহি॥
তাহার প্রেমের, বশ হৈয়া,
যে কহে তাহাই করি।
চণ্ডীদাস, কহয়ে ভাষ,
বালাই লইয়া মরি॥

সিন্ধুড়া।

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ, কোরে দূর মানি (১)॥
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা (২)।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা॥
এক তনু হৈয়া মোরা রজনী গোঙাই (৩)।
সুখের সাগরে ডুবি, অবধি না পাই॥
রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায়॥
সে কথা কহিতে সই বিদরে পরাণ।
চণ্ডীদাস কহে ধনি সব পরমাণ (৪)॥

(১) চক্ষের নিমিষ পড়িলে যুগ বলিয়া মনে করে এবং এমন কি কোলে করিয়াও দূর মনে করে।

(২) হাওয়া, বাতাস। (৩) কাটাই। (৪) প্রামাণ্য।

সিন্ধুড়া। (১)

"আমি যাই যাই" বলি বোলে তিন বোল।
কত না চুম্বন দেই, কত দেই কোল ॥
পদ আধ যায় পিয়া, চায় পালটিয়া। (২)
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া ॥
করে কর ধরি পিয়া শপথি দেয় মোরে।
পুনঃ দরশন লাগি কত চাটু (৩) বোলে ॥
নিগূঢ় পিরীতি পিয়ার আরতি বহু।
চণ্ডীদাস কহে হিয়ার মাঝারে রহু ॥

মল্লার।

এ ঘোর রজনী, মেঘের ছটা,
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিয়ার মাঝে, বঁধুয়া ভিজিছে (৪),
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥
সই! কি আর বলিব তোরে।
বহু পুণ্য ফলে, সে হেন বঁধুয়া,
আসিয়া মিলিল মোরে ॥
ঘরে গুরুজন, ননদী দারুণ (৫),
বিলম্বে বাহির হৈনু।

(১) কৌরাগিণী :—প, ক, ত।
(২) পিয়া এক পা আধ পা যায় এবং ফিরিয়া ফিরিয়া চায়।
(৩) প্রিয় বাক্য।
(৪) পাঠান্তর—"আঙ্গিনার কোণে, তিতিছে বঁধুয়া"।—প্রা, কা, সং।
(৫) বিভিন্নপাঠ—"নহি স্বতন্তরী, গুরুজন ডরে"।—প্রা, কা, সং।

আহা মরি মরি, সঙ্কেত করিয়া,
কত না যাতনা দিনু॥
বঁধুর পিরীতি, আরতি দেখিয়া,
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি, মাথায় করিয়া,
আনল ভেজাই ঘরে (১)॥
আপনার দুঃখ, সুখ করি মানে,
আমার দুখের দুখী।
চণ্ডীদাস কহে, বঁধুর পিরীতি (২),
শুনিয়া জগৎ সুখী॥

বিভাস।

শ্যামলা বিমলা, মঙ্গলা অবলা (৩),
আইলা রাইয়ের পাশে।
যদি স্বতন্তরে, তথাপি রাধারে,
পরাণ অধিক বাসে॥
দেখি সুবদনী, উঠিলা অমনি,
মিলিল গলায় ধরি।
কত না যতনে, রতন আসনে,
বসায় আদর করি॥
রাই মুখ দেখি, হৈয়া মহাসুখী,
কহয়ে কৌতুক কথা।

(১) ঘরে আগুণ দিই।

(২) পাঠান্তর—"শ্যামের পিরীতি"।—প্রা, কা, সং।

(৩) রাধার সখীগণ

রজনী-বিলাস, শুনিতে উল্লাস,
অমিয় অধিক গাঁথা ॥
হাস পরিহাসে, রসের আবেশে,
মগন হইলা রাধা।
চণ্ডীদাস বাণী, নিশির কাহিনী,
শুনিতে লাগয়ে সাধা ॥

বিভাস।

একলি মন্দিরে, আছিলা সুন্দরী,
কোরহি শ্যামর চন্দ (১)।
তবহু তাহার, পরশ না ভেল,
এ বড়ি (২) মরম ধন্ধ ॥
সজনী পাওল পিরীতি ওর (৩)।
শ্যাম সুন্দর, পিরীতি শেখর,
কঠিন হৃদয় তোর ॥
কস্তুরী চন্দন, অঙ্গের ভূষণ,
দেখিতে অধিক জোরি।
বিবিধ কুসুমে, বাঁধিল কবরী,
শিথিল না ভেল তোরি ॥
এমন কমধ, বিমল মধুর,
না ভেল পুলক সাজ।

(১) কোলে শ্যামচাদ। (২) বড়। (৩) সীমা।

হেরইতে বলি, কবরী হেরলী (১),
বুঝি না করলি কাজ ॥
কিয়ে ঋতুপতি, বসতি বিষয়,
তেজিয়া, দেয়লি ভঙ্গ ।
চণ্ডীদাস কহে, এ দোষ কাহার,
দৈবে সে না ভেল সঙ্গ ॥

সওয়ারি ।

নিতই (২) নূতন, পিরীতি দুজন,
তিলে তিলে বাঢ়ি যায় ।
ঠাঞি (৩) নাহি পায়, তথাপি বাড়ায়,
পরিণামে নাহি থায় ॥
সখি হে ! অদ্ভুত দুহুঁ প্রেম ।
এত দিন ঠাঞি, অবধি না পাই,
ইথে কি কষিল হেম ॥
উপমার গণ, সব কৈল আন,
দেখিতে শুনিতে ধন্দ ।
একি অপরূপ, তাহার স্বরূপ,
সবারে করিল অন্ধ ॥
চণ্ডীদাস কহে, দুহুঁ সম নহে,
এখানে সে বিপরীত ।
এ তিনভুবনে, হেন কোন জনে,
শুনি না দরবে (৪) চিত ॥

(১) দেখিলি। (২) নিত্য। (৩) স্থান। (৪) দ্রবীভূত।

সম্ভোগ মিলন।

সুহই।

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনি আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন জনু কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি, সেহ হেন নহে।
হিমে কমল মরে, ভানু সুখে রহে॥
চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥
কুসুমে মধুপ কহি, সেহ নহে তুল (১)।
না আইলে ভ্রমর, আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ, দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে॥

সুহই।

একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা।
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জ্বালা॥
অকথন বেয়াধি এ, কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম, ধরে তার পায়॥

(১) তুলনা।

পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোণার পুতলি যেন ভূমেতে লোটায়॥
পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি।
কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি॥
চণ্ডীদাস কহে কাঁদ কিসের লাগিয়া।
সে কালা আছয়ে তোর হৃদয়ে জাগিয়া॥

কুঞ্জভঙ্গ।

কামোদ।

পদ উধ (১) কাক, কোকিলের ডাক,
জানাইল রজনী শেষ (২)।
তুরিতে নাগরী, গেলা নিজ ঘরে,
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ॥
অবশ আলিসে, ঠেসনা বালিসে,
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
বসন ভূষণ, হৈয়াছে বদল,
তখন উঠিয়া দেখি॥
ঘরে মোর বাদী, শাশুড়ী ননদী
মিছা তোলে পরিবাদ।
জানিলে এখন, হইবে কেমন,
বড় দেখি পরমাদ (৩)॥
চণ্ডীদাস কহে, শুনলো সুন্দরি,
তুমি সে বড় য়ার বহু।
শ্যামের মোহন, গুণের (৪) কারণ,
লখিতে নারিবে কেহ (৫)॥

(১) দেয়াল।

(২) পাঠান্তর—"জাগিলা যামিনী শেষ।" প, ক, ত।

(৩) পাঠান্তর—"কানুর পিরীতি, কি জানি হইল,
বড় দেখি পরমাদ॥" প্রা, কা, সং।

(৪) পাঠান্তর—"মাগর।" প্রা, কা, সং।

(৫) বিভিন্ন পাঠ—"রাখিতে না পারে কেহ।" প, ক, ত।

ধানশী।

প্রভাতকালের কাক, কোকিল ডাকিল
দেখিয়া রজনী শেষ।
উঠিয়া নাগর, তুরিত গেল যে,
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ॥
সই তোরে সে বলিয়ে কথা।
সে বঁধু কালিয়া, না গেল বলিয়া,
মরমে রহল ব্যথা॥
রহিয়া আলিসে ঠেসনা বালিসে,
ঢুলু ঢুলু ছটি আঁখি।
বসনে বসনে বদল হৈয়াছে,
এখন উঠিয়া দেখি॥
ঘরে মোর বাদী, শাশুড়ী ননদী,
মিছা করে পরিবাদ
ইহাতে এমন, করিব কেমন,
কি হইল পরমাদ!
চণ্ডীদাস কহে, মনের আহ্লাদে,
শুনহে রসিক জন।
সদা জ্বালা যার, তবে সে তাহার,
মিলয়ে পিরীতি ধন॥

সিন্ধুড়া।

আজুকার নিশি, নিকুঞ্জে আসি,
করিল বিবিধ রাস।
রসের সাগরে, ডুবাইল মোরে,
বিহানে চলিল বাস॥
শুনহে সুবল সখা।
সে হেন সুন্দরী, গুণের আগরি, (১)
পুন কি পাইব দেখা?
মদনে আগুলি, গলে গলে মিলি,
চুম্বন করল যত।
কেশ বেশ যদি, বিথার হইল,
তাহা বা কহিব কত?
অশেষ বিশেষ, বচন কহিয়া,
আবেশে লইয়া কোরে।
অঙ্গের পরশে, হিয়া ডুবাইল,
কেমনে পাসরি তারে?
চণ্ডীদাস কহে, শুনহে নাগর!
এ বড় লাগল ধন্ধ।
সে রাধা রমণী, রস শিরোমণি,
তোমারে করল বন্ধ॥

(১) আধার—ডালি।

রাসোদ্গার।

ধানশী

রজনী বিলাস কহয়ে রাই।
সব সখীগণ বদন চাই॥
আঁখি ঢুলু ঢুলু অলস ভরে।
ঢুলিয়ে পড়িল সখীর কোরে॥
নয়নের জলে ভাসয়ে মুখ।
দেখি সখী কহে, কহনা দুঃখ॥
ফুঁপায়ে ফুঁপায়ে কাঁদয়ে রাধা।
কহে চণ্ডীদাস নাগর ধান্দা॥

সুহই।

কহে সুবদনী, শুন গো সজনি,
দুঃখ কি বলিব আর।
কি করি এখন, জুড়াই জীবন,
বদন দেখিব তার॥
তাহার আরতি (১) কিবা দিবা রাতি,
ভুলিতে নাহিক পারি।
মনে হলে মুখ, ফাটে মোর বুক,
গুমরে গুমরে মরি॥

(১) অনুরক্তি।

সহেনাক আর, করি অভিসার (১)
আজি হই বলরাম।
যশোদা মন্দিরে, যাইব সত্বরে,
ভেটিব (২) নাগর কান॥
শুনিয়া ললিতা, হাসি কহে কথা,
বলাই সাজিলে পরে।
চণ্ডীদাস ভণে, যশোদা যতনে
সঁপিবে তোমারি করে॥

(১) নায়ক সহবাসার্থ সঙ্কেত স্থানে গমন। (২) সাক্ষাৎ করিব।

অনুরাগ।

(নায়ক সম্বোধনে।)

ধানশী।

ভাদরে দেখিনু নটচাঁদে।
সেই হৈতে উঠে মোর কানু পরিবাদে॥
এতেক যুবতীগণ আছয়ে গোকুলে।
কলঙ্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে॥
স্বামী ছায়াতে মারে বাড়ী।
তার আগে কুকথা কয় দারুণ শাশুড়ী॥
ননদিনী দেখয়ে চোকের বালি।
শ্যাম নাগর! তোমায় পাড়ে গালি॥
এ দুখে পাঁজর হৈল কাল।
ভাবিয়া দেখিনু এবে মরণ সে ভাল॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে পুনঃ কয়।
পরের বচনে কি আপন পর হয়?

সিন্ধুড়া।

যখন পিরীতি কৈলা, আনি চাঁদ হাতে দিলা,
আপনি করিতা মোর বেশ।
আঁখির আড় নাহি কর, হিয়ার উপরে ধর,
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ॥ (১)
একে হাম পরাধিনী, তাহে কুল কামিনী,
ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
এত পরমাদে প্রাণ, না যায় তবুত আন,
আর কত কহিব বিশেষ॥
ননদী বিষের কাঁটা, বিষ মাখা দেয় খোঁটা
তাহে তুমি এত নিদারুণ।
কবি চণ্ডীদাস কয়, কিবা তুমি কর ভয়,
বন্ধু তোর নহে অকরুণ॥

যখন নাগর, পিরীতি করিলা,
সুখের না ছিল ওর।
সোতের সেঁওলা, ভাসাইয়া কালা,
কাটিলা প্রেমের ডোর॥
মুঞিত অবলা, অখলা হৃদয়,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া, চিত্রেতে লিখিয়া,
বিশাখা দেখালে আনি॥

(১) এখন তোমার সম্বাদ পাওয়া যায় না।

পিরীতি মূরতি, কোথা তার স্থিতি,
বিবরণ কহ মোরে।
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
এত পরমাদ করে॥
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
ভুবনে আনিল কে?
অমৃত বলিয়া, গরল ভক্ষিণু,
বিষেতে জারিল দে॥
নদীর উপরে, জলের বসতি,
তাহার উপরে ঢেউ॥
তাহার উপর, রসিকের বসতি,
পিরীতি না জানে কেউ॥
চণ্ডীদাস কয়, দুই এক হয়,
ভাবে সে পিরীতি রয়।
(নতু) খলের পিরীতি, তুষের আনল,
ধিকি ধিকি যেন বয়।

তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম শুন বিনোদ রায়।
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায়॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লেখি॥
গুরু জন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥

নায়ক সম্বোধনে।

পুলকে পূরয়ে (১) অঙ্গ, আঁখে ঝরে জল।
তাহা নেহারিয়ে (২) আমি হইয়ে বিকল (৩)॥
নিশি দিশি বন্ধু তোমায় পাসরিতে নারি।
চণ্ডীদাস কহে হিয়ায় রাখ স্থির করি॥

সুহই।

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥
কোন বিধি সিরজিল সোতের সেঁওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি॥
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়ে কি আপন পর হয়॥

(১) পরিপূর্ণ হয়। (২) দেখিয়া।
(৩) বিহবল, কাতর।

তুড়ি।

তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই॥
অণুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে!
নিচয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে॥ (১)
এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ?
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখিব চাঁদ মুখ?
খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুক।
কে মোর ব্যথিত আছে কারে কব দুখ॥
পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবার চায়?
চণ্ডীদাস কহে রাই ইহা না যুয়ায়॥

সুহই।

হেদে হে বিনোদ রায়।
ভাল হৈল ঘুচাইলা পিরীতের দায়॥
ভাবিতে গণিতে তনু হৈল অতি ক্ষীণ।
জগ ভরি কলঙ্ক রহিল চির দিন (২)॥
তোমার সনে প্রেম করি কি কাজ করিনু।
মৈলাম লাজে মিছা কাজে দগদগি হৈনু॥
না জানি অন্তরে মোর হৈল কিবা ব্যথা।
একে মরি নানা দুখে আর নানা কথা (৩)॥

---

(১) নিশ্চয় জানিও আমি বিষ খাইব।

বিভিন্ন পাঠ—

(১) "জগভরি কলঙ্ক রহিল এই চিন।" প, ক, ত।

(২) "একে মরি মনোদুখে আর নানা কথা।" প, ক,ত।

শয়নে স্বপনে বন্ধু সদা করি ভয়।
কাহার অধীন যেন তোমার প্রেম নয়॥
যায়ে না মরিয়ে বন্ধু মরি মিছা দায়।
চণ্ডীদাস কহে কার কথায় কিবা যায়॥

শ্রীরাগ

সকলি আমার দোষ, হে বন্ধু,
সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি, কৈরাছি পিরীতি,
কাহারে করিব রোষ॥
সুধার সমুদ্র, সমুখে দেখিয়া
আইনু আপন সুখে।
কে জানে খাইলে, গরল হইবে,
পাইব এতেক দুখে॥
সো যদি জানিতাম, (১) অলপ ইঙ্গিতে,
তবে কি এমন করি।
জাতি কুল শীল, মজিল সকল,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি॥
অনেক আশার, ভরসা মরুক,
দেখিতে করয়ে সাধ।
প্রথম পিরীতি, তাহার নাহিক,
বিভাগের আধের আধ॥

পাঠান্তর—"সো যদি জানিতাম।" প, ক, ত।

যাহার লাগিয়া, যে জন মরয়ে,
সেই যদি করে আনে।
চণ্ডীদাস কহে এমনি পিরীতি,
করয়ে সুজন সনে॥

কামোদ।

বন্ধু কহিলে বাসিবে মনে দুখ।
যতেক রমণী ধনী, বৈঠয়ে জগত মাঝে,
না জান দেখয়ে তুয়া মুখ॥
লোক মুখে জানিনু, লখি আগে না দেখিনু,
আমারে কুমতি দিল বিধি।
না বুঝিয়া করে কাজ, তার মুণ্ডে পড়ে বাজ,
দুখ রহে জনম অবধি॥
কেন হেন বেশ ধর, পরের পরাণ হর,
স্ত্রী বধেতে ভয় নাহি কর?
গগন ইন্দু আনিয়া, করে করে দর্শাইয়া,
এবে কেন এমতি আচর?
পিরীতি পরশে যার, হিয়া নাহি দরবয়ে,
সে কেনে পিরীতি করে সাধ?
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, মোর মনে হেন লয়,
ভাঙ্গিলে গড়িতে পরমাদ॥

ভাটিয়ারি।

তুমি ত নাগর, রসের সাগর,
যেমত ভ্রমর রীত।
আমি ত দুখিনী, কুল কলঙ্কিনী,
হইনু করিয়া প্রীত॥
গুরু জন ঘরে, গঞ্জয়ে আমারে,
তোমারে কহিব কত।
বিষম বেদন, কহিলে কি যায়,
পরাণ সহিছে যত॥
অনেক সাধের, পিরীতি বন্ধু হে,
কি জানি বিচ্ছেদ হয়।
বিচ্ছেদ হইলে, পরাণে মরিব,
এমনি সে মনে লয়॥
চণ্ডীদাস কহে, পিরীতি বিষম,
শুনহ বন্ধুয়ার বহু।
পিরীতি বিষদ (১) হইলে বিপদ,
এমত না হউ কেহ॥

(১) বিষদাতা।

অনুরাগ।

(সখী সম্বোধনে।)

তুড়ি।

কানড় কুসুম জিনি, কালিয়া বরণ খানি,
তিলেক নয়নে যদি লাগে।
ছাড়িয়া সকল কাজ, জাতি কুল শীল লাজ,
মরিবে কালিয়া অনুরাগে॥
সই! আমার বচন যদি রাখ।
ফিরিয়া নয়ন কোণে, না চাহিও তার পানে,
কালিয়া বরণ যার দেখ॥
পিরীতি আরতি মনে, যে করে কালিয়া সনে,
কখন তাহার নহে ভাল।
কালিয়া ভূষণ কালা(১), মনেতে গাঁথিয়া মালা,
জপিয়া জপিয়া প্রাণ গেল (২)॥
নিশি দিশি অনুক্ষণ, প্রাণ করে উচাটন,
বিরহ অনলে জ্বলে তনু।
ছাড়িলে ছাড়ন নয়, পরিণামে কিবা হয়,
কি মোহিনী জানে কালা কানু॥
দারুণ মূরলী স্বর, না মানে আপন পর,
মরমে ভেদিয়া যার থাকে।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, তনু মন তার নয়,
যোগিনী হইবে সেই পাকে॥

---

(১) পাঠান্তর—"কালিয়া রভস কালা"। প, ক, ত।

(২) পাঠান্তর—"জাপিয়া জপিয়া প্রাণ গেল।" প, ক, ত।

শ্রীরাগ।

সজনি লো সই!
ক্ষণেক বৈসহ শ্যামের বাঁশীর কথা কই॥
শ্যামের বাঁশিটি, দুপুরে ডাকাতি,
সরবস হরি নৈল।
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি,
কেন বা এমতি কৈল॥
খাইতে শুইতে, আন নাহি চিতে,
বধির করিল বাঁশী।
সব পরিহরি, করিল বাউরী,
মানয়ে যেমন দাসী॥
কুলের করম, ধৈরজ ধরম,
সরম মরম ফাঁসী।
চণ্ডীদাসে ভণে, এই সে কারণে,
কানুর সরবস বাঁশী॥

সুহই।

বিষম বাঁশীর কথা কহন না যায়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয়॥
কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে।
পিয়াসে হরিণ যৈন পড়য়ে শঙ্কটে॥
হারে সই শুনি যবে বাঁশীর নিশান্।
গৃহকাজ ভুলি প্রাণ করে আনচান॥

সতী ভুলে নিজপতি মুনি ভুলে মৌন।
শুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণ॥
কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা।
কহে চণ্ডীদাস সব নাটের গুরু কালা॥

ধানশী।

কুলের বৈরী, হইল মুরলী,
করিল সকল নাশে।
মদন কিরাতি (১), মধুর যুবতী,
ধরিতে আইল দেশে॥
সই জীবন মন নেয় বাঁশী।
পিরীতি আটা, ননদী কাঁটা,
পড়সি হইল ফাঁসি॥
বৃন্দাবন মাঝে, বেড়ায় সাজে,
ধরিতে যুবতী জনা।
যমুনার কূলে, গাছের তলে,
বসিয়া করিল থানা॥
এক পাশ হৈয়া, থাকি লুকাইয়া,
দেখি যে বসিল পাখী।
ধীরে ধীরে যাই, তাহা পানে চাই,
আনলা চালায় দেখি॥
গাছের ডালে, বসিয়া ভালে,
ডাক করে এক দিঠে।

(১) মদন ব্যাধ।

জড়াল আটা, লাগায় কাঁটা,
লাগিল পাখীর পীঠে ॥
পড়িয়া ভূমেতে, ধর ফড়াইতে,
কিরাতে ধরিল পাথে।
পাথে পাখা দিয়া, বাঁধিল টানিয়া,
ঝুলিতে ভরিয়া রাখে ॥
চণ্ডীদাস কয়, মহাজন হয়,
কিনিয়া লয় সে পাখী।
ছাড়িয়া দেয়, পাথায় ধোয়ায়,
তবে সে এড়ান দেখি ॥

তুড়ি।

মুরলীর স্বরে, রহিবে কি ঘরে,
গোকুল যুবতীগণে ?
আকুল হইয়া, বাহির হইবে,
না চাবে কুলের পানে ॥
কি রঙ্গ লীলা, মিলায় শিলা,
শুনিলে সে ধ্বনি কাণে। (১)
যমুনা পবন, স্থগিত গমন (২),
ভুবন মোহিত গানে ॥

---

(১) পাঠান্তর—"শুনিতে সুন্দর কাণে"। প; ক; ত।
(২) পাঠান্তর—"থাকিত গগন"। প; ক; ত।
"চৌদিকে গগন"। প্রা; কা; সং।

আনন্দ উদয়, শুধু সুধাময়,
ভেদিয়া অন্তর টানে।
মরমে জ্বালা, জীয়ে কি অবলা,
হানয়ে মদন বাণে।
কুলবতী কুল, করে নিরমূল,
নিষেধ নাহিক মানে।
চণ্ডীদাস ভণে, রাখিও মরমে,
কি মোহিনী কালা জানে॥

ধানশী।

কালা গরলের জ্বালা, আর তাহে অবলা,
তাহে মুঞি কুলের বৌহারী (১)।
অন্তরে মরম ব্যথা কাহারে কহিব কথা (২),
গুপতে গুমরি মরি মরি॥
সখিহে বংশী দংশিল মোর কাণে।
ডাকিয়া চেতন হরে, পরাণ না রহে ধড়ে,
তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে॥
মুরলী সরল হয়ে, বাঁকার মুখেতে রয়ে,
শিখিয়াছে বাঁকার স্বভাব।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, সঙ্গ দোষে কিনা হয়,
রাহু মুখে শশী মসি লাভ॥

(১) বধূ।
(২) পাঠান্তর—"না শুনে ধরম কথা।" প্রা; কা; স:।

ধানশী।

মন মোর আর নাহি লাগে গৃহ-কাজে।
নিশি দিশি কাঁদি, কিন্তু হাসি লোক লাজে॥
কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতি কুল, প্রাণ নিল বাঁশী॥
হাঁরে সখি কি দারুণ বাঁশী।
যাচিয়া যৌবন দিয়া হনু শ্যামের দাসী!
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়া জাল।
সবার সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল॥
অন্তরে অসার (১) বাঁশী বাহিরে সরল।
পিবয়ে অধর সুধা উগারে গরল॥
যে ঝাড়ের তরল বাঁশী তারি লাগি পাও।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও॥ (২)
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে বংশী কি করিবে।
সকলের মূল কালা তারে না পারিবে॥ (৩)

(১) পাঠান্তর—'কঠিন'। প্রা; কা; সং।

(২) পাঠান্তর—

"যে না দেশে বাঁশীর ঘর সেই দেশে যাব।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাব॥" প্রা; কা; সং।

(৩) পাঠান্তর—

দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে বংশী যে কি করে।
আপন করম দোষ, দোষ দিবে কারে॥" প্রা; কা; সং

সিন্ধুড়া।

তোমরা মোরে, ডাকিয়া সুধাও না,
প্রাণ আন চান বাসি।
কেবা নাহি, করে প্রেম
আমি হইলাম দাসী॥ (১)
গোকুল নগরে, কেবা কি না করে,
তাহে কি নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী, সে সব যুবতী,
কানু কলঙ্কিনী রাধা॥
বাহির হইতে, লোক চরচায়,
বিষ মিশাইল ঘরে।
পিরীতি করিয়া, জগতের বৈরী,
আপনা বলিব কারে॥
তোমরা পরাণের, ব্যথিত আছিলা,
জীবন মরণে সঙ্গ।
অনেক দোষের, দোষিণী হইলে,
কে ছাড়ে আপন সঙ্গ॥
নন্দের নন্দন, গোকুল কানাই,
সবাই আপনা বলে।
সোপুন ইছিয়া, নিছিয়া লইনু,
অনাদি জনম কালে॥
রাধা বলি আর, ডাকি না সুধাও,
এখনি এখানে মৈলে।

---

(১) পাঠান্তর—"আমি হৈলাম দোষী।" প; ক; ত।

চণ্ডীদাস কহে,　　সকলি পাইবা,
বঁধুয়া আপন হৈলে॥

সিন্ধুড়া।

দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে।
এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে॥
ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া।
দেশে দেশে ভরমিব (১) যোগিনী হইয়া॥
কাল মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানু গুণ যশ কাণে পরিব কুণ্ডলে॥
কানু-অনুরাগ রাঙ্গা বসন পরিব।
কানুর কলঙ্ক ছাই অঙ্গেতে লেপিব॥
চণ্ডীদাস কহে কেন হইলা উদাস।
মরণের সাথি যেই, সে কি ছাড়ে পাশ!

তুড়ি।

আগুনি (২) জ্বালিয়া,　　মরিব পুড়িয়া,
কত নিবারিব মন।
গরল ভখিয়া　　মো (৩) পুনি মরিব,
নতুবা লউক সমন॥
সই! জ্বালহ অনল চিতা!

---

(১) ভ্রমিব।
(২) আগুন।　(৩) আমি।

সিমন্তিনী লইয়া, কেশ সাজাইয়া,
সিন্দুর দেহ যে সীথায়॥ ধ্রু
তনু তেয়াগিয়া, সিদ্ধ যে হইব,
সাধিব মনের যত।
মরিলে সে পতি, আসিবে সংহতি,
আমারে সেবিবে কত॥
তখনি জানিবে, বিরহ বেদনা,
পরের লাগিয়া যত।
তাপিত হইলে, তাপ যে জানয়ে,
তাপ হয় যে কত॥
বিরহ বেদন, না জানে আপন,
দরদের (১) দরদী নয়।
চণ্ডীদাস ভণে, পর দরদের,
দরদী হইলে হয়॥

ধানশী।

সই না কহ ও সব কথা।
কালার পিরীতি, যাহার লাগিল,
জনম হইতে ব্যথা॥
কালিন্দীর জল, নয়ানে না হেরি,
বয়ানে (২) না বলি কালা।
তথাপি সে কালা, অন্তরে জাগয়ে, (৩)
কালা হৈল জপমালা॥

---

(১) ব্যথায়। (২) বদনে।
(৩) পাঠান্তর—"অন্তর না ছাড়ে।" প্রা; কা; সং।

বঁধুর লাগিয়া, যোগিনী হইব,
কুণ্ডল পরিব কাণে।
সবার আগে, বিদায় হইয়া, (১)
যাইব গহন বনে॥
গুরু পরিজন, বলে কুবচন,
না যাব লোকের পাড়া।
চণ্ডীদাস কহে, কানুর পিরীতি,
জাতি কুলশীল ছাড়া॥

সুহই।

কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়ন স্বপনে॥
কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।
কাল অঞ্জন আমি নয়ানে না পরি॥
আলো সই মুঞি শুনিলাম নিদান।
বিনোদ বঁধুয়া বিনে না রহে পরাণ।
মনের দুখের কথা মনে সে রহিল।
ফুটিল সে শ্যাম শেল বাহির নহিল॥
চণ্ডীদাস কহে রূপ শেলের সমান।
নাহি বাহিরায় (২) শেল দগধে পরাণ।

(১) পাঠান্তর—"কহিয়া বলিয়া।" প্রা, কা, সং। (২) বাহির হয়।

বড়ারী।

কাল কুসুম করে, পরশ না করি ডরে,
এবড় মনের মনো ব্যথা।
যেখানে সেখানে যাই সকল লোকের ঠাঁই,
কাণাকাণি শুনি এই কথা॥ (১)
সই! লোকে বলে কালা পরিবাদ।
কালার ভরমে হাম, জলদে না হেরি গো,
ত্যজিয়াছি কাজরের সাধ॥ (২)
যমুনা সিনানে যাই, আঁখি মেলি নাহি চাই,
তরুয়া কদম্ব তলা পানে।
যথা তথা বসে থাকি, বাঁশীটি শুনিয়ে যদি,
দুটি হাত দিয়া থাকি কাণে॥
চণ্ডীদাস ইথে কহে, সদাই অন্তর দহে,
পাসরিলে না যায় পাসরা।
দেখিতে দেখিতে হরে, তনু মন চুরি করে,
না চিনি যে কালা কিংবা গোরা॥

তুড়ি।

পাসরিতে চাহি তারে পাসরা না যায় গো।
না দেখি তাহার রূপ মনে কেন টানে গো॥
খাইতে বসি যদি খাইতে কেন নারি গো।
কেশ পানে চাহি যদি নয়ান কেন ঝুরে গো॥

---

(১) পাঠান্তর—"সদাই শুনিতে পাই, কাণে কাণে কহে তুয়া কথা।" প্রা; কা;

(২) শ্রীকৃষ্ণের রূপ মেঘের মত। সেই জন্য লজ্জায় আমি মেঘের দিকে তাকাই না। কাজরও আর পরি না, কেন না কাজর দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মনে পড়ে।

বসন পরিয়া থাকি চাহি বসন পানে গো।
সমুখে তাহার রূপ সদা মনে জাগে গো॥
ঘরে মোর সাধ নাই কোথা আমি যাব গো।
না জানি তাহার সঙ্গ কোথা গেলে পাব গো॥
চণ্ডীদাস কহে মন নিবারিয়া থাক গো॥
সে জনা তোমার চিতে সদা লাগি আছে গো॥

সুহই।

এই ভয় উঠে মনে, এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি ছুটে॥
গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল। (১)
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল॥ (২)
যথা তথা যাই আমি যতদূর পাই।
চাঁদমুখের মধুর হাসে তিলেক জুড়াই॥
সে হেন বন্ধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়॥ (৩)
চণ্ডীদাস কহে রাই ভাবিছ অনেক।
তোমার পিরীতি বিনে সে জীয়ে তিলেক॥

(১) পাঠান্তর—"গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত জন"। প্রা; কা; সং।

(২) পাঠান্তর—"ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় সুজন"। ঐ

(৩) বিভিন্ন পাঠ—

"সে হেন বন্ধুরে মোর যে জন ভাঙ্গিবে।
অবলা রাধার বধ তাহারে লাগিবে।" ঐ

শ্রীরাগ।

কানু পরিবাদ, মনে ছিল সাধ,
সফল করিল বিধি।
কুজন বচনে, ছাড়িতে নারিব,
সে হেন গুণের নিধি॥
বঁধুর পিরীতি, শেলের ঘা,
পহিলে (১) সহিল বুকে।
দেখিতে দেখিতে, ব্যথাটী বাড়িল,
এ দুখ কহিব কাকে॥
অন্ত ব্যথা নয়, বোধে শোধে যায়,
হিয়ার মাঝারে থুয়া।
কোন কুলবতী, কুল মজাইয়া,
কেমনে রৈয়াছে শুয়া? (২)
সকল ফুলে, ভ্রমরা বুলে,
কি তার আপন পর।
চণ্ডীদাস কহে, কানুর পিরীতি,
কেবল দুঃখের ঘর॥

ধানশী।

সাধরে! মনের বেদনা, কাহারে কহিব,
কেবা যাবে পরতীত।
কানুর পিরীতে, ঝুরি দিবা রাতে,
সদাই চমকে চিত।

---

(১) (হিন্দী) প্রথমে। (২) কেমনে শুইয়া রহিয়াছে।

কুল তেয়াগিনু, ভরম (১) ছাড়িনু,
লইনু কলঙ্কের ডালা। } (২)
যে জন যে বল, আমারে বল,
ছাড়িতে নারিব কালা॥
সে ডালি মাথায় করি, দেশে দেশে ফিরি,
মাগিয়া খাইব যবে।
সতী চরচার, কুলের বিচার,
তবে সে আমার যাবে॥
চণ্ডীদাস কয়, কলঙ্কে কি ভয়,
যে জন পিরীতি করে।
পিরীতি লাগিয়া, মরে সে ঝুরিয়া,
কি তার আপন পরে॥

ধানশী।

আগো সই কে জানে এমন রীত।
শ্যাম বঁধুর সনে, পিরীতি করিয়া,
কেবা যাবে পরতীত।
খাইতে পিরীতি, শুইতে পিরীতি,
পিরীতি স্বপনে দেখি।

(১) পাঠান্তর—"ধরম"। প্রা; কা; সং।
(২) বিভিন্ন পাঠ—
সই ছাড়িতে নারিব কালা।
কুল তেয়াগিনু, ভরম ছাড়িনু,
লইনু কলঙ্কের ডালা॥ জী, স।

পিরীতি লহরে, আকুল হইয়া,
পরাণ পিরীতি সাক্ষী ॥
পিরীতি আঁখর, জপি নিরন্তর,
এক পণ তার মূল।
শ্যাম বন্ধুর সনে, পিরীতি করিয়া,
নিছিয়া দিলাম কুল ॥
চণ্ডীদাস কয়, অসীম পিরীতি,
কহিতে কহিব কত।
আদর করিয়া, যতেক রাখিবে,
পিরীতি পাইবা তত ॥

তুড়ি।

আমার মনের কথা শুন গো সজনি।
শ্যাম বঁধু পড়ে মনে দিবস রজনী ॥
কিবা গুণে কিবা রূপে মোর মন বান্ধে।
মুখেতে না স্বরে বাণী দুটি আঁখি কান্দে ॥
চিতের অনল কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব ॥
চণ্ডীদাস বলে প্রেম কুটিলতা রীত।
কুল ধর্ম্ম লোক লজ্জা নাহি মানে চিত ॥

ধানশী।

জাতি জীবন ধন কালা।
তোমরা আমারে, যে বল সে বল,
কালিয়া গলায় মালা॥
সই! ছাড়িতে যদি বল তারে।
অন্তর সহিত, সে প্রেম জড়িত,
কে তারে ছাড়িতে পারে॥
যেদিন যেখানে, যে সব পিরীতি,
লীলা করয়ে কানু।
সঙ্গের সঙ্গিনী, হৈয়া রহিনু,
শুনিতাম মধুর বেণু॥ (১)
এত রূপে নহে, হিয়া পরতীত,
যাইতাম কদম্বের তলা।
চণ্ডীদাস কহে, এত প্রাণে সহে,
বচন বিষের জ্বালা॥

সিন্ধুড়া।

বলে বলুক মোরে মন্দ আছে যত জন।
ছাড়িতে নারিব মুই শ্যাম চিকণ ধন॥
সে রূপ লাবণ্য মোর হৃদয়ে লাগি আছে।
হিয়া হৈতে পাঁজর কাটী লইয়া যায় পাছে॥
সই অই ভয় মনে বড় বাসী।
অচেতন নাহি থাকি জাগি দিবানিশি॥

(১) বাঁশী।

অলস আইসে, নিঁদ যদি আইসে ইথে।
শয়ন করিয়া থাকি ভুজ দিয়া মাথে ॥
এমত পিয়ারে মোর ছাড়িতে লোকে বলে।
তোমরা বলিবে, যদি খাইব গরলে ॥
কালা রূপের নিছনি মিছিয়া দিনু কুলে।
এত দিনে বিহি মোহে (১) হৈল অনুকূলে ॥
পূরুক মনের সাধ, ধরম যাউক দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে ॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ভাল ভাবিয়াছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ ॥

দাস পাড়িয়া।

দূর দূর কলঙ্কিনী বলে সব লোকে গো।
না জানি কাহার ধন নিলাম আমি গো ॥
কার সনে না কহি কথা থাকি ভয় করি গো।
তবুত দারুণ লোকে কহে সেই কথা গো ॥
তার সনে মোর দেখা নাই, রটে মিছা কথা গো।
দেখা হইলে কইত যদি তার বোলে সইত গো ॥
মিছা কথা কহিয়া পরের মন ভারি করে গো।
পর কুচ্ছা (২) অধর্ম্ম বিনা কেমন করে রহে গো ॥
চণ্ডীদাস কয় লোকে মিছা কথা কয় গো।
হয় কি না হয় মনে আপনি বুঝে দেখ গো ॥

(১) বিধি মোরে। (২) পর কুৎসা।

তুড়ি।

এক জ্বালা গুরু জন (১) আর জ্বালা কানু।
জ্বালাতে জ্বলিল দে (২) সারা হৈল তনু॥
কোথায় যাইব সই (৩) কিং হবে উপায়?
গরল সমান লাগে বচন হিয়ায়॥
কাহারে কহিব কেবা যাবে পরতীত।
মরণ অধিক হৈল কানুর পিরীত॥
জারিলেক তনু মন কি করে ঔষধে।
জগত ভরিল কালা কানু পরিবাদে॥
লোক মাঝে ঠাঁই নাই অপযশ দেশে।
বাশুলী আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

সিন্ধুড়া।

এ দেশে বসতি নৈল (৪) যাব কোন্ দেশে।
যার লাগি প্রাণ কাঁদে তারে পাব কিসে?
বল না উপায় সই বল না উপায়।
জনম অবধি দুখ রহল হিয়ায়॥

---

(১) বিভিন্ন পাঠ—"এক জ্বালা ঘরে হৈল"। প; ক; ত।
(২) দেহ। পাঠান্তর—"প্রাণ"। প্রা; কা; সং।
(৩) পাঠান্তর—"কোথা যাব কি করিব"। ঐ
(৪) পাঠান্তর—"নাহি"। প্রা; কা; সং।

তিতা কৈল দেহ মোর ননদী বচনে। (২)
কত না সহিব জ্বালা এ পাপ পরাণে॥ (৩)
বিষ খায়া দেহ যাবে রব রবে দেশে।
বাশুলী আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

সিন্ধুড়া।

সই! একি সহে পরাণে।
কি বোল বলিয়া, গেল ননদিনী,
শুনিলা আপন কাণে॥
পরের কথায়, এত কথা কহে,
ইহাতে করিব কি?
কানু পরিবাদে, ভুবন ভরিল,
বৃথায় জীবনে জী॥
কানুরে পাইত, এ সব কহিত,
তবে বা সে বোলে ভাল?
মিছা পরিবাদে, বাদিনী হইয়া,
জর জর প্রাণ হৈল॥
কে আছে বুঝায়া, শ্যামেরে কহিয়া,
এ দুখে করিবে পার?
চণ্ডীদাস কহ, ধৈর্য্য ধরি রহ,
কে কিবা করিবে কার?

(১) পাঠান্তর—"ননদীর রোলে"। প; ক; ত।
(২) পাঠান্তর—"শাশুড়ীর বোলে"। প; ক; ত।

পঠ মঞ্জরী।

নিশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিণী।
বাহিরে বাতাসে ফাঁদ পাতে ননদিনী॥
বিনি ছলে ছলয়ে, সদাই ধরে চুলি।
হেন মনে করে জলে প্রবেশিয়া মরি॥
সতী সাধে দাঁড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার (১)।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
পোড়া (২) লোক না জানে পিরীতি বোলে কারে।
তুমি যদি বল, সমাধান দেই ঘরে॥
চণ্ডীদাস বলে শুন আমার যুকতি।
অধিক জ্বালা যার তার অধিক পিরীতি॥

সিন্ধুড়া।

তাহারে বুঝাই সই, পেলে তার লাগি।
ননদীর বচনে যেন বুকে উঠে আগি॥
কাহারে না কহি কথা রহি দুখে ভাসি।
ননদী দ্বিগুণ বাদী এ পোড়া পড়সি॥
কাহারে কহিব দুখ যাব আমি কোথা।
কার সনে কব আর কালা কানুর কথা?

(১) প্রকার।
(২) পাঠান্তর—"পাড়ার" প; ক; য এবং লী সং।

যত দূরে যায় মন তত দূরে যাব।
পিরীতি পরাণভাগী কোথা গেলে পাব॥
তাহারে কহিব দুখ বিনয় করিয়া।
চণ্ডীদাসে কহে তবে জুড়াইবে হিয়া॥

শ্রীরাগ।

কানু সে জীবন, জাতি প্রাণধন,
এ দুটি নয়ানের তারা।
হিয়ার মাঝারে, পরাণ পুতলি,
নিমিখে নিমিখ হারা॥
তোরা কুলবতী, ভজ নিজ পতি,
যার মনে যেবা লয়।
ভাবিয়া দেখিলাম, শ্যাম বঁধু বিনে,
আর কেহ মোর নয়॥
কি আর বুঝাও, ধরম করম,
মন স্বতন্তরী নয়।
কুলবতী হইয়া, পিরীতি আরতি,
আর কার জানি হয়॥
যে মোর করম, কপালে আছিলা,
বিধি মিলাওল তায়।
তোরা কুলবতী, ভজ নিজ পতি,
থাক ঘরে কুল লই॥
গুরু দুরজন, বলে কুবচন,
সে মোর চন্দন চুয়া।

শ্যাম অনুরাগে, এ তনু বেচিনু,
তিল তুলসী দিয়া॥
পড়সি দুর্জ্জন, বলে কুবচন,
না যাব সে লোক পাড়া।
চণ্ডীদাসে কয়, কানুর পিরীতি,
জাতি কুল শীল ছাড়া॥

ধানশী।

কে আছে বুঝিয়া, শুঝিয়া বলিবে,
আমার পিয়ার পাশে (১)?
গোপত (২) পিরীতি না করে বেকতি,
শুনিয়া লোকেতে হাসে॥
গোপত বলিয়া, কেন বা বলিলে,
এমত করিল কেনে।
এমত ব্যাভার, না বুঝি তাহার
পিরীতি যাহার সনে॥
সই এমতি কেন বা হৈল।
পরের নারী, মনে যে হরি,
নিচয় ছাড়িয়া গেল॥
মোরা অভাগিনী, দিবস রজনী,
সোঙরি সোঙরি মরি।
কুলের কলঙ্ক, করিনু সালঙ্ক, (৩)
তবু যে না পানু হরি॥

(১) নিকটে। (২) গুপ্ত—গোপনীয়। (৩) অলঙ্কার।

পুরুষ পরশ, হইল ছুরস,
বিছরিলে আপন রীতি।
জনম অবধি, না পাই সোয়াতি,
কাঁদিয়া মরি যে নিতি॥
চণ্ডীদাস কয়, সুজন যে হয়,
এমতি না করে সে।
তাহার পিরীতি, পাষাণে লেখতি, (১)
মুছিলেও নাহি ঘুচে॥

ধানশী।

সই কেমনে ধরিব হিয়া?
আমার বঁধুয়া, আন বাড়ী যায়,
আমার আঙ্গিণা দিয়া!
সে বঁধু কালিয়া, না চায় ফিরিয়া,
এমতি করিল কে?
আমার অন্তর, যেমন করিছে,
তেমতি হউক সে॥
যাহার লাগিয়া, সব তেয়াগিনু,
লোকে অপযশ কয়।
সেই গুণ নিধি, ছাড়িয়া পিরীতি,
আর জানি কার হয়?
আপনা আপনি, মন বুঝাইতে,
পরতীত নাহি হয়।

---

(১) লিখিত।

পরের পরাণ, হরণ করিলে,
কাহার পরাণে সয় ?
যুবতী হইয়া, শ্যাম ভাঙাইয়া,
এমতি করিল-কে ?
আমার পরাণ, যে মতি করিছে,
সে মতি হউক সে ॥
কহে চণ্ডীদাস, করহ বিশ্বাস,
যে শুনি উত্তম মুখে।
কেবা কোথা ভাল, আছয়ে সুন্দরী,
দিয়া পরমনে দুখে ॥

গান্ধার।

দেখিব যে দিনে, আপন নয়নে,
কহিতে তা সনে কথা।
বেশ দূর করিব, কেশ ঘুচাইব,
ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥
সই ! কেমনে ধরিব হিয়া।
এত সাধের বন্ধুয়া আমার,
দেখিলে না চায় ফিরিয়া ॥
সে হেন কালিয়া, যা বিনেক হিয়া,
এমতি করিলে কে।
হৃদি সীদতি (১), আমার যে মতি,
তেমতি পুড়ুক সে ॥

(১) হৃদয় শিহরিতেছে।

কহে চণ্ডীদাস, কেন কর ত্রাশ,
সে ধন তোমারি বটে।
তার মুখে ছাই, দিয়া সে কানাই,
আসিবে তোমা নিকটে॥

ধানশী।

সই তাহারে বলিব কি ?
যেমতি করিয়া, শপথি করিল,
বৃথায় জীবন জী।
ধরম গুণে, ভয় না মানে,
এমন ডাকাতি সেহ।
বুঝিলাম মনে, ডাকাতিয়া সনে,
ঘুচিল ভাল যে দেহ॥
বিনি যে পরথি (১), রূপ যে দরথি (২),
ভুলিনু পরের বোলে।
পিরীতি করিয়া, কলঙ্ক হইল,
ডুবিনু অগাধ জলে॥
গুরুর গঞ্জন, সহি সদাতন (৩),
না জানিনু সেই রসে।
অমিঞা হইয়া, গরল হইল,
এমতি বুঝিলাম শেষে॥
আগে যদি জানিতুঁ (৪), সতর্কে থাকিতুঁ (৫),
এমত না করিতুঁ (৬) মনে।

---

(১) পরীক্ষা কথার অপভ্রংশ। (২) নিরখিয়া। (৩) সর্ব্বদা।
(৪) জানিতাম। (৫) থাকিতাম। (৬) করিতাম।

সে হেন পিরীতি, হবে বিপরীতি,
এমন মনে কে জানে॥
চণ্ডীদাস কহ, ধৈর্য্য ধরি রহ,
কাহারে না কহ কথা।
কথা যে কহিবে, যথা সে যাইবে,
মনেতে পাইবে ব্যথা॥

ধানশী।

পিরীতি পসার, লইয়া ব্যভার,
দেখি যে জগৎ ময়।
যতেক নাগরী, কুলের কুমারী,
কলঙ্কী আমারে কয়॥
সই জানি কি হইবে মোর ?
সে শ্যাম নাগর, গুণের সাগর,
কেমনে বাসিব পর ?
সে গুণ সোঙরিতে, যাহা করে চিতে,
তাহা বা কহিব কত।
গুরু জনা কুলে, ডুবাইয়া মূলে
তাহাতে হইব রত॥
থাকিলে যে দেশে, আমারে হাসে
কহিতে না পারি কথা।
অযোগ্য লোকে, তত দেয় শোকে
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা॥

কহে চণ্ডীদাস, বাশুলীর পাশ,
এমন যদি হয় মনোরীত।
যার সনে হয়, পিরীতি করয়,
কহিলে সে হয় পরতীত॥

শ্রীরাগ।

সই মরম কহিএ তোকে।
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
কভু না আনিব মুখে।
পিরীতি মূরতি, কভু না হেরিব
এ দুটি নয়ান কোণে।
পিরীতি বলিয়া, নাম শুনইতে,
মুদিয়া রহিব কাণে॥
পিরীতি নগরে বসতি তেজিয়া,
থাকিব গহন বনে।
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
যেন না পড়য়ে মনে॥
পিরীতি পাবক (১), পরশ করিয়া,
পুড়িছি এ নিশি দিবা।
পিরীতি বিচ্ছেদ, সহনে না যায়,
কহে চণ্ডীদাস কিবা॥

(১) আগুন।

ধানশী।

শুন শুন সই কহি তোরে।
পিরীতি করিয়া কি হৈল মোরে॥
পিরীতি পাবক কে জানে এত। সদাই পুড়িছে সহিব কত॥
পিরীতি দুরন্ত কে বলে ভাল। ভাবিতে পাঁজর হইল কাল॥
অবিরত বহে নয়ানে নীর। নিলাজ পরাণে না বান্ধে থির॥ (১)
দোষর ধাতা পিরীতি হইল। সেই বিধি মোরে এতেক কৈল॥
চণ্ডীদাস কহে সে ভাল বিধি। এই অনুরাগে সকল সিধি॥

শ্রীরাগ।

ও সই আর না বলিহ মোরে।
পিরীতি বলিয়া, দারুণ আখর,
বলিতে নয়ন ঝুরে॥
পিরীতি আরতি, কভু না স্মরিব,
শয়ন স্বপন মনে।
পিরিতি নগরে, বসতি তেজিব,
রহিব গহন বনে॥
পিরীতি অবশ, পরাণ লাগিয়া,
তেজিব নিকুঞ্জ বাস।
পিরীতি বেয়াধি, ছাড়িলে না ছাড়ে,
ভালে (২) জানে চণ্ডীদাস॥

(১) নিলাজ প্রাণ স্থির হয় না।
(২) ভাল।

পঠমঞ্জরী।

কি বুকে দারুণ ব্যথা!
সে দেশে যাইব, যে দেশে না শুনি,
পাপ পিরীতির কথা॥
সই! কে বলে পিরীতি ভাল?
হাসিতে হাসিতে, পিরীতি করিয়া,
কাঁদিতে জনম গেল॥
কুলবতী হৈয়া, কুলে দাঁড়াইয়া,
যে ধনী (১) পিরীতি করে।
তুষের অনল, যেন সাজাইয়া,
এমতি পুড়িয়া মরে॥
হাম অভাগিনী, এ দুখে দুখিনী,
প্রেমে ছল ছল আঁখি। (২)
চণ্ডীদাস কহে, যেমতি হইল,
পরাণে সংশয় দেখি॥ (৩)

---

(১) পাঠান্তর—"জন"। প্রা; কা; সং।

(২) পাঠান্তর—"সদাই ঝরয়ে আঁখি।" প; ক; ল।

(৩) পাঠান্তর—"চণ্ডীদাস কহে, যে দুখ উঠিল,
জীবন সংশয় দেখি॥" প; ক; ল।

সখী সম্বোধনে।

সিন্ধুড়া।

এ দেশে না রব সই দূর দেশে যাব।
এ পাপ পিরীতির কথা শুনিতে না পাব।
না দেখিব নয়নে পিরীতি করে যে।
এমতি বিষম ব্যথা জ্বালি দিবে সে॥
পিরীতি আখর তিন না দেখি নয়ানে।
যে কেহ তাহারে আর না হেরি বয়ানে॥
পিরীতি বিষম দায়ে ঠেকিয়াছি আমি।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে ইহার গুরু তুমি॥

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু,
আগুণে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে,
সকলি গরল ভেল॥
সখি! কি মোর কপালে (১) লেখি!
শীতল বলিয়া, চাঁদ সেবিনু,
ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া, অচলে চড়িনু, (২)
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে, (৩) দারিদ্র বেঢ়ল,

---

(১) পাঠান্তর—"করমে।" প্রা; কা; সং।
(২) পাঠান্তর—"উচল হইতে, নিচলে চাপিয়া।" ঐ।
(৩) পাঠান্তর—"সেবিতে।" ঐ।

মাণিক হারানু হেলে ॥
নগর বসালেম, সাগর বাঁধিলাম,
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল,
অভাগীর করম দোষে ॥
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু,
বজর পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডীদাস, শ্যামের পিরীত, (১)
মরমে বহল শেল ॥ (২)

শ্রীরাগ।

যাবত জনমে, কি হৈল মরমে,
পিরীতি হইল কাল।
অন্তরে বাহিরে, পশিয়া রহিল,
কেমতে হইবে ভাল?
সই বল না উপায় মোরে।
গঞ্জনা সহিতে, নারি আচরিতে,
মরম কহিনু তোরে।

---

(১) এই পদটি জ্ঞানদাসের বলিয়া উল্লিখিত আছে—প; ক; ত। লী; স।

(২) জ্ঞানদাসের ভণিতা এইরূপ—

লাগিয়া, জলদ সেবিনু,
পাইনু বজর তাপে।
জ্ঞানদাস কহে, পিরীতি করিয়া,
পাছে কর অনুতাপে॥" প; ক; ত। লী; স।

ননদী বচনে, জ্বলিছে পরাণে,
আপাদ মস্তক চুল।
কলঙ্কের ডালি, মাথায় করিয়া,
পাথারে ভাসাব কুল॥
ভাসিয়া যায়, ঘুচয়ে দায়,
এ বোল এ ছার লোকে।
চণ্ডীদাস কহে, এমতি হইলে,
মরিবে তাহার শোকে॥

সুহই।

পাপ পরাণে কত সহিবেক জ্বালা!
শিশুকালে মরি গেলে হইত যে ভালা॥
এ জ্বালা জঞ্জাল সই তবে সে পরিহরি। (১)
ছেদন করিয়া দেও পিরীতের ডরি॥ (২)
তেমতি নহিলে, যার এমতি ব্যভার।
কলঙ্ক-কলসী লৈয়া ভাসিব পাথার॥
চণ্ডীদাস কহে ইহা বাশুলী কৃপায়,॥
পিরীতি লাগিয়া কেন ভাসিবে দরিয়ায় (৩)॥

(১) পরিত্যাগ করি। (২) দড়ী। (৩) নদীতে।

শ্রীরাগ।

শুন গো মরম সই!
যখন আমার, জনম হইল,
নয়ন মুদিয়া রই॥
দিতে ক্ষীর ধার, জননী আমার,
নয়ন মুদিত দেখি।
জননী আমার করে হাহাকার,
কহিল সকলে ডাকি॥
শুনি সেই কথা, জননী যশোদা,
বঁধুরে লইয়া কোরে।
আমারে দেখিতে, আইল তুরিতে,
সুতিকা মন্দির ঘরে॥
দেখিয়া জননী, কহিছেন বাণী,
এই কি ছিল কপালে।
করিয়া সাধনা পেলেম অন্ধকন্যা,
বিধি এত দুখ দিলে॥
উঠ উঠ বলি, করে ধরি তুলি,
বসান যতন করে।
হেনই সময়ে, মায়ে তেয়াগিয়ে,
বন্ধু পরশিল মোরে॥
গায়ে দিতে হাত, মোর প্রাণনাথ,
অন্তরে বাঢ়ল সুখ।
হাসিয়া কান্দিয়া আঁখি প্রকাশিয়া,
দেখিনু বঁধুর মুখ॥
ঘুচিল অন্ধ, বাঢ়িল আনন্দ,
জননী যশোদার মনে।

আমার কল্যানে, আনন্দিত মনে,
করিল বিবিধ দানে॥
সুজন যে জন, জানে সেই জন,
কুজন নাহিক জানে।
অনুরাগে মন, সদাই মগন,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে॥

তুড়ি।

শুন কমলিনি, চল কুল রাখি,
আর না করিও নাম।
সে যে, কালিয়া মূরতি, কালিয়া প্রকৃতি,
কালা থল নাম শ্যাম॥
জনক জননী, তেজিয়া আপনি,
অন্যের হইয়া মজে।
রাম অবতারে, জানকী সীতারে,
বিনি অপরাধে ত্যজে॥
উহার চরিত, আছয়ে বিদিত,
বালী বধিবার কালে।
বলীকে ছলিয়া, পাতালে লইল,
কি দোষ উহার পেলে?
উহার চরিত, আছয়ে বিদিত,
হৃদয় পাষাণ ময়।
উহার শরণে, যে মত রাবণে,
যেই সে শরণ লয়॥

চণ্ডীদাস ভণে, মরুক সে জনে,
যেবা পর চরচায় থাকে।
পিরীতি লাগিয়া, মরে সে ঝুরিয়া,
কুলেতে কি করে তাকে?

শ্রীরাগ।

আপনা আপনি, দিবস রজনী,
ভাবিয়ে কতেক দুখ।
যদি পাখা পাই, পাখী হয়ে যাই,
না দেখাই পাপ মুখ॥
সই বিধি দিল মোরে শোকে।
পিরীতি করিয়া, আশা না পূরল,
কলঙ্ক ঘোষিল (১) লোকে।
হাম অভাগিনী, তাতে একাকিনী, (২)
নহিল দোসর জনা।
অভাগিয়া লোকে, যত বোলে মোকে,
তাহা যে না যায় শুনা॥
বিধি যদি শুনিত, মরণ হইত,
ঘুচিত সকল দুখ।
চণ্ডীদাসে কয়, এমতি হইলে,
পিরীতির কিবা সুখ॥

(১) ঘোষণা করিল।

(২) পাঠান্তর—"এতেক কামিনী, আমি অভাগিনী"। প্রা; কা; সং।

শ্রীরাগ।

পরের রমণী, ঘুচিবে কখনি, (১)
এমনি করিবে ধাতা (২)।
গোকুল নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
না শুনি পিরীতি কথা॥
সই যে বোল সে বোল মোরে।
শপতি (৩) করিয়া, বলি দাঁড়াইয়া,
না রব এ পাপ ঘরে॥
গুরুর গঞ্জন, মেঘের গর্জ্জন,
কত না সহিব প্রাণে॥
ঘর তেয়াগিয়া, যাইব চলিয়া,
রহিব গহন বনে॥
বনে যে থাকিব, শুনিতে না পাব,
এ পাপ জনের কথা।
গঞ্জন ঘুচিবে, হিয়া জুড়াইবে,
ঘুচিবে মনের ব্যথা॥
চণ্ডীদাস কয়, স্বতন্তরী হয়,
তবে সে এমন বটে।
যে সব কহিলে, করিতে পারিলে,
তবে সে এ পাপ ছুটে॥

(১) কখন। (২) বিধাতা। (৩) শপথ।

সুহই।

না জানে পিরীতি যারা নাহি পায় তাপ।
পরসে (১) পিরীতি আঁধার ঘরে সাপ॥
সই পিরীতি বড়ই বিষম।
না পাই মরমি জনা কহিতে মরম॥
গৃহে গুরু গঞ্জন কুবচন জ্বালা।
কত না সহিবে দুখ পরাধিনী বালা?
পিরীতি বেয়াধি যদি অন্তরে শামাইল (১)।
ঔষধ খাইতে তবে পরাণ জারি গেল॥
চণ্ডীদাস কহে প্রেম বড়ই বিষম।
জীয়ন্তে এমন করে, লউক শমন॥

ধানশী।

দৈব যুকতি, বিশেষ গতি,
যাহারে লাগয়ে তায়।
আন আন জনে, করিয়া যতনে,
প্রেমেতে গড়ায়ে দেয়॥
সই! এমনি কানুর রসে।
জনম অবধি, রহিবে পিরীতি,
বিচ্ছেদ না হবে শেষে॥
যেই মনে ছিল, তাহা না হইল,
সোঙরিতে প্রাণ কাঁদে।

(১) পরসে—(সে—হিন্দী—)পরের সঙ্গে অথবা পর হইতে। প্রা; কা; সং।
(২) প্রবেশ করিল।

সখী সম্বোধনে।

মোহ দাবানলে, বন যেন জ্বলে,
হরিণী পড়িল ফাঁদে॥
পলাইতে চায়, পথ নাহি পায়,
দেখে যে আনন্দময়।
বনের মাঝারে, ছটফট করে,
কত বা পরাণে সয়॥
বাহিরে আসিয়া, ব্রাণ যে খাইয়া,
পশিতে তাহাতে পুন।
গরল আনলে, শরীর বিবল,
শামাইতে নারে যেন॥
করীবর আদি, না পায় সমাধি,
ফিরিয়া চীৎকার করে।
একে কুল নারী, ফুকারিতে নারি,
ননদী আছয়ে ঘরে॥
এমতি আকার, পিরীতি তাহার,
বহিয়া দহিছে মনে। (১)
ননদী বচনে, দগধে পরাণে,
পাঁজর বিধিল ঘুণে॥
নয়নে নয়নে, নয়ন পাঁজরে (২),
রাখয়ে আপন কাছে।
জলে যাই যবে, সঙ্গে চলে তবে,
শ্যামেরে দেখি যে পাছে॥
চণ্ডীদাস কয়, বাশুলীর সায়,
মনেতে থাকয়ে যদি।

(১) পাঠান্তর—"রহিতে সহিছে মনে"। প্রা; কা; সং।
(২) খাঁচায়।

যে জন যা বিনে (১), না জীয়ে পরাণে,
তার কি করে ননদী ॥

ধানশী।

জনম অবধি, পিরীতি বেয়াধি,
অন্তরে রহিল মোর।
থেকে থেকে উঠে, পরাণ ফাটে,
জ্বালার নাহিক ওর (২) ॥
সই! এ বড় বিষম কথা।
কানুর কলঙ্ক, জগতে হইল,
জুড়াইব আর কোথা?
বেয়াধি অবধি, সমাধি করিয়ে,
পাইএবে যার লাগি।
এমতি ঔষধ হয়, অল্প মূল্য লয়,
হিয়ার ঘুচায় আগি ॥
জনম অবধি, কণ্টক ননদী,
জ্বালাতে জ্বালাল মন।
তাহার অধিক, দ্বিগুণ জ্বালায়,
খলের পিরীতি গুন ॥
খলের সংহতি (৩), ছাড়িনু পিরীতি,
ছাড়িনু সকল সুখ।
চণ্ডীদাস কয়, যদি দেখা হয়,
এবে কেন বাস দুখ?

(১) যাহা বিহনে। (২) সীমা। (৩) সঙ্গে।

সখী সম্বোধনে।

সিন্ধুড়া।

সখি! কেমনে জীব গো আর!
বুকে প্লেয়েছি, শ্যামের শেল,
পীঠে হৈল পার॥
মনু মনু মৈলাম, গো সখি,
কালিয়া বাঁশীর গানে।
সুজন দেখিয়া, পিরীতি করিনু,
এমতি হবে কে জানে?
সকল গোকুল, হইল আকুল,
শুনিয়া বাঁশীর কথা।
খলের সহিতে, পিরীতি করিয়া,
কি হৈল অন্তরে ব্যথা॥
স্থির হৈতে নারি, প্রাণের সখি গো
বুকে খেয়েছি ঘা।
আঁখির জলে, পথ নাহি দেখি,
মুখে না নিঃসরে রা (১)॥
পিরীতি রতন, করিব যতন,
পিরীতি গলার হার।
শ্যাম বঁধুয়ার, নিদারুণ বাঁশী,
পরাণ বধে আমার॥
কে জানে কেমন, পিরীতি এমন,
পিরীতে কৈল সব নাশ।
গুরু শুরু জনে, আনন্দিত মনে,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

(১) বাক্য।

ধানশী।

যতন করিয়া, যেসালি (১) থুইয়া,
সাঁজে (২) সাজাইনু (৩) দুধ।
দধি সে নহিল, জল সে হইল,
পাইনু বড়ই দুঃখ॥
সই দধি কেন ছিঁড়ি গেল? (৪)
কানুর পিরীতি, কুলের করাতি,
পরাণ টানিয়া নিল॥
পিরীতি ঘুচিল, আরতি না পূরিল,
না ঘুচিল কলঙ্ক জ্বালা।
তবু অভাগিনী, না ঘুচায় কাহিনী,
পরিবাদ হৈল কালা॥
বুঝিলাম যতনে, প্রবোধিনু পরাণে,
ছাড়িনু তাহার আশ।
চিতে আর কত, ভাবি অবিরত,
দৈবে করিল নৈরাশ॥
আর কেহ বলে, ঝাঁপ দিব জলে,
তেজিব এ পাপ দেহ।
চণ্ডীদাস কহে, ছাড়িলে ছাড়ন নহে,
শুধু সুধাময় লেহ॥

(১) দুগ্ধ আবর্ত্তনের নিমিত্ত মৃত্তিকার পাত্র বিশেষ।
(২) সন্ধ্যার সময়। (৩) পাতিলাম। (৪) সই দধি কেন নষ্ট হইল?

ধানশী।

না বল না বল সখি না বল এমনে।
পরাণ বান্ধিয়া আছি সে বন্ধুর সনে॥
ত্যজিলে কুল শীল এ লোক লাজ।
কি গুরু গৌরব গৃহের কাজ॥
তেজিয়া সব লেহা (১) পিরীতি কৈনু।
যে হইবে বিরতি ভাবে তেজিয়া মৈনু॥
যে চিতে দাড়াঞাছি সই সে হয়।
খেপিল বাণ যে রাখিল নয়॥
ঠেকিল প্রেম ফাঁদে সকলি নাশ।
ভালে সে চণ্ডীদাস না করে আশ॥ (২)

ধানশী।

ইক্ষু রোপিনু, গাছ যে হইল,
নিঙ্গাড়িতে রসময়।
কানুর পিরীতি, বাহিরে সরল,
অন্তরে গরল হয়॥
সই কে বলে ইক্ষুরস গুড়!
পরের বচনে, চাকিনু বদনে,
খাইনু আপন মুড় (৩)॥

---

(১) সাধ।

(২) গীতকল্পতরু এবং পদকল্পতরু গ্রন্থে এই পদটি জ্ঞানদাসের ভণিতা যুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

(৩) মাথা।

চাকিতে চাকিতে, লাগিল জিহবাতে,
পহিলে লাগিল মীঠ (১)।
মোদক আনিয়া, ভিয়ান করিয়া,
এবে সে লাগিল সীঠ (২)॥
মশল্লা (৩) আনিনু, আগুনে চড়ানু,
বিছুরিনু আপন ভার।
কানুর পিরীতি, বুঝিনু এমতি,
কলঙ্ক হইল লাভ॥
আপন করমে, বুঝিনু মরমে,
বন্ধুর নাহিক দোষ।
চণ্ডীদাস কহে, পিরীতি করিয়া,
কেবা পাইল কোথা যশ?

মল্লার।

দিবস রজনী, গুণ গণি গণি,
কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
খলের বচনে, পাতিয়া শ্রবণে,
খাইনু আপন মাথা॥
কে বলে পিরীতি ভাল গো সখি,
কে বলে পিরীতি ভাল? (৩)
সে ছার পিরীতি, ভাবিতে ভাবিতে,
সোণার বরণ কাল॥

(১) মিষ্ট। (২) সার বিহীন দ্রব্য। (৩) মসলা।
(৪) পাঠান্তর—"শুন শুন দূতি, কি কহ মো প্রতি,
বচন না লাগে ভাল।" প; ক; ত।

সোণার গাগরী (১), বিষ জল ভরি,
কেবা আনি দিল আগে।
করিনু আহার, না করি বিচার,
এ বধ কাহারে লাগে॥
নীর লোভে মৃগী, পিয়াসে খাইতে,
ব্যাধ শর দিল বুকে।
জলের সফরী, আহার করিতে,
বড়শী লাগিল মুখে॥
নবঘন হেরি, পিয়াসে চাতকী,
চঞ্চু পসারল আশে।
বারিক কারণ (২), বহল পবন,
কুলিশ (৩) মিলল শেষে॥
লাখ হেম পায়া, যতনে বাঁধিতে,
পড়ল অগাধ জলে।
হেন অনুচিত, করে পাপ বিধি,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

(১) কলস, পশ্চিম অঞ্চলে এখনও লোকে গাগরী কহিয়া থাকে।
(২) জলের নিমিত্ত। (৩) বজ্র।

অনুরাগ।

(আত্ম প্রতি)

ধানশী।

হিয়ার মাঝারে, যতনে রাখিব,
বিরল মনের কথা।
মরম না জানে ধরম বাখানে,
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা॥
যারে না দেখি, জনম স্বপনে,
না দেখি নয়ন কোণে।
অবুধ সে জনি, দিবস রজনী,
সদাই পড়িছে মনে,
হায় অভাগিনী, পরের অধিনী,
সকলি পরের বশে।
সদাই এখনি, পরাণ পোড়নি,
ঠেকিনু পিরীতি রসে॥
অনুক্ষণ মন, করে উচাটন,
মুখে না নিঃসরে কথা।
চণ্ডীদাসের মন, অরুণ নয়ন,
ভাবিতে অন্তরে ব্যথা॥

গান্ধার।

কেন বা পিরীতি কৈনু কালা কানুর সনে।
ভাবিতে রসের তনু জারিলেক ঘুণে॥
কত ঘর বাহির হইব দিবা রাতি।
বিষম হইল কালা কানুর পিরীতি॥
না রুচে ভোজন পান কি মোর শয়নে।
বিষ মিশাইল মোর এ ঘর করণে॥ (১)
ঘরে গুরু দুরজন ননদিনী আগি।
দু আঁখি মুদিলে বলে কাঁদে শ্যাম লাগি॥
আকাশ যুড়িয়া ফাঁদ যাইতে পথ নাই।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস মিলিবে হেথাই॥ (২)

সুহই।

ধরম করম গেল গুরু গরবিত।
অবশ করিল কালা কানুর পিরীত॥
ঘরে পরে কি না বলে করিব হাম কি।
কেবা না করয়ে প্রেম আমি সে কলঙ্কী॥
বাহির হইতে (৩) নারি লোক চরচাতে।
হেন মনে করে বিষ খাইয়া মরিতে॥ (৪)

(১) অদ্যাপি লোকে "ঘরকন্না" শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে।
(২) হেথায়—এখানে।
(৩) পাঠান্তর—"বাহিরে বেড়াতে।" প্রা, কা, সং।
(৪) পাঠান্তর—"এমতি করয়ে মন বিষ খাই জীতে।" ঐ

একে নারী কুলবতী অবলা বলে লোকে। }
কানু পরিবাদ হৈল পুড়িয়া মরি শোকে॥ } (১)
খাইতে নারি যে কিছু রহিতে নারি ঘরে।
ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি সাঁধাইল (২) অন্তরে॥
জারিলেক তনু মন ব্যাপিল শরীর।
চণ্ডীদাস বলে ভাল হইবে সুস্থির॥

তুড়ি।

কি হৈল কি হৈল মোর কানুর পিরীতি।
আঁখি ঝুরে পুলকেতে প্রাণ কাঁদে নিতি॥
শুইলে সোয়াস্তি নাই নিদ গেল দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে॥
নবীন পানীর মীন (৩) মরণ না জানে।
নব অনুরাগে চিত ধৈরজ (৪) না মানে॥
এ না রস যে না জানে সে না আছে ভাল।
হৃদয়ে রহিল মোর কানু প্রেম শেল॥
নিগূঢ় পিরীতি খানি আরতির ঘর।
ইথে চণ্ডীদাস বড় হইল ফাঁফর॥

(১) পাঠান্তর—"একে নারী কুলবতী পুড়ে মরি শোকে।
তাহে কানু পরিবাদ দেয় পাপ লোকে।" প্রা, কা, সং

(২) প্রবেশ করিল।

(৩) নূতন জলের মাছ। (৪) পাঠান্তর—"নিষেধ।" প্রা, কা, সং।

ধানশী।

সেই হইতে মোর মন,
নাহি হয় সম্বরণ,
নিরন্তর ঝুরে দুটি আঁখি!
একলা মন্দিরে থাকি,
কভু তারে নাহি দেখি,
সে কভু না দেখে আমারে।
আমি কুলবতী বামা,
সে কেমনে জানে আমা,
কোন ধনী কহি দিল তারে॥
না দেখিয়া ছিনু ভাল,
দেখিয়া অকাজ হলো,
না দেখিলে প্রাণ কেন কান্দে।
চণ্ডীদাস কহে ধনি,
কানু সে পরশমণি,
ঠেকে গেলা মোহনিয়া ফান্দে॥

গান্ধার।

জনম গোঙানু (১) দুখে, কত বা সহিব বুকে,
কানু কানু করি কত নিশি পোহাইব।
অন্তরে রহিল ব্যথা, কুলশীল গেল কোথা,
কানু লাগি গরল ভখিব॥

(১) কাটাইলাম।

কানু দিনু তিলাঞ্জলি, গুরু দিঠে দিনু বালি,
কানু লাগি এমতি করিনু।
ছাড়িনু গৃহের সাধ, কানু কৈল পরিবাদ,
তাহার উচিত ফল পাইনু॥
অবলা না গণে কিছু, এমতি হইবে পিছু,
তবে কি এমন প্রেম করে।
ভাল মন্দ নাহি জানে; পর মুখে যেবা শুনে,
তেঞিত (১) অনলে পুড়ে মরে॥
বড়ু চণ্ডীদাসে কয়, প্রেম কি আনল হয়,
শুধুই সে সুধাময় লাগে।
ছাড়িলে না ছাড়ে সেহ, এমতি দারুণ লেহ,
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥

ধানশী।

কাহারে কহিব, মনের মরম,
কেবা যাবে পরতীত?
হিয়ার মাঝারে, মরম বেদনা,
সদাই চমকে চিত॥
গুরু জন আগে, দাঁড়াইতে নারি,
সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল, দিক নেহারিতে,
সব শ্যামময় দেখি॥

(১) সেইত।

সখীর সহিতে, জলেরে যাইতে,
সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল, করে ঝল মল,
তাহে কি পরাণ রয়? (১)
কুলের ধরম, রাখিতে নারিনু,
কহিলাম সবার আগে।
কহে চণ্ডীদাস, শ্যাম সুনাগর,
সদাই হিয়ার জাগে॥

সুহই।

আনিয়া অমিঞা (২) পানা দুধে মিশাইয়া।
লাগিল গরল যেন মীঠ তেয়াগিয়া॥
তিতায় তিতিল দেহ মীঠ হবে কেন।
জ্বলন্ত অনলে মোর পুড়িছে পরাণ॥
বাহিরে অনল জ্বলে দেখে সর্ব্ব লোকে।
অন্তর জ্বলিয়া উঠে তাপ লাগে বুকে॥
পাপ দেহের তাপ মোর ঘুচিবেক কিসে?
কানুর পরশে যাবে কহে চণ্ডীদাসে॥

(১) এখানে যমুনার জলের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রূপের তুলনা করা হইয়াছে এবং সেই জন্য শ্রীরাধিকা যমুনার জল ঝলমল করা দেখিয়া এত অস্থির।

(২) অমিয়া।

পঠমঞ্জরী।

একে কাল হৈল মোর নয়লি (১) যৌবন।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন ॥
আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোর যমুনার জল ॥
আর কাল হৈল মোর রতন ভূষণ।
আর কাল হৈল মোর গিরি গোবর্দ্ধন ॥
এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী।
এমন ব্যথিত নাই শুনয়ে কাহিনী ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে না কহ এমন।
কার কোন দোষ নাই সব এক জন (২) ॥

কেন বা কানুর সনে পিরীতি করিনু।
না ঘুচে দারুণ লেহা বুঝিয়া মরিনু ॥
আর জ্বালা সৈতে নারি কত উঠে তাপ।
বচন নিঃসৃত নহে (১) বুকে খেলে সাপ ॥
জন্ম হইতে কুল গেল ধর্ম্ম গেল দূরে।
নিশি দিশি প্রাণ মোর কানু গুণে ঝুরে ॥
নিষেধিলে নাহি মানে ধরম বিচার।
বুঝিনু পিরীতির হয় স্বতন্ত্র আচার ॥
করমের দোষে এ জনমে ঝিবা করে।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীর বরে ॥

(১) নূতন। (২) শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিতেছেন। (৩) বাক্য সরে না।

শ্রীরাগ।

যাহার সহিত, যাহার পিরীতি,
সেই সে মরম জানে।
লোক চরচায়, ফিরিয়া না চাই,
সদাই অন্তরে টানে॥

গৃহ কর্ম্মে থাকি, সদাই চমকি,
গুমরে গুমরে মরি।
নাহি হেন জন, করে নিবারণ,
যেমত চোরের নারী॥
ঘরে গুরুজনা, গঞ্জয়ে নানা,
তাহা বা কহিব কি।
মরণ সমান, করে অপমান,
বন্ধুর কারণ সে॥
কাহারে কহিব, কেবা নিবারিবে,
কে জানে মরম দুখ।
চণ্ডীদাস কহে, করহ ঘোষণা,
তবে সে পাইবে সুখ॥

গান্ধার।

ধিক রহুঁ জীবনে যে পরাধীন জীয়ে। (১)
তাহার অধিক ধিক পরবশ হয়ে॥
এ পাপ কপালে বিধি এমতি লিখিল।
সুধার সাগরে মোর গরল হইল॥

(১) পরের অধীন হইয়া যে বাঁচিয়া থাকে তাহার জীবনে ধিক।

অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিনু তায়।
গরল ভরিয়া যেন উঠিল হিয়ায়॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈনু কোলে।
এ দেহ অনল তাপে পাষাণ সে গলে॥
ছায়া দেখি যাই যদি তরুলতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তনু লতা পাতা সনে॥
যমুনার জলে যদি দিয়ে হাম ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥
অতএ (১) সে এ ছার পরাণ যাবে কিসে।
নিচয়ে ভখিমু মুই (২) এ গরল বিষে॥
চণ্ডীদাস কহে দৈব গতি নাহি জানে।
দারুণ পিরীতি মোর বধিল পরাণে॥ (৩)

শ্রীরাগ।

কালিয়া কালিয়া, বলিয়া বলিয়া,
জনম বিফল পাইনু।
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি,
মনের অনলে মনু॥
মরিনু মরিনু, মারিয়া গেনু,
ঠেকিনু পিরীতি রসে।
আর কেহ জানি, এ রসে ভুলে না,
ঠেকিলে জানিবে শেষে॥

---

(১) অতএব। (২) আমি নিশ্চয় খাইব।

(৩) পাঠান্তর—"দারুণ পিরীতি সেই ধরয়ে পরাণে।" প, ক, ত।

এ ঘর করণ, বিহি নিদারুণ,
বসতি পরের বশে।
মাগো এই বর, মরণ সফল,
কি আর এ সব আশে॥
অনেক যতনে, পেয়েছি সে ধনে,
তাহা জানে চণ্ডীদাসে।
এখনি জানিলে, আর কি জানিবে,
জানিবে পিরীতি শেষে॥

সুহই।

পিরীতি লাগিয়া দিনু পরাণ নিছনি।
কানু বিনু দোসর দুকাণে নাহি শুনি॥
মনোদুখে হৃদয়ে সদাই সোঙরিয়ে।
কানু পরসঙ্গ বিনু তিলেক না জীয়ে॥
যাহার লাগিয়া আমি কাঁদি দিবা রাতি।
নিছিয়া লৈয়াছি তারে কুলশীল জাতি॥
আর যত অভিমান দিনু বঁধুর পায়।
বড়ু চণ্ডীদাস কহে যেবা যারে ভায়॥

গান্ধার।

যদি বা পিরীতি সুজনের হয়।
নয়ানে নয়ন, হইল মিলন,
তবে কেন প্রেম ফিরিয়া না লয়॥
যে মোর পরাণে, মরম ব্যথিত,
তারে বা কিসের ভয়?

অতি দুরন্তর, বিষম পিরীতি,
সকলি পরাণে সয়॥
অবলা হইয়া, বিরলে রহিয়া,
না ছিল দোসর জনা।
হাসিতে হাসিতে, পিরীতি করিয়া,
পরাণ উপরে হানা॥ (১)
যেন মলয়জ, ঘসিতে শীতল,
অধিক সৌরভ ময়।
শ্যাম বঁধুয়ার, পিরীতি ঐছন,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

সিন্ধুড়া।

এমত ব্যাভার, না জানি তাহার,
(২) পিরীতি যাহার সনে।
গোপত করিয়া, কেনে না রাখিলে,
বেকত করিলে কেনে॥
মনের মরম জানিবে কে।
সেই সে জানে, মনের মরম,
এ রসে মজিল যে॥
চোরের মা যেন, পোয়ের লাগিয়া,
ফুকরি কাঁদিতে নারে।

(১) পাঠান্তর—"হাসিতে বাসিতে পীতের ঝমরু,
এ বড় সুগড় পনা"। প্রা, কা, সং।
(২) পদ কল্পতরুতে এই পদটি পাওয়া যায়। অন্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

কুলবতী হৈয়া, পিরীতি করিলে,
এমতি শঙ্কট তারে॥
কে আছে ব্যথিত, যাবে পরতীত,
এ দুখ কহিব কারে।
হয় দুখ ভাগি, পাই তার লাগি,
তবে সে কহি যে তারে॥
পর কি জানয়ে, পরের বেদন,
সে রত আপন কাজে।
চণ্ডীদাস কহে, বনের ভিতরে,
কভু কি রোদন সাজে ?

গান্ধার।

যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায় রে।
আন পথে যাই সে কানু পথে ধায় রে॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে॥
এ ছার নাসিকা মুই কত করু (১) বন্ধ।
তবুত দারুণ নাসা পায় তার গন্ধ॥ (২)
সে না কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গে শুনিতে আপনি যায় কাণ॥
ধিক রহুঁ এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥

---

(১) করি।

(২) পাঠান্তর—"তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ"; প; ক; ত।

কহে চণ্ডীদাসে রাই ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম কথা কাহে জানি পুছ ॥

শ্রীরাগ।

কোন বিধি সিরজিল কুলবতী নারী!
সদা পরাধীন ঘরে রহে একেশ্বরী ॥
ধিক রহুঁ হেন জন হয়ে প্রেম করে।
বৃথা সে জীবন রাখে তখনি না মরে ॥
বড় ডাকে কথাটী কহিতে যে না পারে।
পর পুরুষেতে রতি (১) ঘটে কেন তারে ॥
এ ছার জীবনের মুক্তি ঘুচাইনু আশ।
চণ্ডীদাস কহে কেন ভাবহ উদাস?

বিহাগড়া।

ধাতা কাতা বিধাতার কপালে দিয়াছি ছাই। (২)
জনম হৈতে একা কৈল দোসর দিল নাই।
না দিল রসিক মূঢ় পুরুষের সনে।
এমতি আছয়ে ত এ পাপ বিধানে ॥
যার লাগি প্রাণ কাঁদে তার নাই দেখা।
এ পাপ করমে মোর এমতি লেখা জোকা ॥

---

(১) আশক্তি।
(২) পাঠান্তর—"ধাতা কাতা বিধাতার বিধানে দিয়াছি ছাই।" প; ক; ত।

ঘর দুয়ারে আগুন দিয়া যাব দূর দেশে।
আরতি পূরিবে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

শ্রীরাগ।

কাহারে কহিব দুঃখ কে জানে অন্তর?
যাহারে মরমী কহি সে বাসয়ে পর॥
আপনা বলিতে বুঝি নাহিক সংসারে।
এত দিন বুঝিনু সে ভাবিয়া অন্তরে॥
মনের মরম কহি জুড়াবার তরে।
দ্বিগুণ আগুণ সেই জ্বালি দেয় মোরে॥
এত দিনে বুঝিলাম মনেতে ভাবিয়া।
এ তিন ভুবনে নাহি আপন বলিয়া॥
এ দেশে না রব একা যাব দূর দেশে।
সেই সে যুকতি কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

ধানশী।

শিশুকাল হৈতে, শ্রবণে শুনিনু,
সহজে পিরীতি কথা।
সেই হইতে মোর, তনু জর জর,
ভাবিতে অন্তর ব্যথা॥
দৈবের ঘটিতে, বন্ধুর সহিতে,
মিলন হইবে যবে।

মান অভিমান, বেদের বিধান,
ধৈরজ তাজিবে তবে॥
জাতি কুল বলি, দিলাম তিলাঞ্জলি,
ছাড়িনু পতির আশ।
ধরম, করম, সরম, ভরম,
সকলি করিনু নাশ॥
কুলে কলঙ্কিনী, বলি দেয় গালি,
গুরু পরিজন মেলি।
কাতর হইয়ে, আদর করিয়ে,
লইনু কলঙ্কের ডালি॥
চোরের মা যেন, পোয়ের লাগিয়া,
ফুকরি কান্দিতে নারে।
কুলবতী হয়ে, পিরীতি করিলে,
এমতি ঘটিবে তারে॥
মুঞি অভাগিনী, কেবল দুখিনী,
সকলি পরের আশে।
আপনা খাইয়া, পিরীতি করিনু,
লোকে শুনি কেন হাসে॥
চণ্ডীদাস বলে, পিরীতি লক্ষণ,
শুন গো বরজ নারী।
পিরীতি ঝুলিটি, কান্ধেতে করিয়া,
পিরীতি নগরে ফিরি॥

শ্রীরাগ।

কালার পিরীতি, গরল সমান,
না খাইলে থাকে সুখে।
পিরীতি অনলে, পুড়িয়া মরে যে,
জনম যায় তার দুখে॥
আর বিষ খেলে, তখনি মরণ,
এ বিষে জীবন শেষ।
সদা ছটফট, ঘুরুণি নিপট,
লট পট তার বেশ॥
নয়নের কোণে, চাহে যাঁহা পানে,
সে ছাড়ে জীবনের আশ।
পরশ পাথর, ঠেকিয়া রহিল,
কহে বড়ু চণ্ডীদাস॥

সিন্ধুড়া।

যে জন না জানে, পিরীতি মরম,
সে কেন পিরীতি করে?
আপনি না বুঝে, পরকে মজায়,
পিরীতি রাখিতে নারে॥
যে দেশে না শুনি, পিরীতি মরম,
সেই দেশে হাম যাব।
মনের সহিত, করিয়া যতন,
মনকে প্রবোধ দিব॥

পিরীতি রতন, করিয়া যতন,
পিরীতি করিব তায়।
দুই মন এক, করিতে পারিলে,
তবে সে পিরীতি রয়॥
কহে চণ্ডীদাসে, মনের উল্লাসে,
এমতি হইবে যে।
সহজ ভজন, পাইবে সে জন,
সহজ মানুষ সে॥

সিন্ধুড়া।

পিরীতি বিষম কাল।
পরাণে পরাণ, মিলাইতে জানে,
তবে সে পিরীতি ভাল॥
ভ্রমরা সমান, আছে কত জন,
মধু লোভে করে প্রীত।
মধু ফুরাইলে, উড়ি যায় চলি,
এমতি তাদের রীত॥
হেন ভ্রমরার, সাধ নহে কভু,
সে মধু করিতে পান।
অজ্ঞানী পাইতে, পারয়ে কি কভু,
রসিক জ্ঞানীর সন্ধান॥
মনের সহিত, যে করে পিরীতি,
তারে প্রেম কৃপা হয়।

সেই সে রসিক, অটল রূপের,
ভাগ্যে দরশন পায়॥
মনের সহিতে, করিয়া পিরীতি,
থাকিব স্বরূপ আশে।
স্বরূপ হইতে, ও রূপ পাইব,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

বরাড়ী।

কেনে কৈনু পিরীতের সাধ!
পিরীতি অঙ্কুর হৈতে, যত দুখ পাইনু চিতে,
শুনিলে গণিবে পরমাদ॥
মুঞি যদি জানিতুঁ এত, তবে কেন হব রত,
না করিতুঁ হেন সব কাজ।
ভুলিনু পরের বোলে, কুলটা হইনু কুলে,
জগত ভরিয়া রইল লাজ॥
যখন পিরীতি কৈল, আনি চাঁদ হাতে দিল,
পুন হাতে না পাই দেখিতে।
কি করিতে কি না করি, ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি,
অবশেষে প্রাণ চায় নিতে॥
পিরীতি আখর তিন, যাহার হৃদয়ে চিন, (১)
কিবা তার লাজ কুল ভয়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস, যে করে পিরীতি আশ,
তার বুঝি এই সব হয়॥ (২)

(১) চিহ্ন। (২) পাঠান্তর—"তার বুঝি এই দশা হয়।" শী, স।

শ্রীরাগ।

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
এ তিন ভুবন সার।
এই মোর মনে, হয় রাতি দিনে,
ইহা বই নাহি আর॥
বিহি এক চিতে (১) ভাবিতে ভাবিতে,
নিরমাণ কৈল "পি"।
রসের সাগর, মন্থন করিতে,
তাহে উপজিল (১) "রী"!
পুনঃ যে মথিয়া, অমিয়া হইল,
তাহে ভিয়াইল "তি"।
সকল সুখের, এ তিন আখর,
তুলনা দিব যে কি?
যাহার মরমে, পশিল যতনে,
এ তিন আখর সার।
ধরম করম, সরম ভরম,
কিবা জাতি কুল তার॥
এ হেন পিরীতি, না জানি কি রীতি,
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি বন্ধন, বড়ই বিষম,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

(১) বিধি এক মনে। (২) উৎপত্তি হইল।

আত্ম প্রত্তি।

শ্রীরাগ।

পিরীতি পিরীতি, মধুর পিরীতি,
এ তিন ভুবনে কয়।
পিরীতি করিয়ে, দেখিলাম ভাবিয়ে,
কেবল গরল ময়॥
পিরীতেরি কথা, শুনিব হে যেথা, (১)
তথাতে নাহিক যাব।
মনের সহিত, করিয়া পিরীত,
স্বরূপে চাহিয়া রব॥
এমতি করিয়া, সুমতি হইয়া,
রহিব স্বরূপ আশে।
স্বরূপ প্রভাবে, সে রূপ মিলিবে,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

শ্রীরাগ।

শ্যামের পিরীতি, মূরতি হইলে,
তবে কি পরাণ ফলে!
পরাণ পিরীতি, সমান করিলে,
কে তারে জীবন্ত বলে?
যদি হাম শ্যাম, বঁধু লাগি পাউ,
তবে সে এ দুখ টুটে।
আন মত গুণি, মনের আগুণি,
ঝলকে ঝলকে উঠে॥

(১) যেখানে।

পরাণ রতন, পিরীতি পরশ, (১)
জুকিনু হৃদয় তুলে।
পিরীতি রতন, অধিক হইল,
পরাণ উঠিল চুলে॥
জাতি কুল বলি, দিনু জলাঞ্জলি,
আর সতী চরচাতে।
তনু ধন জন, জীবন যৌবন,
নিছিনু কালা পিরীতে॥
হিয়ায় রাখিব, কারে না কহিব,
পরাণে পরাণ যোড়া।
কি জানি কি ক্ষণে, কি দিয়া কি কৈল,
মরিলে না যায় ছাড়া॥
তিলেকে মরিয়ে, যদি না দেখিয়ে,
শয়নে স্বপনে বন্ধু।
কহে চণ্ডীদাস, মরমে রহল,
পিরীতি অমিয়া সিন্ধু॥

তিওট, বিহাগড়া।

বিধির বিধানে হাম আনল ভেজাই। (২)
যদি সে পরাণ বঁধু তার লাগি পাই॥
গুরু দুরজন যত বঁধুর বৈর করে।
সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যামুনি তার বুকে পড়ে॥

(১) পাঠান্তর—"পরাণ সমান, পিরীতি রতন।" প, ক, ত।
(২) বিধাতার বিধানে আমি আগুণ দিই।

আপন দোষ না দেখিয়া পরের দোষ গায়।
কাল সাপিনী যেন তার বুকে খায়॥
আমার বন্ধুকে যে করিতে চাহে পর।
দিবস দুপরে যেন পুড়ে তার ঘর॥
এতেক যুবতী আছে গোকুল নগরে।
কে না বঁধুরে দেখে বুক ফেটে মরে॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥
তোমার বঁধু তোমার আছে গালি পাড়িছ কেনে?

শ্রীরাগ।

এ ছার দেশে বসতি নৈল নাহিক দোসর জনা।
মরমের মরমী নহিলে না জানে মরমের বেদনা॥
চিত উচাটন সদা কত উঠে মনে। (১)
ননদী বচনে মোর পাঁজর বিধে ঘুণে॥
জ্বালার উপরে জ্বালা সহিতে না পারি।
বঁধু হইল বিমুখ ননদী হৈল বৈরী॥
গুরুজন কুবচন সদা শেলের ঘায়।
কলঙ্কে ভরিল দেশ কি করি উপায়?
বাঁশুলী আদেশে কবি চণ্ডীদাসের গীত।
আপনা আপনি চিত করহ সম্বিত॥ (২)

(১) পাঠান্তর—"রহিতে না পারি ঘরে চিত উচাটনে।" প্রা, কা, সং।

(২) সম্বরণ।

শ্রীরাগ।

পিরীতি পিরীতি, সব জন কহে
পিরীতি সহজ কথা!
বিরিখের ফল (১) নহেত পিরীতি,
নাহি মিলে যথা তথা॥
পিরীতি অন্তরে, পিরীতি মন্তরে (২),
পিরীতি সাঁধিল যে।
পিরীতি রতন লভিল সে জন,
বড় ভাগ্যবান সে॥
পিরীতি লাগিয়া, আপনা ভুলিয়া,
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন, করিতে পারিলে,
পিরীতি মিলয়ে তারে॥
পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি আশ॥

শ্রীরাগ।

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আঁখর,
বিদিত ভুবন মাঝে।
তাহে যে পশিল, সেই সে জানিল,
কি তার কুল ভয় লাজে!

---

(১) বৃক্ষের ফল। (২) মন্ত্রে।

বেদ বিধি পর, সব অগোচর,
ইহা কি জানে আনে।
রসে পর পর, রসের অন্তর,
সেই সে মরম জানে॥
চুম্বক অধর, সুধারস বাণী,
তাহে উপজিল পি।
হিয়ায় হিয়ায়, পরশ করিয়ে,
তাহার তুলনা কি॥
কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনি,
পিরীতি রসেতে ভোর।
পিরীতি করিয়া, ছাড়িতে নারিবে,
আপনি হইবে চোর॥

সুহিনী।

পিরীতি পিরীতি, কি রীতি মুরতি,
হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে, পিরীতি না ছাড়ে,
পিরীতি গড়ল কে?
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
না জানি আছিল (১) কোথা?
পিরীতি কণ্টক, হিয়ায় ফুটল,
পরাণ পুতলী যথা॥

(১) ছিল।

পিরীতি পিরীতি, পিরীতি অনল,
দ্বিগুণ জলিয়া গেল।
বিষম অনল, নিবাইলে নহে,
হিয়ায় রহল শেল॥
চণ্ডীদাস বাণী, শুন বিনোদিনি,
পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া, পরাণ ছাড়িলে,
পিরীতি মিলয়ে তথা॥

শ্রীরাগ।

পিরীতি নগরে, বসতি করিব,
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া, পড়শী করিব,
তা বিনু (১) সকল পর॥
পিরীতি দ্বারের, কবাট করিব,
পিরীতে বাঁধিব চাল।
পিরীতি আসকে, (২) সদাই থাকিব,
পিরীতে গোঙাব কাল॥
পিরীতি পালঙ্কে, শয়ন করিব,
পিরীতি শিথান (৩) মাথে।
পিরীতি বালিসে, আলিস (৪) ত্যজিব,
থাকিব পিরীতি সাথে॥

---

(১) তাহা বিনা। (২) আশক্তিতে। (৩) মাথার বালিস।
(৪) আলস্য।

পিরীতি সরসে (১), সিনান (২) করিব,
পিরীতি অঞ্জন লব।
পিরীতি ধরম, পিরীতি করম,
পিরীতে পরাণ দিব।
পিরীতি নাসার, বেশর (৩) করিব,
দুলিবে নয়ন কোণে।
পিরীতি অঞ্জন, লোচনে পরিব,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

(১) সরোবর। (২) স্নান। (৩) নাসিকার আভরণ

বাসক সজ্জা।

গান্ধার।

রাধিকা আদেশে, মনের হরষে (১),
কুসুম রচনা করে।
মল্লিকা মালতী, আর যাতি যুথী,
সাজাইছে থরে থরে॥
আজ রচয়ে বাসক শেজ (২)।
মুনিগণ চিত, হেরি মুরছিত,
কন্দর্পের ঘুচে তেজ॥
ফুলের আচির, ফুলের প্রাচীর,
ফুলেতে ছাইল ঘর।
ফুলের বালিস, আলিস কারণ,
প্রতি ফুলে ফুলশর॥
শুক পিক (৩) দ্বারী, মদন প্রহরী,
ভ্রমর ঝঙ্কারে তায়।
ছয় ঋতু মত্ত, সহিত বসন্ত,
মলয় পবন বায়॥

বাসক সজ্জা লক্ষণ :—

"প্রিয়ার সহিত বিলাসের আশ করি। গৃহ শয্যা মাল্য তাম্বুল স্নিগ্ধ বারি। চন্দনাদি মালা গন্ধ বসন ভূষণ। সাজায় করিয়া সাধ প্রিয়ার কারণ॥"

—ভক্তমাল।

(১) আনন্দে। (২) শয্যা। (৩) কোকিল।

উজোয়ল (১) রাতি, মণিময় বাতি,
কর্পূর তাম্বুল বারি।
চণ্ডীদাস ভণে, রাখি স্থানে স্থানে,
শয়ন করল গোরি॥

(১) উজ্জ্বল হইল

বিপ্রলব্ধা।

ধানশী।

বন্ধুর লাগিয়া, শেজ (১) বিছাইনু,
গাঁথিনু ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজনু (২), দীপ উজারিনু (৩),
মন্দির হইল আলা॥
সই পাছে এ সব হবে আন।
সে হেন নাগর, গুণের সাগর,
কাহে না মিলল কান (৪)?
শাশুড়ী ননদে, বঞ্চনা করিয়া,
আইনু গহন বনে।
বড় সাধ মনে, এ রূপ যৌবনে,
মিলিব বন্ধুর সনে।
পথ পানে চাহি, কত না রহিব,
কত প্রবোধিব মনে?
রস শিরোমণি, আসিবে এখনি,
বড়ু চণ্ডীদাস ভণে॥

বিপ্রলব্ধা লক্ষণ:—

"সখীর আশ্বাসে ধনী স্থির করি মন। প্রিয় আগমন পথ করি নিরীক্ষণ॥
বৃক্ষের পত্রে পত্রে যদি শব্দ হয়। এই আইসে প্রিয় বলি উঠিয়া বৈঠয়॥
দূতী পাঠাইয়া দিলা প্রিয়ার কারণে। ফিরিয়া আইলা দূতী ব্রজ হেন মানে।
এই রূপ বিচ্ছেদ বিষাদে নিশি যায়। * * * *॥"

—ভক্তমাল।

(১) শয্যা। (২) পান সাজিলাম। (৩) উজ্জ্বল করিলাম। (৪) কানু।

ধানশী।

দুকাণ পাতিয়া, ছিল এতক্ষণ,
বঁধু পথ পানে চাই।
পরভাত নিশি, দেখিয়া অমনি,
চমকি উঠিল রাই॥
পাতায় পাতায়, পড়িছে শিশির,
সখিরে কহিছে ধনী।
বাহির হইয়া, দেখলো সজনি,
বঁধুর শব্দ শুনি॥
পুন কহে রাই, না আসিল বঁধু,
মরমে রহল ব্যথা।
কি বুদ্ধি করিব, পাষাণে ধরিয়া,
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
ফুলের এ ডালা, ফুলের এ মালা,
শেজ বিছাইনু ফুলে।
সব হৈল বাসি, আর কেন সই,
ভাসাগে যমুনাজলে॥
কুঙ্কুম কস্তুরি, চুবক চন্দন,
লাগিছে গরল হেন।
তাম্বুল বিরস, ফুলহার ফণী,
দংশিছে হৃদয়ে যেন॥ (১)
সকল লইয়া, যমুনায় ডার (২),
আর ত না যায় দেখা।

(১) ফুলের হার সর্প হইয়া যেন হৃদয়কে দংশন করিতেছে।
(২) ফেলিয়া দাও।

ললাটের সিন্দুর, মুছি কর দূর,
নয়ানের কাজর রেখা ॥
আর না রাখিব, এছার পরাণ,
না যাব লোকের মাজে।
থির হও রাই (১), চলু চণ্ডীদাস,
আনিতে নিঠুর রাজে (২) ॥

সুহিনী।

সে যে বৃষভানু সুতা।
মরমে পাইয়া ব্যথা ॥
সজল নয়ান হৈয়া।
রহে পথপানে চাইয়া ॥
ফুল শেজ বিছাইয়া।
রহয়ে ধেয়ানী হৈয়া ॥ (৩)
উজর চাঁদনি রাতি।
মন্দিরে রতন বাতি ॥
কহে সব ভেল আন।
কাহে না মিলল কান ॥
সকল বিফল হৈল।
আধ রজনী গেল ॥
শ্যাম বঁধুয়ার পাশ।
চলু (৪) বড়ু চণ্ডীদাস ॥

---

(১) রাই স্থির হও। (২) নিঠুর রাজা—শ্রীকৃষ্ণ।
(৩) মৌনী হইয়া রহে। (৪) চলিল।

খণ্ডিতা।

কামোদ।

(চন্দ্রাবলীর উক্তি।)

এই পথে নিতি, কর গতায়তি (১),
নূপুরের ধ্বনি শুনি।
রাধা সঙ্গে বাস, আমারে নৈরাশ,
আমি বঞ্চি (২) একাকিনী॥
বন্ধু হে! ছাড়িয়া নাহিক দিব।
হিয়ার মাঝারে, রাখিব তোমারে,
সদাই দেখিতে পাব॥
শুন সখীগণ, ধরিয়া যতন,
লয়ে চল নিকেতনে।
আজকার নিশি, রাধিকা রূপসী,
বঞ্চুক নাগর বিনে॥
এতেক শুনিয়া, করেতে ধরিয়া,
লইয়া চলিল বাস।
রাধা ভয়ে হরি, কাঁপে থরহরি,
ভণে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

খণ্ডিতা লক্ষণ :—

"অন্য নায়িকা ভোগ করিয়া নায়ক। আইসে অঙ্গেতে নখ চিহ্নাদি যাবক॥
দেখিয়া কুপিত মনে ভৎর্সনাদি করি। উপেক্ষা করয়ে খণ্ডিতাবনত নারী।

—ভক্তমাল।

(১) যাতায়াত। (২) কাটাই।

শ্রীরাগ।

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।)

চন্দ্রাবলী (১), আজি ছাড়ি দেহ মোরে।
শ্রীদাম ডাকিছে, যাব তার কাছে,
এই নিবেদন তোরে॥
কাল আসি হাম, পুরাইব কাম (২),
ইথে (৩) নাহি কর রোষ।
চন্দ্রাবলী নাথ, ভুবনে বিদিত,
জগতে ঘোষয়ে দোষ॥
তুমি যে আমার, আমি যে তোমার,
বিবাদে কি ফল আছে ?
লোক জানাজানি, কেন কর ধনি !
পিরীতি ভাঙ্গিবে পাছে ?
দাদা বলরাম, করে অন্বেষণ,
ভ্রময়ে নগর মাঝে।
চণ্ডীদাসে কয়, সে যদি জানয়,
সবাই পড়িবে লাজে॥

(১) বৃষভানু রাজার ভ্রাতা চন্দ্রভানু রাজার কন্যা।
(২) কামনা। (৩) ইহাতে।

বিহাগড়া।

(চন্দ্রাবলীর উক্তি।)

কে বলে আমার, তুমি সে রাধার,
তাহার দুখের দুখী।
করিয়া চাতুরী, যাথে বুঝি হরি,
রাধারে করিতে সুখী॥
বঁধু হে! তুমিত রাধার নাথ!
তব ভারিভুরি (১), ভাঙ্গিব মুরারি,
রাখিব আপন সাথ॥
এতেক বলিয়া, করেতে ধরিয়া,
চুম্বয়ে বদন চাঁদে।
রসিক নাগর, হুইয়া ফাঁফর,
পড়িল বিষম ফাঁদে॥
হেথা সুবদনী (২), সখী সঙে (৩) বাণী,
কহয়ে কাতর ভাষে।
নিশি পোহাইল, পিয়া না আইল,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

ধানশী।

চন্দ্রাবলী সনে, কুসুম শয়নে,
সুখেতে ছিলেন শ্যাম।
প্রভাতে উঠিয়া, ভয় ভীত হৈয়া,
আসিলা রাধার ঠাম (৪)॥

---

(১) আম্র সাধা,—জাঁক। (২) শ্রীরাধিকা। (৩) সঙ্গে। (৪) নিকটে

গলে পীতবাস, করিয়া সাহস,
দাঁড়াইল রাইয়ের আগে।
দেখে ফুলমালা, তাম্বুলের ডালা,
ফেলিয়াছে রাই রাগে॥
নাগরে দেখিয়া, মানিনী না চান,
আছেন আপন কোপে।
ভয়ে যে ভূরুর, ভঙ্গিম দেখিয়া,
নাগর তরাসে (১) কাঁপে॥
রোষেতে নাগরী, থাকিতে না পারি,
নাগরেরে পাড়ে গালি (২)।
চণ্ডীদাস ভণে, লম্পটের সনে,
কথা কৈলে তবু ভালি (৩)॥

ললিত।

ভাল হৈল আরে বঁধু আসিলা সকালে (৪)।
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে॥
বঁধু তোমায় বলিহারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদ মুখ চাই॥
আই আই পড়েছে রূপে কাজরের শোভা।
ভালে সে সিন্দুর তোমার মুনির মনোলোভা॥
খর নখ দংশনে অঙ্গ জর জর।
ভালে সে কঙ্কণ দাগ হিয়ার উপর॥
নীল পাটের শাটী (৫) কোচার বলনী।
রমণী রমণ হৈয়া বঞ্চিলা রজনী॥

(১) ত্রাসে। (২) শ্রীকৃষ্ণকে গালি দেন। (৩) ভাল।
(৪) প্রাতঃকালে। (৫) শাড়ী।

সুরঙ্গ যাবক (১) রঙ্গ উরে (২) ভাল সাজে।
এখন কহ মনের কথা আইলা কিবা কাযে (৩)॥
চারি দিকে চায় নাগর আঁচলে মুখ মুছে।
চণ্ডীদাস কহে লাজ ধুইলে না ঘুচে॥

রামকেলী।

ছুঁইওনা ছুঁইওনা বন্ধু ঐখানে থাক।
মুকুর (৪) লইয়া চাঁদ মুখ খানি দেখ॥ ধ্রু
নয়ানের কাজর, বয়ানে লেগেছে,
কালর উপরে কাল।
প্রভাতে উঠিয়া, ওমুখ দেখিলাম,
দিন যাবে আজ ভাল॥
অধরের তাম্বুল, বয়ানে লেগেছে,
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
আমা পানে চাও, ফিরিয়া দাঁড়াও,
নয়ন ভরিয়া দেখি॥
চাঁচর কেশের, চিকণ চূড়া,
সে কেন বুকের মাঝে।
সিন্দূরের দাগ, আছে সর্ব্বগায়,
মোরা হলে মরি লাজে॥
নীলকমল, ঝামরু (৫) হইয়াছে,
মলিন হইয়াছে দেহ।

(১) আলতা। (২) রক্ষস্থলে। (৩) প, ক, ত ও পদামৃত সমুদ্র।
(৪) দর্পন। (৫) মলিন।

কোন্ রসবতী, পেয়ে সুধা নিধি,
নিঙড়ে (১) লয়েছে সেহ॥
কুটিল নয়ানে, কহিছে সুন্দরী,
অধিক করিয়া ত্বরা।
কহে চণ্ডীদাস, আপন স্বভাব,
ছাড়িতে না পারে চোরা॥

বিভাস।

হেদে হে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস।
বিহানে (২) পরের বাড়ী কোন্ লাজে আস?
বুক মাঝে দেখি তোমার কঙ্কণের দাগ।
কোন কলাবতী (৩) আজি পেয়েছিল লাগ?
নখ পদ বিরাজিত রুধিরে পূরিত।
আহা মরি কিবা শোঁভায় করিল ভূষিত॥
কপালে সিন্দূর রেখা অধরে কাজল।
সে ধনী বিহনে তোমার আঁখি ছল ছল॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে শুন বিনোদিনি।
না ছুঁইও আমি ইহার সব রঙ্গ জানি॥

(১) নিঙ্গাড়িয়া।
(২) প্রাতে (৩) রসিকা।

সিন্ধুড়া।

বঁধু কহনা রসের কথা শুনি!
কেমন কামিনী সঙ্গে, যাপিলা (১) যামিনী রঙ্গে,
কত সুখে পোহালা রজনী?
নীল নলিনী আভা, কে নিলে অঙ্গের শোভা,
কাজরে মলিন অঙ্গ খানি।
চিকণ চূড়ার ছাঁদ, কে নিলে বরিহা (২) ফাঁদ,
আজি কেন পীঠে দোলে বেণী?
ধন্য সে বরজ বধূ, যে পিয়ে অধর মধু,
পাষাণে নিশান তার সাথী (৪)।
রক্ত উৎপল ফুলে, যৈছে ভ্রমর বুলে,
ঐ ছন ফিরয়ে তুন আঁখি॥
রচিয়া সিন্দুরের বিন্দু, কে নিল অমিয়া সিন্ধু,
নাসার ছলে নাকের মুকুতা।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, এ কথা অন্যথা নয়,
ভালে জানে বৃষভানু সুতা॥

রামকেলী।

এস এস বন্ধু, করুণার সিন্ধু,
রজনী গোঙালে ভালে।
রসিকা রমণী, পেয়ে গুণমণি,
ভালত সুখেতে ছিলে?

(১) কাটাইলে। (২) (হিন্দী) উৎকৃষ্ট। (৩) সাক্ষী।

নয়নে কাজর, কপালে সিন্দুর,
ক্ষত বিক্ষত হে হিয়া (১)।
আঁখি ঢর ঢর, পরি নীলাম্বর,
হরি এলে হর সাজিয়া॥
ধিক্ ধিক্ নারী, পর আশাধারী,
কি বলিব বিধি তোয়।
এমত কপট, ধৃষ্ট, লম্পট, শঠ,
হাতেতে সোঁপিলি মোয়॥
কাঁদিয়া যামিনী, পোহালাম আমি,
তুমিত সুখেতে ছিলে?
রতি চিহ্ন সব, লইয়া মাধব,
প্রভাতে দেখাতে এলে?
এই মিনতি রাখ, ঐ থানেতে থাক,
আঙ্গিণাতে না আইস।
ছুঁইলে তোমারে, ধরমে আমারে,
না করিবে পরশ॥
লোক মুখে কত, শুনিতাম যত,
প্রতীত আজি হল সব।
চণ্ডীদাস কয়, নাগর দয়াময়,
এত দয়ার স্বভাব॥

(১) জর্জর, বক্ষ।

ললিত।

আরে মোর আরে মোর সোণার বঁধুর।
অধরে কাজর দিল কপালে সিন্দুর॥
বদনকমলে কিবা তাম্বুল শোভিত।
পায়েরি নখর ঘায় হিয়া বিদারিত॥
না এস না এস বঁধু আঙ্গিণার কাছে।
তোমারে দেখিলে (১) মোর ধরম যাবে পাছে॥
শুনিয়া পরের মুখে নহে পরতীত।
এবে সে দেখিনু তোমার এই সব রীত॥
সাধিলা মনের সাধ যে ছিল তোমারি। (২)
দূরে রহ দূরে রহ (৩), প্রণাম হামারি॥ (৪)
চণ্ডীদাস কহে ইহা বলিলা কেমনে?
চোর ধরিলেও এত না কহে বচনে॥ (৫)

ললিত।

আহা আহা বঁধু তোমার শুকায়েছে মুখ।
কে সাজাল হেন সাজে হেরে বাসি দুখ॥
কপালে কঙ্কণ দাগ আহা মরি মরি!
কে করিল হেন কাজ কেমন গোঁয়ারী?

---

(১) পাঠান্তর—"ছুঁইলে"। প্রা, কা, সং।
(২) পাঠান্তর—"সাধিলা মনের সাধ কি আর বিচার।" প, ক, ত।
(৩) পাঠান্তর—"দূরে দূরে রহ বঁধু"। প্রা, কা, সং।
(৪) পাঠান্তর—"প্রণতি আমার"। প, ক, ত।
(৫) পাঠান্তর—"চোর ধরিলে কেবা ছাড়য়ে এমনে?" প্রা, কা, সং।

দারুণ নখের ঘা হিয়াতে বিরাজে।
রক্তোৎপল ভাসে যেন নীল সরঃ মাঝে॥
কেমন পাষাণী যার দেখি হেন রীতি।
কে কোথা শিখাল তারে এ হেন পিরীতি॥
ছল ছল আঁখি দেখি মনে ব্যথা পাই।
কাছে বস আঁচলেতে মুখানি মুছাই॥
বড় কষ্ট পাইয়াছ রজনী জাগিয়া।
চণ্ডীদাস কহে শোও হিয়ায় আসিয়া॥

রামকেলী।

(শ্রীকৃষ্ণের উত্তর।)

শুন শুন সুনয়নি আমার যে রীত।
কহিতে প্রতীত নহে জগতে বিদিত॥
তুমি না মানিবে তাহা আমি ভাল জানি।
এতেক না কহ ধনি অসম্ভব বাণী॥
সঙ্গত হইলে ভাল শুনি পাই সুখ।
অসঙ্গত হইলে পাইব বড় দুখ॥ (১)
মিছা কথায় কত পাপ জানহ আপনি।
জানিয়া না মানে যে সেই ত পাপিনী॥
পরে পরিবাদ দিলে ধরমে সবে (২) কেনে?
তাহার এমত বাদ হইবে তখনে॥

---

(১) পাঠান্তর—"অসঙ্গত কৈলে কি লাভ শুনিতে না হয় সুখ"। প্রা, কা, সং।
(২) সহিবে।

চণ্ডীদাস বলে যেবা মিছা কথা কবে।
সেই সে ঠেকিবে পাপে তোমার কি যাবে॥

রামকেলী।

(শ্রীরাধিকার প্রত্যুত্তর।)

ভাল ভাল, কালিয়া নাগর,
শুনালে ধরম কথা।
পরের রমণী, মজালে যখন,
ধরম আছিল কোথা?
চোরার মুখেতে, ধরম কাহিনী,
শুনিয়া পায় যে হাসি।
পাপ পুণ্য জ্ঞান, তোমার যতেক,
জানয়ে বরজবাসী॥
চলিবার তরে, দেও উপদেশ,
পাতর চাপিয়া পীঠে।
বুকেতে মারিয়া, চাকুর ঘা,
তাহাতে লুণের ছিটে॥
আর না দেখিব, ওকাল মুখ,
এখানে রহিলে কেনে।
যাও চলি যথা, মনের মানুষ,
যেখানে মন যে টানে॥
কেন দাঁড়াইয়া, পাপিনীর কাছে,
পাপেতে ডুবিবা পাছে।
কহে চণ্ডীদাস, যাও চলি যথা,
ধরমের থলী আছে॥

ধানশী।

(পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।)

না কর না কর ধনি এত অপমান।
তরুণী হইয়া কেন একে দেখ আন ?
বংশী পরশি আমি শপথ করিয়ে।
তোমা বিনু দিবা নিশি কিছু না জানিয়ে ॥
ফাগু (১) বিন্দু দেখিয়া সিন্দুর বিন্দু কহ।
কণ্টকে কঙ্কণ দাগ মিছাই ভাবহ ॥
এত কহি বিনোদ নাগর চলি যায় ঘর।
চণ্ডীদাস কহে রাই কাঁপে থর থর ॥

ধানশী।

ললিতা কহয়ে শুনহে হরি।
দেখে শুনে আর রহিতে নারি ॥
শুন শুন ওহে রসিক রাজ।
এই কি তোমার উচিত কাজ ॥
উচিত কহিতে কাহার ডর।
কিবা সে আপন কিবা সে পর ॥
শিশু কাল হইতে স্বভাব চুরি।
সে কি পারে রহিতে ধৈর্য্য ধরি ॥
এক ঘরে যদি না পোশে তায়।
ঘরে ঘরে ফিরে পায় কি না পায় ॥

১) আবীর।

সোণা লোহা তামা পিতল কি বাছে।
চোরের কি কথন নিবৃত্তি আছে॥
এ রস দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
চোরের কথন মন শুদ্ধ নয়॥

মান।

ধানশী।

আপন শির হাম, আপন হাতে কাটিনু,
কাহে (১) করিনু হেন মান?
শ্যাম সুনাগর, নটবর শেখর,
কাঁহা সখি করল পয়ান? (২)
তপ বরত কত, করি দিন যামিনী,
যো (৩) কানু, কো (৪) নাহি পায়।
হেন অমূল ধন মঝু (৫) পদে গড়ায়ল,
কোপে মুঞি ঠেলিনু পায়॥
আরে সই! কি হবে উপায়?
কহিতে বিদরে হিয়া, ছাড়িনু সে হেন পিয়া,
অতি ছার মানের দায়॥
জনম অবধি মোর, এ শেল রহিবে বুকে,
এ পরাণ কি কাজ রাখিয়া?
কহে বড়ু চণ্ডীদাস কি ফল হইবে বল,
গোড়া কেটে আগে জল দিয়া?

(১) কেন। (২) সখি কোথায় গমন করিল? (৩) যে।
(৪) কেহ। (৫) আমার।

সুহই।

শুনলো রাজার ঝি।
লোকেনা বলিবে কি?
মিছই করসি মান।
তোবিন্দু জাগল কান॥
আনত সঙ্কেত করি।
তাহা জাগাইলা হরি॥
উলটি করসি মান।
বড়ু চণ্ডীদাস গান॥

বসন্ত।

এ ধনি মানিনি মান নিবার (১)।
আবীরে অরুণ, শ্যাম অঙ্গ মুকুর পর,
নিজ প্রতিবিম্ব নেহার॥
তুহুঁ এক রমণী, শিরোমণি রসবতী,
কোন্ ঐছে জগমাহ? (২)
তোহারি সমুখে, শ্যাম সহ বিলসব (৩),
কৈছন রস নিরবাহ (৪)?
ঐছন সহচরী, বচন হৃদয়ে ধরি,
সরমে ভরমে মুখ ফেরি।
ঈষৎ হাসি সনে, মান তেয়াগল,
উলসিত (৫) দুহেঁ দোঁহা হেরি॥

(১) নিবারণ কর—ত্যাগ কর।
(২) তুমি রসিকা রমণীর শিরোমণি, তোমার তুল্য জগতের মধ্যে কে আছে?
(৩) বিলাস করিবে। (৪) নির্ব্বাহ। (৫) উল্লাসিত।

পুন সব জন মেলি করয়ে বিনোদ কেলি,
পিচকারি করি হাতে।
দ্বিজ চণ্ডীদাস আবীর যোগাওত,
সকল সখীগণ সাথে॥

*

ধানশী।

ললিতার বাণী, শুনি বিনোদিনী,
প্রসন্ন বদনে কয়।
আমিত কেবল তোদের অধীন,
যা বল শুনিতে হয়॥
সখি তোরা মোর কর এহি হিতে!
আর যেন কখন, না করে এমন,
পুছ উহায় ভাল মতে॥
পুন যদি আর, এমত ব্যাভার
করয়ে এ ব্রজ ভুমে।
উহার প্রণতি শ্রবণ গোচরে
না করিব এ জনমে॥
এত শুনি হরি গলে বাস ধরি
কহয়ে কাতর বাণী।
শুন বিনোদিনি জনমে জনমে
আমি আছি প্রেমে ঋণী॥
এত শুনি গোরি (১), দু বাহু পসারি,
বঁধুয়া করিল কোলে।

(১) শ্রীরাধিকা

এই খানে হয়, রসামৃত ময়,
চণ্ডীদাসে ইহা বলে॥

ধানশী।

কনক —	বরণ (১)	করিয়া	মনে।
ভ্রমই	মাধব	গহন	বনে॥
হিমকর	হেরি	মুরছি	পড়ি। (২)
ধূলায়	ধূসর	যাওত	গড়ি॥
অপরাধী	আমি	কোথায়	যাব?
রাই	সুধামুখী	কেমনে	পাব?
এতেক	কহিতে	মিললি	রাই।
চণ্ডীদাস	তব	জীবন	পায়॥

শ্রীরাগ।

আসি সহচরী, কহে ধিরি ধিরি,
শুনহ নাগর রায়।
অনেক যতনে, ঘুচাইলাম মানে,
ধরিয়া রাইয়ের পায়॥
তবে যদি আর, মান থাকে তার,
মানবি আপন দোষ।

---

(১) শ্রীরাধিকা।

(২) চন্দ্রকে দেখিয়া শ্রীরাধার মুখচন্দ্র মনে উদয় হইয়া শ্রীকৃষ্ণ মূর্চ্ছিত হইলেন।

তোমার বদন, মলিন দেখিলে,
ঘুচিবে এখনি রোষ ॥
তুরিত গমনে, এস আমা সনে,
গলেতে ধরিয়া বাস।
সো হেন নাগর, হইয়া কাতর,
দাঁড়াইল রাইয়ের পাশ ॥
রাই কমলিনী, হেরি গুণমণি,
বঁধুয়া লইল কোলে।
দুহুঁক হৃদয়ে, আনন্দ বাড়িল,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে ॥

ধানশী।

ছিছি মানের লাগি, শ্যাম বঁধুরে,
হারাইয়া ছিলাম।
শ্যামল সুন্দর, মধুর মূরতি,
পরশে শীতল হৈলাম ॥
শ্রীমধুমঙ্গলে (১), আন কুতূহলে,
ভুঞ্জাও (২) ওদন (৩) দধি।
হারাধন যেন, পুনহি মিলল,
সদয় হইল বিধি ॥

---

(১) "বিশেষ রহস্যকারী বিদূষক দল। তার মধ্যে বিশেষতঃ শ্রীমধুমঙ্গল। শ্রীকৃষ্ণ থাকেন যবে প্রিয়গণ সনে। তথায় যাইতে পারে নর্ম্ম সখাগণে।"
—ভক্তমাল।

(২) ভোজন করাও।

(৩) অন্ন।

নিজ সুখরসে, পাপিনী পরশে,
না জানে পিয়াক সুখ।
কহে চণ্ডীদাসে, এ লাগি আমার,
মনেতে উঠয়ে দুখ॥

সুহই।

ছিছি দারুণ, মানের লাগিয়া,
বন্ধুরে হারাইয়া ছিলাম।
শ্যাম সুন্দর, রূপ মনোহর,
দেখিয়া পরাণ পেলাম॥
সই! জুড়াইল মোর হিয়া।
শ্যাম অঙ্গের, শীতল পবন,
তাহার পরশ পাইয়া॥ ধ্রু
তোরা সখীগণ, করাহ সিনান,
আনিয়া যমুনা নীরে।
আমার বন্ধুর, যত অমঙ্গল,
সকল যাউক দূরে॥
শ্রীমধু মঙ্গলে, আনহ সকালে,
ভুঞ্জাহ (১) পায়স দধি।
বন্ধুর কল্যাণে, দেহ নানা দানে, (২)
আমারে সদয় বিধি॥
কহে চণ্ডীদাস, শুনহ নাগর,
এমত উচিত নয়।

---

(১) ভোজন করাও। (২) নানা প্রকার দান কর।

না দেখিলে যুগ শতেক মানয়ে
ইথে কি পরাণ রয়॥

শ্রীরাগ।

রাইয়ের বচন, শুনি সখীগণ,
আনল যমুনা বারি।
নাগর সুন্দর, সিনান করল,
উলসিত ভেল গোরি॥ (১)
ললিতা আসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
পরায়ল পীত বাস।
পরিয়া বসন, হরষিত মন,
বসিলা রাইক পাশ॥
রাই বিনোদিনী, তেড়ছ চাহনি,
হানল বন্ধুর চিতে।
নাগর সুন্দর, প্রেমে গর গর,
অঙ্গ চাহে পরশিতে॥
মনে আছে ভয়, মানের সঞ্চয়,
সাহস নাহিক হয়।
অতি সে লালসে, না পায় সাহসে,
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।

(১) শ্রীরাধিকা পুলকিত হইলেন।

কলহান্তরিতা।

ধানশী।

আসিয়া নাগর, সমুখে দাঁড়াইল,
গলে পীতবাস লৈয়া।
সোচান্দ বদনে, ফিরি না চাহলি,
তো বড়ি নিঠুর মায়্যা ॥ (১)
সো শ্যাম নাগর, জগত দুর্ল্লভ,
কিসের অভাব তার।
তোমাহেন কত, কুলবতী সতী,
দাসী হইয়াছে যার ॥
তার চূড়া মেনে, সুখেতে থাকুক,
তাহে ময়ূরের পাখা।
তোমা হেন কত, কুলবতী সতী,
দুয়ারে পাইবে দেখা ॥
অভিমানী হৈয়া, মোরে না কহিয়া,
তেজলি (২) আপন সুখে।
আপনার শেল, যতনে আপনি,
হানিলি আপন বুকে ॥

"মান অন্তে প্রিয়ের বিচ্ছেদে যে সূচন।
অনুতাপে সেই কলহান্তরিতার লক্ষণ।"

—ভক্তমাল।

(১) তুই বড়ই নিষ্ঠুর মেয়ে। (২) ত্যাগ করিলি।

মনের আগুনে, মরিহ পুড়িয়া,
নিভাইবা আর কিসে ?
শ্যাম জলধর, আর না মিলিবে,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

বিভাস।

উহাঁর নাম করো না নামে মোর নাহি কাজ।
উনি করেছেন ধর্ম্ম নষ্ট ভুবন ভরি লাজ ॥
উনি নাটের গুরু সই উনি নাটের গুরু।
উনি করেছেন কুলের বাহির নাচাইয়া ভূরু ॥
এনে চন্দ্র হাতে দিল যখন ছিল উহাঁর কাজ।
এখন উহাঁর অনেক হলো আমরা পেলাম লাজ ॥
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলী আদেশে।
উহাঁর সনে লেহ (১) করে তনু হইল শেষে ॥

(১) পিরীতি

প্রবাস।

ধানশী।

সখিরে মথুরা মণ্ডলে পিয়া। (১)

আসি আসি বলি, পুন না আসিল,
কুলিশ-পাষাণ হিয়া॥
আসিবার আশে, লিখিনু দিবসে,
খোয়াইনু নখের ছন্দ।
উঠিতে বসিতে, পথ নিরখিতে,
দু আঁখি হইল অন্ধ॥
এ ব্রজ মণ্ডলে, কেহ কি না বলে,
আসিবে কি নন্দ লাল?
মিছা পরিহার, ত্যজিয়ে বিহার,
রহিব কতেক কাল?
চণ্ডীদাস কহে মিছা আসা আশে,
থাকিব কতেক দিন?
যে থাকে কপালে, করি একেকালে,
মিটাইব আথর তিন॥ (২)

প্রবাস লক্ষণ :—

"প্রিয়সী ছাড়িয়া প্রিয় দূর দেশে যায়।
তাহাকেই রীত এই প্রবাস কহয়॥"
—ভক্তমাল।

(১) প্রিয়—শ্রীকৃষ্ণ। (২) পিরীতি অথবা বিরহ।

সুহই।

কানু অঙ্গ পরশে শীতল হবে কবে।
মদন দহন জ্বালা কবে সে ঘুচিবে?
বয়ানে বয়ান (১) হরি কবে সে ধরিবে?
বয়ানে বয়ান দিলে হিয়া (২) জুড়াইবে।
করে ধরি পয়োধর করে সে চাপিবে?
দুখ দশা ঘুচি তবে সুখ উপজিবে॥
বাশুলী এমন দশা কবে সে করিবে?
চণ্ডীদাসের মনোদুঃখ তবে সে ঘুচিবে॥

ধানশী।

কালি বলি কালা, গেল মধুপুরে,
সে কালের কত বাকি?
যৌবন সায়রে, (৩) সরিতেছে ভাঁটা,
তাহারে কেমনে রাখি?
জোয়ারের পানী, নারীর যৌবন,
গেলে না ফিরিবে আর?
জীবন থাকিলে, বঁধুরে পাইব,
যৌবন মিলন ভার॥
যৌবনের গাছে, না ফুটিতে ফুল,
ভ্রমরা উড়িয়া গেল।

(১) বদন। (২) হৃদয়।
(৩) সাগরে।

এ ভরা যৌবন, বিফলে গোঙাছ,
বঁধু ফিরে নাহি এল ॥
যাও সহচরি, জানিয়া আসহ,
বঁধুয়া আসে না আসে।
নিঠুরের পাশ, আমি যাই চলি,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

সিন্ধুড়া।

সখিরে, বরষ (১) বহিয়া গেল, বসন্ত আওল (২),
ফুটল মাধবী লতা।
কুহু কুহু করি, কোকিল কুহরে (৩),
গুঞ্জরে ভ্রমরী যতা (৪) ॥
আমার মাথার কেশ, সুচারু অঙ্গের বেশ,
পিয়া যদি মথুরা রহিল।
ইহ নব যৌবন, পরশ রতন-ধন,
কাচের সমান ভেল ॥
কোন্ সে নগরে, নাগর রহল,
নাগরী পাইয়া ভোর।
কোন গুণবতী, গুণেতে বেঁধেছে,
লুবধ ভ্রমর মোর ॥ (৫)

(১) বর্ষ, বৎসর। (২) আসিল।
(৩) কূজন করে, ডাকে। (৪) যত।
(৫) আমার লোভী ভ্রমর—প্রেমিক। লুবধ, লম্পট, লোভী।

যাও সহচরি, মথুরা মণ্ডলে,
বলিও আমার কথা।
পিয়া এই দেশে, আইসে না না আসে,
জানিয়া আইস হেথা॥
বিধুমুখী বোলে, সহচরী চলে,
নিদয় নিঠুর পাশ।
সহচরী সনে, ভণয়ে ভৎসয়ে,
কবি বড় চণ্ডীদাস॥

কানড়া।

সখি, কহবি কানুর পায়।
সে সুখ সায়র, দৈবে শুকায়ল (১),
তিয়াষে (২) পরাণ যায়॥
সখি, ধরবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া, বোল না তেজবি (৩),
মাগিয়া লইবি বর॥
সখি, যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে, করিনু ভাবনে (৪),
বিহি (৫) সে করল বাদ॥
সখি, হাম সে অবলা তায়।

(১) শুষ্ক হইল। (২) পিপাসায়।
(৩) কথা কহিতে ছাড়িও না। (৪) চিন্তন। (৫) বিধি।

বিরহ আগুণ, হৃদয়ে দ্বিগুণ, (১)
সহন নাহিক যায়।
সখি, বুঝিয়া কানুর মন।
যেমন করিলে, আইসে, করিবে, (২)
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ॥

(১) পাঠান্তর—"দহয়ে দ্বিগুণ"। প, ক, ত।
(২) পাঠান্তর—"আইসে সে জন"। প, ক, ত।

মাথুর।

ধানশী।

শ্যাম শুকপাখী, সুন্দর নিরখি,
রাই ধরিল নয়ান ফান্দে।
হৃদয় পিঞ্জরে, রাখিল সাদরে,
মনোহি শিকলে বান্ধি (১)॥
তারে প্রেম সুধা নিধি দিয়ে।
তারে পুষি পালি, ধরাইল বুলি,
ডাকিত রাধা বলিয়ে॥
এখন হয়ে অবিশ্বাসী, কাটিয়া আকুসি (২),
পলায়ে এসেচে পুরে (৩)।
সন্ধান করিতে, পাইনু শুনিতে,
কুবুজা (৪) রেখেছে ধরে।
চণ্ডীদাস দ্বিজে, তব তজবিজে (৫),
পেতে পারে কি না পারে॥

(১) তাহাকে হৃদয় পিঞ্জরে মন শিকলে বাঁধিয়া অতি আদর করিয়া রাখিল।

(২) শিকলের কড়া যাহা দ্বারা পাখীর পা আবদ্ধ রাখা হয়।

(৩) মথুরাপুরে। (৪) সাধারণী রসের পাত্রী। (৫) বিচারে।

শ্রীরাগ।

বিরহ কাতরা, বিনোদিনী রাই,
পরাণে বাঁচে না বাঁচে।
নিদান (১) দেখিয়া, আসিনু হেথায়,
কহিনু তোহারি (২) কাছে॥
যদি দেখিবে তোমার প্যারী (৩)।
চল এইক্ষণে, রাধার শপথ (৪),
আর না করিও দেরি॥
কালিন্দী পুলিনে (৫), কমলের শেজে,
রাখিয়া রাইয়ের দেহ।
কোন সখী অঙ্গে, লিখে শ্যাম নাম,
নিশ্বাস হেরয়ে কেহ॥
কেহ কহে তোর, বঁধুয়া আসিল,
সে কথা শুনিয়া কাণে।
মেলিয়া নয়ন, চৌদিশ নেহারে (৭),
দেখিয়া না সহে প্রাণে॥
যখন হইনু, যমুনা পার,
দেখিনু সখীরা মেলি।
যমুনার জলে, রাখে অন্তর্জলে,
রাই দেহ হরি বলি॥
দেখিতে যদ্যপি, সাধ থাকে তব,
ঝাট (৮) চল ব্রজে যাই।

---

(১) অবসান, অন্তিমকাল। (২) তোমার।
(৩) শ্রীরাধিকার অপর নাম। (৪) রাধার দিব্য।
(৫) কালিন্দী তীরে। (৬) কালিন্দী, যমুনা।
(৭) চৌদিকে তাকায়। (৮) শীঘ্র।

বলে চণ্ডীদাসে, বিলম্ব হইলে,
আর না দেখিবে রাই ॥

শ্রীরাগ।

ধিক্ ধিক্ ধিক্, তোরে রে কালিয়া,
কে তোরে কুবুদ্ধি দিল ?
কেবা সেধে ছিল, পিরীতি করিতে,
মনে যদি এত ছিল ?
ধিক্ ধিক্ বঁধু, লাজ নাহি বাস,
না জান লেহের (১) লেশ।
এক দেশে এলি, অনল জ্বালায়ে,
জ্বালাইতে আর দেশ ॥
অগাধ জলের, মকর যেমন,
না জানে মীঠ কি তীত। (২)
সুরস পায়স, চিনি পরিহরি,
চিটাতে আদর এত ?
চণ্ডীদাস ভণে, মনের বেদনে,
কহিতে পরাণ ফাটে।
তোমার সোণার প্রতিমা, ধূলায় গড়াগড়ি,
কুবুজা বসিল খাটে ॥

(১) পিরীতের, স্নেহের। (২) ঝাল।

সুহিনী।

হে কুবুজার বন্ধু।
পাসরেছ রাই মুখইন্দু॥ (১)
হে পাগধারী। (২)
পাসরেছ নবীন কিশোরী॥
রাই পাঠাল মোরে।
দাসখত (৩) দেখাবার তরে॥
যাতে মোরা আছি সাথী (৪)।
পদতলে নাম দিলে লেখি॥
তুমি ব্রজে যাবে যবে।
করতালি বাজাইব সবে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।
গালি দিব যত আছে মনে॥

সখীরা শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধিকার বন্ধু ভিন্ন জানিতেন না, মথুরাতে শ্রীকৃষ্ণ কুবুজাকে রাণী করিয়াছেন দেখিয়া সখীশ্লেষপূর্ব্বক "কুবুজার বন্ধু" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন।

(১) রাই মুখ চন্দ্রমা কি তোমার মনে নাই—ভুলিয়া গিয়াছ?

(২) মথুরাতে শ্রীকৃষ্ণ রাজবেশে রহিয়াছেন। সখীরা সে বেশ কখন দেখেন নাই, সেই জন্য ব্যঙ্গছলে সখী "পাগধারী" সম্বোধন করিতেছেন।

(৩) শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার নিকট দাসখত লিখিয়া দিয়াছিলেন।

(৪) সাক্ষী।

বেলাবলী।

রাইর দশা (১) সখীর মুখে।
শুনিয়া নাগর মনের দুখে॥
নয়নের জলে বহয়ে নদী।
চাহিতে চাহিতে হরল সুধী॥
অব্ (২) যতনে ধৈরজ ধরি।
বরজ গমন ইচ্ছিল হরি (৩)॥
আগে আগুয়ান করিয়া তার।
সখী পাঠাওল কহিয়া সার॥
এখনি আসিছি মথুরা হৈতে।
ইথে আন ভাব না ভাব চিতে।
অধিক উল্লাসে সখিনী ধায়।
বড়ু চণ্ডীদাস তাহাই গায়॥

ধানশী।

সই জানি কুদিন সু-দিন ভেল (৪)।
মাধব মন্দিরে, তুরিতে (৫) আওব,
কপাল কহিয়া গেল॥ ধ্রু
চিকুর ফুরিছে, বসন খসিছে,
পুলক যৌবন ভার।

---

(১) অবস্থা।
(২) পাঠান্তর—"অনেক"। প, ক, ল।
(৩) হরি ব্রজে যাইতে ইচ্ছা করিলেন।
(৪) হইল। (৫) শীঘ্র।

বাম অঙ্গ আঁখি, সঘনে নাচিছে, (১)
দুলিছে হিয়ায় হার॥
প্রভাত সময়ে, কাক কোলাকুলি,
আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার, নাম সুধাইতে (২),
উড়িয়া বসিল তায়॥
মুখের তাম্বুল, খসিয়া পড়িছে,
দেবের মাথার ফুল।
চণ্ডীদাস কহে, সব সুলক্ষণ,
বিহি ভেল অনুকূল॥ (৩)

(১) স্ত্রীলোকের বাম অঙ্গ ও বাম আঁখি নৃত্য করা শুভ লক্ষণ।
(২) জিজ্ঞাসা করিতে। (৩) বিধি অনুকূল হইল।

ভাব সম্মিলন।

বেলাবলী।

নন্দের নন্দন চতুর কান (১)।
মিলিল আসিয়া হৃদয়ে জান॥
যাহার যেমত পিরীতি গাঢ়া (২)।
তাহারে তেমতি করিলা বাঢ়া॥
মথুরা হৈতে এখনি হরি।
আইল বলিয়া শবদ করি॥
আপন ঘরে আপনি গেলা।
পিতা মাতা জনু (৩) পরাণ পাইলা॥
কোলেত করিয়া নয়ান জলে।
সেচন করিয়া কাঁদিয়া বলে॥
আর দূর দেশে না যাবে তুমি।
বাহির আর না করিব আমি॥ (৪)
এত বলি কত দেওল চুম্ব (৫)।
বারে বারে দেখে মুখারবিন্দ॥
ঐছন মিলল সকল সখা।
আর কত জন কে করু লেখা॥ (৬)

ভাব সম্মিলন—বিচ্ছেদান্তে মিলন।

(১) কানাই। (২) গাঢ়। (৩) যেন।

(৪) 'পাঠান্তর—"মরিব তবে এবারে আমি"। পদামৃত সমুদ্র।

(৫) চুম্বন। (৬) আর কত জন কে তাহার সংখ্যা করে।

খাওয়াইয়া পিয়াইয়া শোয়াল ঘরে।
ঘুমাক বলিয়া যতন করে॥
তখন বুঝিয়া সময় পুন।
আওল যমুনা তীরক বন॥ (১)
রাইয়ের নিকটে পাঠাইলা দূতী।
বড়ু চণ্ডীদাস কহয়ে সতি॥

সুহই।

শতেক বরষ পরে, বঁধুয়া মিলল ঘরে,
রাধিকার অন্তরে উল্লাস।
হারানিধি পাইনু বলি, লইয়া হৃদয়ে তুলি,
রাখিতে না সহে অবকাশ॥
মিলল দুহুঁ তনু কিবা অপরূপ!
চকোর পাইল চাঁদ, পাতিয়া পিরীতি ফাঁদ,
কমলিনী পাওল মধুপ॥
রস ভরে দুহুঁ তনু, থর থর কাঁপই,
ঝাঁপই দুহুঁ দোহা আবেশে ভোর।
দুহুঁক মিলনে আজি, নিভাওল আনল,
পাওল বিরহক ওর॥ (২)
রতন পালঙ্ক পর, বৈঠল (৩) দুহুঁ জন,
দুহুঁ মুখ হেরই দুহুঁ আনন্দে।
হরষ সলিল ভরে, হেরই না পারই,
অনিমিখে রহল ধন্দে॥

---

(১) পদামৃত সমুদ্র।
(২) বিরহ দূরে গেল। (৩) বসিল।

আজি মলয়ানীল, মৃদু মৃদু বহত,
নিরমল চাঁদ প্রকাশ। (১)
ভাব ভরে গদগদ, চামর ঢুলায়ত,
পাশে রহি চণ্ডীদাস॥

সুহই।

শুন শুন হে রসিক রায়।
তোমারে ছাড়িয়া, যে সুখে আছিনু,
নিবেদি (২) যে তুয়া পায়॥
না জানি কি ক্ষণে, কুমতি হইল,
গৌরবে ভরিয়া গেনু।
তোমা হেন বঁধু, হেলায়ে হারায়ে,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মনু॥
জনম অবধি, মায়ের সোহাগে,
সোহাগিনী বড় আমি।
প্রিয় সখীগণ, দেখে প্রাণসম,
পরাণ বঁধুয়া তুমি॥
সখীগণে কহে, শ্যাম সোহাগিনী,
গরবে ভরয়ে দে (৩)।
হামারি গৌরব (৪), তুহুঁ বাঢ়ায়লি,
অব্ টুটায়ব কে! (৫)

---

(১) এত দিন শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন হেতু মলয়ানীল বহে নাই এবং নির্ম্মল উদয় হয় নাই আজ তাঁহার আগমনে যেন মলয়ানীল মৃদু মৃদু বহিতেছে এবং চন্দ্র উদয় হইয়াছে।

(২) নিবেদন করি। (৩) দেহ। (৪) ম

(৫) আমার সম্মান তুমিই বাড়াইয়াছ, কে এখন তাহা লাঘব করিতে সক্ষ

তোহারি (১), গরবিনী হাম,
গরবে ভরল বুক।
চণ্ডীদাস কহে, এমতি নহিলে,
পিরীতি কিসের সুখ?

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে, জীবনে মরণে,
প্রাণ বন্ধু হইও তুমি।
অনেক পুণ্যফলে, গৌরী আরাধিয়ে (২),
পেয়েছি কামনা করি।
না জানি কি ক্ষণে, দেখা তব সনে,
তেঞি সে পরাণে মরি॥
বড় শুভ ক্ষণে, তোমা হেন ধনে,
বিধি মিলাওল (৩) আনি।
পরাণ হইতে, শত শত গুণে,
অধিক করিয়া মানি॥
গুরু গরবেতে, তারা বলে কত,
সে সব গরল বাসি।
তোমার কারণে, গোকুল নগরে,
দুকুল হইল হাসি॥

---

(১) বিভিন্ন পাঠ—"তোহারি গরবে"। প, ক, ল।
(২) ভগবতী আরাধনা করিয়া। (৩) মিলাইল।

চণ্ডীদাস বলে, শুনহ নাগর,
রাধার মিনতি রাখ।
পিরীতি রসের, চূড়ামণি হয়ে,
সদাই অন্তরে থাক॥

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি!
মরণে জীবনে, জনমে জনমে,
প্রাণনাথ হৈয় তুমি॥
তোমার চরণে, আমার পরাণে,
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি॥
সব সমর্পিয়া, এক মন হৈয়া,
নিশ্চয় হইলাম দাসী (১)॥
ভাবিয়াছিলাম, এ তিন ভুবনে,
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ, সুধাইতে নাই,
দাঁড়াব কাহার কাছে?
একুলে ওকুলে, দুকুলে গোকুলে,
আপনা বলিব কায়?
শীতল বলিয়া, শরণ লইনু,
ও দুটি কমল পায়॥

---

(১) পাঠান্তর—"জাতি কুলশীল, সকল মজাঞা,
হইনু তোমার দাসী।" প্রা, কা, সং।

ভাব সম্মিলন।

না ঠেলহ ছলে, অবলা অখলে,
যে হয় উচিত তোর (১)।
ভাবিয়া দেখিনু, প্রাণনাথ বিনে,
গতি যে নাহিক মোর (২)।
আঁখির নিমিখে, যদি নাহি দেখি,
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে, পরশ রতন,
গলায় গাঁথিয়া পরি (৩)॥

সুহই।

শুনহে চিকণ কালা!
বলিব কি আর, চরণে তোমার,
অবলার যত জ্বালা॥
চরণ থাকিতে, না পারি চলিতে,
সদাই পরের বশ।
যদি কোন ছলে, তব কাছে এলে,
লোকে করে অপযশ॥

(১) পাঠান্তর—"অবলা অখলে, না ঠেল চরণে,
ত্রুটির নাহিক ওর।" প্রা, কা, সং।
বিভিন্ন পাঠ—"না ঠেল না ঠেল ছলে, অবলা অখলে,
যে হয় উচিত তোর॥" প, ক, ল।
(২) বিভিন্ন পাঠ—"অবলার ত্রুটি, যদি হয় কোটি,
ক্ষমিতে উচিত তোর॥" প্রা, কা, সং।
(৩) পাঠান্তর—"গলায় বসন, করি নিবেদন, শুনহে রসিক রায়।
চণ্ডীদাস কহে, অনুগত জনে, ছাড়িতে উচিত নয়॥" ঐ

রমন থাকিতে, না পারি বলিতে,
তেঞি সে অবলা নাম।
নয়ন থাকিতে, সদা দরশন,
না পেলেম নবীন শ্যাম॥
অবলার যত দুখ, প্রাণনাথ!
সব থাকে, মনে মনে।
চণ্ডীদাস কয়, রসিক যে হয়,
সেই সে বেদনা জানে॥

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি!
যে মোর ভরম, ধরম করম,
সকলি জানহে তুমি॥
যে তোর করুণা, না জানি আপনা,
আনন্দে ভাসি যে নিতি।
তোমার আদরে, সবে স্নেহ করে,
বুঝিতে না পারি রীতি॥
মায়ের যেমন, বাপার তেমন,
তেমতি বরজপুরে।
সখীরি আদরে, পরাণ বিদরে,
সে সব গোচর তোরে॥
সতী বা অসতী, তোহে মোর মতি,
তোহারি আনন্দে ভাসি।

তোমারি বচন, সালঙ্কার মোর,
ভূষণে ভূষণ বাসি (১)॥
চণ্ডীদাসে বলে, শুনহ সকলে,
বিনয় বচন সার।
বিনয় করিয়া, বচন কহিলে,
তুলনা নাহিক তার॥

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব তোরে!
অলপ বয়সে, পিরীতি করিয়া,
রহিতে না দিলি ঘরে।
কামনা করিয়া, সাগরে মরিব,
সাধিব মনেরি সাধা।
মরিয়া হইব, শ্রীনন্দের নন্দন,
তোমারে করিব রাধা॥
পিরীতি করিয়া, ছাড়িয়া যাইব,
রহিব কদম্ব তলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া, মুরলী বাজাব,
যখন যাইবে জলে॥
মুরলী শুনিয়া, মোহিত হইবা,
সহজ কুলের বালা।

(১) শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিপাদিত অর্থ এইরূপ—তোমার সালঙ্কার বচনই আমার অঙ্গরাগ জন্য ভূষণ স্বরূপ; আমি অন্য অলঙ্কার চাহি না।

চণ্ডীদাস কয়, তখনি জানিবে,
পিরীতি কেমন জ্বালা॥

সুহই।

শুন সুনাগর, করি জোড় কর,
এক নিবেদিয়ে বাণী।
এই কর মেনে, ভাঙ্গে নাহি জেনে,
নবীন পিরীতি খানি॥
কুল শীল জাতি, ছাড়ি নিজ পতি,
কালি দিয়ে দুই কুলে।
এ নব যৌবন, পরশ রতন,
সঁপেছি চরণ তলে॥
তিনহি আখর (১), করিয়ে আদর,
শিরেতে লয়েছি আমি।
অবলার আশ, না কর নৈরাশ,
সদাই পুরিবে (২) তুমি॥
তুমি রসরাজ, রসের সমাজ,
কি আর বলিব আমি।
চণ্ডীদাস কহে, জনমে জনমে,
বিমুখ না হোয় তুমি॥

পিরীতি। (২) পুরাইবে।—পাঠান্তর।

সুহই।

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ!
দেহ মন আদি, তোহারে সঁপেছি (১),
কুল শীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া,
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা,
না জানি ভজন পূজন॥
পিরীতি রসেতে, ঢালি তনু মন,
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি,
মন নাহি আন ভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে,
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার,
গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য সম,
তোহারি চরণখানি॥

(১) তোমাকে সমর্পণ করিয়াছি।

সুহই।

(শ্রীকৃষ্ণের উত্তর।)

রাই ! তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে, রসতত্ত্ব লাগি,
গোকুলে আমার স্থিতি ॥
নিশি দিশি সদা, বসি আলাপনে,
মুরলী লইয়া করে।
যমুনা সিনানে, তোমার কারণে,
বসি থাকি তার তীরে ॥
তোমার রূপের, মাধুরী দেখিতে,
কদম্বতলাতে থাকি।
শুনহ কিশোরি, চারি দিক হেরি,
যেমত চাতক পাখী ॥
তবরূপ গুণ, মধুর মাধুরী,
সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান, সদা করি গান,
তব প্রেমে হৈয়া ভোর ॥
চণ্ডীদাস কয়, ঐছন পিরীতি,
জগতে আর কি হয় ?
এমত পিরীতি, না দেখি কখন,
কখন হবার নয় ॥

সুহই।

(শ্রীরাধিকার উক্তি)

অনেক সাধের, পরাণ বঁধুয়া,
নয়ানে লুকায়ে থোব।
প্রেম চিন্তামণির, শোভা গাঁথিয়া,
হিয়ার মাঝারে লব॥
তুমি হেন ধন, দিয়াছি যৌবন,
কিনেছি বিশাখা জানে।
কিনা ধনে আর, অধিকার কার,
এ বড় গৌরব মনে॥
বাড়িতে বাড়িতে, ফল না বাড়িতে,
গগণে চড়ালে মোরে।
গগণে হইতে, ভূমে না ফেলাও,
এই নিবেদন তোরে॥
এই নিবেদন, গলায় বসন,
দিয়া কহি শ্যাম পায়॥
চণ্ডীদাস কয়, জীবনে মরণে,
না ঠেলিবে রাঙ্গা পায়॥

সুহই।

বঁধু হে নয়নে লুকায়ে থোব।
প্রেম চিন্তামণি, রসেতে গাঁথিয়া,
হৃদয়ে তুলিয়া লব॥
শিশু কাল হৈতে, আন নাহি চিতে,
ও পদ করেছি সার।

ধন জন মন, জীবন যৌবন,
তুমি সে গলার হার ॥
শয়নে স্বপনে, নিদ্রা জাগরণে,
কভু না পাসরি তোমা।
অবলার ত্রুটি, হয় শত কোটি,
সকলি করিবে ক্ষমা ॥
না ঠেলিও বলে, অবলা অখলে,
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলাম, তোমা বঁধু বিনে,
আর কেহ নাহি মোর ॥
তিলে আঁখি আড়, করিতে না পারি,
তবে যে মরি আমি।
চণ্ডীদাস ভণে, অনুগত জনে,
দয়া না ছাড়িও তুমি ॥

সুহই।

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

আর এক বাণী, শুন বিনোদিনি,
দয়া না ছাড়িও মোরে।
ভজন সাধন, কিছুই না জানি,
সদাই ভাবিহে তোরে ॥
ভজন সাধন, করে যেই জন,
তাহারে সদয় বিধি।

আমার ভজন, তোমার চরণ,
তুমি রসময়ী নিধি ॥
ধাওত পিরীতি, মদন বেয়াধি,
তনু মন হলো ভোর।
সকল ছাড়িয়া, তোমারে ভজিয়া,
এই দশা হৈল মোর ॥
নব সন্নিপাতি, দারুণ বেয়াধি,
পরাণে মরিলাম আমি।
রসের সায়রে, ডুবায়ে আমারে,
অমর করহ তুমি ॥
যেবা কিছু আমি, সব জান তুমি,
তোমার আদেশ সার।
তোমারে ভজিয়া, নায়ে কড়ি দিয়া,
ডুবে কি হইব পার ॥
বিপদ পাথার, না জানি সাঁতার,
সম্পত্তি নাহিক মোর।
বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,
যে হয় উচিত তোর ॥

ভূপালী।

(শ্রীরাধিকার উক্তি।)

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে ॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে ॥

দুখিনীর দিন দুঃখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল ?
এ সব দুঃখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥
এ সব দুঃখ গেল হে দূরে।
হারাণ রতন পাইলাম কোরে॥
এখন কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥
মলয় পবন বহুক মন্দ (১)।
গগণে উদয় হউক চন্দ (২)॥
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে।
দুঃখ দূরে গেল সুখ বিলাসে॥

সুহই।

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।)

জপিতে তোমার নাম, বংশীধারি অনুপম (১),
তোমার বরণের পরি বাস।
তুয়া প্রেম সাধি গোরি, আইনু গোকুলপুরী,
বরজ মণ্ডলে পরকাশ॥
ধনি তোমার মহিমা জানে কে।
অবিরাম যুগ শত, গুণ গাই অবিরত,
গাহিয়া করিতে নারি শেষ॥

---

(১) মলয় পবন ধীরে ধীরে বহুক। (২) চাঁদ।
(৩) অতুল্য।

ভাব সম্মিলন।

গঞ্জন বচন তোর, শুনি সুখে নাহি ওর,
সুধাময় লাগয়ে মরমে।
তরল কমল আঁখি, তেরছ নয়নে দেখি,
বিকাইনু জনমে জনমে॥
তোমা বিনু যেবা যত, পিরীতি করিনু কত,
সে পিরীতে না পুরল আশ।
তোমার পিরীতি বিনু, স্বতন্ত্র না হইল তনু,
অনুভবে কহে চণ্ডীদাস॥

সুহই।

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।)

শ্যাম সুন্দর, স্মরণ আমার,
শ্যাম শ্যাম সদা সার।
শ্যাম সে জীবন, শ্যাম প্রাণধন,
শ্যাম সে গলার হার॥
শ্যাম সে বেশর, শ্যাম বেশ মোর,
শ্যাম শাড়ী পরি সদা।
শ্যাম তনু মন, ভজন পূজন,
শ্যাম দাসী হলো রাধা॥
শ্যাম ধন বল, শ্যাম জাতি কুল,
শ্যাম সে সুখের নিধি।
শ্যাম হেন ধন, অমূল্য রতন,
ভাগ্যে মিলাইল বিধি॥
কোকিল ভ্রমর, করে পঞ্চস্বর,
বঁধুয়া পেয়েছি কোলে।

হিয়ার মাঝারে, রাখিহ শ্যামেরে,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে॥

সুহই।

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।)

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী হইল সারা (১)।
কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন,
কিশোরী নয়ানতারা॥
গৃহ মাঝে রাধা, কাননেতে রাধা,
রাধাময় সব দেখি।
শয়নেতে রাধা, গমনেতে রাধা,
রাধাময় হলো আঁখি॥
স্নেহেতে রাধিকা, প্রেমেতে রাধিকা,
রাধিকা আরতি পাশে।
রাধারে ভজিয়া, রাধাবল্লভ নাম,
পেয়েছি অনেক আশে॥
শ্যামের বচন, মাধুরী শুনিয়া,
প্রেমানন্দে ভাসে রাধা।
চণ্ডীদাস কহে, দোঁহার পিরীতি,
পরাণে পরাণ বাঁধা॥

(১) সার।

কল্যাণী ॥

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী নয়ান তারা।
কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন,
কিশোরী গলার হারা॥
রাধে! ভিন (১) না ভাবিহ তুমি।
সব তেয়াগিয়া, ও রাঙ্গা চরণে,
শরণ লইনু আমি॥
শয়নে স্বপনে, ঘুমে জাগরণে,
কভু না পাসরি তোমা।
তুয়া পদাশ্রিত, করিয়ে মিনতি,
সকলি করিবা ক্ষমা॥
গলায় বসন, আর নিবেদন,
বলি যে তুঁহারি ঠাঁই। (২)
চণ্ডীদাসে ভণে, ও রাঙ্গা চরণে,
দয়া না ছাড়িও রাই॥

(১) ভিন্ন, পৃথক। (২) তোমার নিকটে বলি

রাগাত্মিক পদ

নিত্যের আদেশে, বাশুলী চলিল,
সহজ জানাবার তরে
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, নান্নুর গ্রামেতে
প্রবেশ যাইয়া করে॥
বাশুলী আসিয়া, চাপড় মারিয়া,
চণ্ডীদাসে কিছু কয়।
সহজ ভজন, করহ যাজন,
ইহা ছাড়া কিছু নয়॥
ছাড়ি জপতপ, করহ আরোপ,
একতা করিয়া মনে।
যাহা কহি আমি, তাহা শুন তুমি,
শুনহ চৌষট্টি সনে॥
বসুতে গৃহেতে, করিয়া একত্রে,
ভজহ তাহারে নিতি।
বাণের সহিতে, সদাই যজিতে,
সহজের এই রীতি॥
দক্ষিণ দেশেতে, না যাবে কদাচিতে,
যাইলে প্রমাদ হবে।

রসিক ভক্তগণের সাধন প্রণালীর নাম "রাগাত্মিক।"
রসিক ভক্তেরা "রাগানুগ" ভক্ত।

(১) বসু শব্দে পৃথ্বী কহি একুল আকার।
আছে সে গুহ্য দেশে প্রকৃতি সবার॥
গৃহ শব্দে আলয় কহি পুরুষের অঙ্গ।
বসতে গৃহেতে যুক্ত করি পঞ্চবাণ সঙ্গ॥

রাগাত্মিক।

এই কথা মনে, ভাব রাত্রি দিনে,
আনন্দে থাকিবে তবে॥
রতি পরকীয়া, যাহারে কহিয়া,
সেই সে আরোপ সার।
ভজন তোমারি, রজক ঝিয়ারি,
রামিনী নাম যাহার॥
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে,
শুনহ দ্বিজের সুত।
একথা লবে না, না জানে যে জনা,
সেই সে কলির ভূত॥

শুন রজকিনি রামি!
ও দুটি চরণ, শীতল জানিয়া,
শরণ লইনু আমি॥

এই স্থানে আছে ধন যদি দক্ষিণে খোদিবে।
ভীমরুল বরুল উঠিবে ধন নাহি পাবে॥
*　　*　　*　　*
*　　*　　*　　*
দক্ষিণে খোদিবে যদি শুন মহাশয়।
কৃষ্ণ অনুরাগ হীন নরক নিশ্চয়॥
দক্ষিণের নায়ক যেই স্বসুখ সহিতে।
ভীমরুল আদিপুত্র কন্যা উঠিবে তাহাতে।
তাহার সহিত যজি কৃষ্ণ প্রাপ্তি নয়।
বিবাহ করিতে মানা বাশুলী কহয়॥"

বিবর্ত্ত বিলাস—চতুর্থ বিলাস।

তুমি বেদ বাগিনী, হরের ঘরণী,
তুমি সে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে, ত্রিসন্ধ্যা যাজনে,
তুমি সে গলায় হারা॥
রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ,
কাম গন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম,
বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥

এক নিবেদন, করি পুনঃপুন,
শুন রজকিনি রামি।
যুগল চরণ, শীতল দেখিয়া,
শরণ লইলাম আমি॥
রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ,
কাম গন্ধ নাহি তায়।
না দেখিলে মন, করে উচাটন,
দেখিলে পরাণ জুড়ায়॥
তুমি রজকিনী, আমার রমণী,
তুমি হও মাতৃ পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন, তোমারি ভজন,
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥
তুমি বাগবাদিনী, হরের ঘরণী,
তুমি সে গলার হারা।
তুমি স্বর্গ মর্ত্ত, পাতাল পর্ব্বত,
তুমি সে নয়ানের তারা॥

রাগাত্মিক।

তোমা বিনা মোর, সকল আঁধার,
দেখিলে জুড়ায় আঁখি।
যে দিনে না দেখি, ও চাঁদ বদন,
মরমে মরিয়া থাকি। (১)
ওরূপ মাধুরী, পাসরিতে না পারি,
কি দিয়ে করিব বশ।
তুমি সে তন্ত্র, তুমি সে মন্ত্র,
তুমি উপাসনা রস॥
ভেবে দেখ মনে, এ তিন ভুবনে,
কে আছে আমার আর।
বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,
ধোপানী চরণ সার॥

পুন আর বার, আসি তরাতর,
রামিনী জগতমাতা।
ধরিয়া রামিনী, কহিছেন বাণী,
শুনহ আমার কথা॥
যাহা কহি বাণী, শুনহ রামিনি,
এ কথা ভুবন পার।
পরকিয়া রতি, করহ আরতি,
সেই সে ভজন সার॥
চণ্ডীদাস নামে, আছে এক জন,
তাহারে আরোপ কর॥

(১) অপর একখানি হস্ত লিখিত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

অবশ্য করিলে, নিত্যধাম পাবে,
আমার বচন ধর॥
নেত্রে বেদ দিয়া, (১) সদাই ভজিবা,
আনন্দে থাকিবা তবে।
সমুদ্র (২) ছাড়িয়া, নরকে যাইবা,
ভজন নাহিক হবে॥
আর তিন দিয়া, বেদে মিশাইয়া, (৩)
সতত তাহাই যজ।
নিত্য এক মনে, ভাব রাত্রি দিনে,
মম পদ সদাভজ॥
ব্যভিচারী হইলে, প্রাপ্তি নাহি মিলে,
নরকে যাইবে তবে।
রতি স্থির মনে, ভাব রাত্রি দিনে,
সহজ পাইবে তবে॥

"নেত্রে বেদ দিয়া" ইত্যাদি—রাধাকৃষ্ণ প্রীতি দিয়া সদাই ভজন করিলে আ
থাকিবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১০ম অধ্যায়ে ভগ
এই প্রকার উক্তি আছে, যথা—
"তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপয়ান্তি তে॥
"নেত্র"—(তিন), পিরীতি।
"বেদ"—(চারি), রাধাকৃষ্ণ।
"সমুদ্র ছাড়িয়া নরকে যাইবা" ইত্যাদি—ঐ রাধাকৃষ্ণ প্রীতি যদি ত্যাগ কর
নরকে যাইতে হইবে।
"সমুদ্র"—(সাত), রাধাকৃষ্ণ পিরীতি।
"আর তিন দিয়া বেদে মিশাইয়া" ইত্যাদি—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে সদাই ভজনা কর
"তিন"—রমণ। }
"বেদ"—(চারি), বৃন্দাবন। } শ্রীকৃষ্ণ।

আর এক বাণী, শুনহ রামিনি,
এ কথা রাখিও মনে।
বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,
এ কথা প্যুছে কেহ শুনে॥

কহিছে রজকিনী রামী, শুন চণ্ডীদাস তুমি,
নিশ্চয় মরম কহি জানে।
বাশুলী কহিছে যাহা, সত্য করি মান তাহা,
বস্তু আছে দেহ বর্ত্তমানে॥
আমি ত আশ্রয় হই, বিষয় তোমারে কই,
রমণ কালেতে গুরু তুমি।
আমার স্বভাব মন, তোমার রতি ধ্যান,
তেঞি সে তোমায় গুরু করি মানি॥
সহজ মানুষ হব, রসিক নগরে যাব,
থাকিব প্রণয় রস ঘরে।
শ্রীরাধিকা হবে রাজা, হইব তাহার প্রজা,
ডুবিব রসের সরোবরে॥
সেই সরোবরে গিয়া, মন পদ্ম প্রকাশিয়া,
হংস প্রায় হইয়া রহিব।
শ্রীরাধা মাধব সঙ্গে, আনন্দ কৌতুক রঙ্গে,
জনমে মরণে তুয়া পাব॥
শুন চণ্ডীদাস প্রভু, ভজন না হয় কভু,
মনের বিকার ধর্ম্ম জানে।
সাধন শৃঙ্গার রস, ইহাতে হইবে বশ,
বস্তু আছে দেহ বর্ত্তমানে॥

চণ্ডীদাসে কহে তুমি সে গুরু।
তুমি সে আমার কল্পতরু॥
যে প্রেম রতন কহিলে মোরে।
কি ধন রতনে তুষিব তোরে॥
ধন জন দারা সোঁপিনু তোরে।
দয়া না ছাড়িও কখন মোরে॥
ধরম করম কিছু নাহি জানি।
কেবল তোমার চরণ মানি॥
এক নিবেদন তোমারে কব।
মরিয়া দোঁহেতে কি রূপ হব॥
বাশুলী কহিছে কহিব কি।
মরিয়া হইবে রজক ঝি॥
পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে।
এক দেহ হয়ে নিত্যতে যাবে॥
চণ্ডীদাস প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা।
বাশুলী চলিয়া নিত্যতে গেলা॥

চণ্ডীদাস কহে শুনহ মাতা।
কহিলে আমারে সাধন কথা॥
সাতালী উপরে তিনের স্থিতি।
সে তিন রহয়ে কাহার গতি॥
এ তিন দুয়ারে কি বীজ হয়।
কি বীজ সাধিয়া সাধক কয়॥
রতির আকৃতি বলিয়ে যারে।
রসের প্রকার কহিবে মোরে॥

কি বীজ সাধিলে সাধিব রতি।
কি বীজ ভজিলে রসের গতি॥
সামান্য রতিতে বিশেষ সাধে।
সামান্য সাধিতে বিশেষ বাধে॥

"সাতশী"—পঞ্চবাণ, অর্থাৎ মদন, মাদন, শোষণ, উন্মাদন ও স্তম্ভন।
পঞ্চপ্রাণ, অর্থাৎ প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান।
পঞ্চভূত, অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুত, ব্যোম।
পঞ্চভাব, অর্থাৎ সান্ত, দাস্য, সৌখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্য।
পঞ্চগুণ, অর্থাৎ শব্দ, গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ।
দশ ইন্দ্রিয়।
দশ দিক।
দশ দশা। যথা—

"চিন্তাত্র জাগরুদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রমাদো ব্যাধিরুন্মাদো মোহ মৃত্যু দর্শাদশঃ॥

নবধাঙ্গ ভক্তি ও আত্মভাব, এই দশ। যথা—
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, অর্চ্চন, বন্দন, পদসেবন, দাস্য, সৌখ্য, নিবেদন এবং স্বীয় ভাব।
অষ্টদিক। যথা—
উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, নৈঋত, বায়ু, অগ্নি ও ঈশান।
অষ্টকাল। যথা—
প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, অপরাহ্ন, প্রদোষ, মধ্যরাত্রি, নিশান্তক।
এবং ছয় রিপু।

সাতাশী উপর "তিন"—(রতি) সামর্থা, সাধারণী ও সামঞ্জসা।
"প্রতি"—অধিকার।
"সামর্থা"—শ্রীরাধিকা ও গোপীগণ।
"সাধারণী"—কুব্জা ও কুব্জিকাগণ।
"সামঞ্জসা"—রুক্মিণী প্রভৃতি।

সামান্য বিশেষ একতা রতি।
এ কথা শুনিয়া সন্দেহ মতি॥
সামান্য রতিতে কি বীজ হয়।
বিশেষ রতিতে কি বীজ কয়॥
সামান্য রসকে কি রস যজে।
কি বীজ প্রকারে বিশেষ মজে॥
তিনটি দুয়ারে থাকয়ে যে।
সেই তিন জন নিত্যের কে॥
চণ্ডীদাস কহে কহবে মোরে।
বাশুলী কহিছে কহিব তোরে॥

এ দেহে সে দেহে একই রূপ।
তবে সে জানিবে রসেরই কূপ॥
এ বীজে সে বীজে একতা হবে।
তবে সে প্রেমের সন্ধান পাবে॥
সে বীজ যজিয়ে এ বীজ ভজে।
সেই সে প্রেমের সাগরে মজে॥
রতিতে রসেতে একতা করি।
সাধিবে সাধক বিচার করি॥
বিশুদ্ধ রতিতে বিশুদ্ধ রস।
তাহাতে কিশোরা কিশোরী বশ॥
বিশুদ্ধ রতিতে করণ কি।
সাধহ সতত রজক ঝি॥
সাতাশী উপরে তাহার ঘর।
তিনটি দুয়ার তাহার পর॥

বীজে মিশাইয়া রামিনী যজ।
রসিক মণ্ডলে সতত ভজ॥
বিশুদ্ধ রতিতে বিকার পাবে।
সাধিতে নারিলে নরকে যাবে॥
বাশুলী কহয়ে এই সে হয়।
চণ্ডীদাস কহে অন্যথা নয়॥

বাশুলী কহিছে শুনহ দ্বিজ।
কহিব তোমারে সাধন বীজ॥
প্রথম (১) দুয়ারে মদের গতি।
দ্বিতীয় (২) দুয়ারে আসক স্থিতি॥
তৃতীয় (৩) দুয়ারে কন্দর্প রয়।
কন্দর্প রূপেতে শ্রীকৃষ্ণ কয়॥
আসক রূপেতে শ্রীরাধা কই।
মদরূপ ধরি আমি সে হই॥
সাতাশী আথরে সাধিবে তিনে (৪)।
একত্র করিয়া আপন মনে॥
রতির আকৃতি আসকে রয়।
রসের আকৃতি কন্দর্প হয়॥
তিনটি (৫) আথরে রতিকে যজি।
পঞ্চম আথরে (৬) বাণকে (৭) ভজি॥

---

(১) "প্রথম দুয়ারে"—সামর্থা।
(২) "দ্বিতীয় দুয়ারে" সাধারণী।
(৩) "তৃতীয় দুয়ারে"—সামঞ্জসা।
(৪) "তিন"—পিরীতি।
(৫) "তিনটী আথর"—কন্দর্প।
(৬) "পঞ্চম আথর"—শান্ত, দাস্ত, সৌখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য।
(৭) "বাণ"—মদন।

দ্বিতীয় (১) আসকে সামান্ত রতি।
তবে সে পাইবে বিশেষ স্থিতি ॥
চতুর্থ (২) আথর সামান্ত রস।
তাহাতে কিশোরা কিশোরী বশ ॥
বাশুলী কহয়ে এই সে সার।
এ রস সমুদ্র বেদান্ত পার ॥

স্বরূপে আরোপ যার, রসিক নাগর তার,
প্রাপ্তি হবে মদন মোহন।
গ্রাম্য দেব বাশুলীরে, জিজ্ঞাসগে কর যোড়ে,
রামী কহে শৃঙ্গার সাধন ॥
চণ্ডীদাস কর যোড়ে, বাশুলীর পায় ধরে,
মিনতি করিয়া পুছে বাণী।
শুন মাতা ধর্ম্মমতি বাউল (৩) হইনু অতি,
কেমনে সুবুদ্ধি হবে প্রাণী ॥
হাসিয়ে বাশুলী কয়, শুন চণ্ডী মহাশয়,
আমি থাকি রসিক নগরে।
সে গ্রাম দেবতা আমি, ইহা জানে রজকিনী,
জিজ্ঞাসগে যতনে তাহারে ॥
সে দেশের রজকিনী, হয় রসের অধিকারী,
রাধিকা স্বরূপ তার প্রাণ।
তুমি ত রমণের গুরু, সেহ রসের কল্পতরু,
তার সনে দাস অভিমান ॥

---

(১) "দ্বিতীয় আসক"—রাগাত্মিক ও রাগানুগা।
(২) "চতুর্থ আথর"—রস ও রতি।
(৩) ক্ষিপ্ত—ব্যাকুল।

চণ্ডীদাস কহে মাতা, কহিলে সাধন কথা,
রামী সত্য প্রাণপ্রিয়া হৈল।
নিশ্চয় সাধন গুরু, সেহ রসের কল্পতরু,
তার প্রেমে চণ্ডীদাস মৈল॥

এই সে রস নিগূঢ় ধন্ধ।
ব্রজ বিনা ইহা না জানে অন্ধ॥
দুই রসিক হইলে জানে।
সেই ধন সদা যতনে আনে॥
নয়নে নয়নে রাখিবে পিরীতি।
রাগের উদয় এই সে রীতি॥
রাগের উদয় বসতি কোথা।
মদন মাদন শোষণ যথা॥
মদন বৈসে বাম নয়নে।
মাদন বৈসে দক্ষিণ কোণে॥
শোষণ বাণেতে উপানে চাই।
মোহন কুচেতে ধরয়ে তাই॥
স্তম্ভন শৃঙ্গারে সদাই স্থিতি।
চণ্ডীদাসে কহে রসের রতি॥

কাম আর মদন দুই প্রকৃতি পুরুষ।
তাহার পিতার পিতা সহজ মানুষ॥
তাহা দেখ দূর নহে আছয়ে নিকটে।
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে তেঁহ রহে চিত্রপটে॥

সর্পের মস্তকে যদি রহে পঞ্চমণি।
কীটের স্বভাব দোষে তাহে নহে ধনী॥
গোরোচনা জন্মে দেখ গাভীর ভাণ্ডারে।
তাহার যতেক মূল্য সে জানিতে নারে॥
সুন্দর শরীরে হয় কৈতবের (১) বিন্দু।
কৈতব হইলে হয় গরলের সিন্ধু॥
অকৈতবের বৃক্ষ যদি রহে এক ঠাঁই।
নাড়িলে বৃক্ষের মূল ফল নাহি পাই॥
নিদ্রার আবেশে দেখ কপাল পানে চেয়ে
চিত্র পটে নৃত্য করে তার নাম মেয়ে॥
নিশি যোগে শুক সারী যেই কথা কয়।
ণ্ডীদাস কহে কিছু বাশুলী কৃপায়॥

শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে?
সব রস সার শৃঙ্গার এ॥
শৃঙ্গার রসের মরম বুঝে।
মরম বুঝিয়া ধরম যজে॥
রসিক ভকত শৃঙ্গারে মরা।
সকল রসের শৃঙ্গার সারা॥
কিশোরা কিশোরী দুইটি জন।
শৃঙ্গার রসের মূরতি হন॥
গুরু বস্তু এবে বলিব কায়?
বিরিঞ্চি ভবাদি সীমা না পায়।
কিশোরা কিশোরী যাহাকে ভজে।
গুরু বস্তু সেই সদা যজে॥

(১) কপট।

চণ্ডীদাস কহেঁ না বুঝে কেহ।
যে জন রসিক বুঝয়ে সেহ॥

রসিক রসিক, সবাই কহয়ে,
কেহত রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া, বুঝিয়া দেখিলে,
কোটিতে গোটিক হয়॥
সখিহে রসিক বলিব কারে।
বিবিধ মশলা, রসেতে মিশায়,
রসিক বলি যে তারে॥
রস পরিপাটি, সুবর্ণের ঘটী,
সম্মুখে পূরিয়া রাখে।
খাইতে খাইতে, পেট না ভরিবে,
তাহাতে ডুবিয়া থাকে॥
সেই রস পান, রজনী দিবসে
অঞ্জলী পূরিয়া খায়।
খরচ করিলে, দ্বিগুণ বাড়ায়ে,
উছলিয়া বহি যায়॥
চণ্ডীদাসে কহে, শুন রসবতি,
তুমি সে রসের কূপ।
রসিক জনা, রসিক না পাইলে,
দ্বিগুণ বাড়য়ে দুখ॥

রসিকা নাগরী রসের ময়া।
রসিক ভ্রমর প্রেম পিয়ারা ॥
অবলা মূরতি রসের বাণ।
রসে ডুবু ডুবু করে পরাণ ॥
রসবতী সদা হৃদয়ে জাগে।
দরশ বাড়ায়া পরশ মাগে ॥
দরশে পরশে রস প্রকাশ।
চণ্ডীদাসে কহে রস বিলাস ॥

রসের কারণ, রসিকা রসিক,
কায়াটি ঘটনে রস।
রসিক কারণ, রসিকা হোয়ত,
যাহাতে প্রেম বিলাস ॥
স্থলত পুরুষে, কাম স্থক্ষ্ম গতি
স্থলত প্রকৃতি রতি।
দুঁহুক ঘটনে, যে রস হোয়ত,
এবে তাহে নাহি গতি ॥
দুঁহুক যোটন, বিনহি কথন,
নাহয় পুরুষ নারী।
প্রকৃতি পুরুষে, যো কছু হোয়ত
রতি প্রেম পরচারি (১) ॥
পুরুষ অবশ, প্রকৃতি সবশ,
অধিক রস যে পিয়ে।

(১) প্রচার করি।

রতি সুখ কালে, অধিক সুখহি,
তা নাকি পুরুষে পায়॥
দুহুঁক নয়নে, নিকষয়ে বাণ,
বাণ যে কামের হয়।
রতির যে বাণ, নাহিক কখন,
তবে কৈছে নিকষয়।
কাম দাবানল, রতি সে শীতল,
সলিল প্রণয় পাত্র।
কুল কাঠ খড়, প্রেম যে আধেয়,
পচনে পিরীতি মাত্র॥
পচনে পচনে, লোভ উপজিয়া
যবে ভেল দ্রব ময়।
সেই বস্তু এবে, বিলাসে উপজে,
তাহারে রস যে কয়॥
বাশুলী আদেশে, চণ্ডীদাস অথি,
রূপ নারায়ণ সঙ্গে।
হুঁহু আলিঙ্গন, করল তখন,
ভাসল প্রেম তরঙ্গে॥

প্রেমের আকৃতি, দেখিয়া মুরতি,
মন যদি তাতে ধায়।
তবে ত সে জন, রসিক কেমন,
বুঝিতে বিষম তায়॥
আপন মাধুরী, দেখিতে না পাই
সদাই অন্তর জ্বলে।

আপনা আপনি, করয়ে ভাবনি,
কি হৈল কি হৈল বলে॥
মানুষ অভাবে, মন মরিচিয়া,
তরাসে আছাড় খায়।
আছাড় খাইয়া, করে ছট ফট,
জীয়ন্তে মরিয়া যায়॥
তাহার মরণ, জানে কোন জন,
কেমন মরণ সেই।
যে জনা জানয়ে, সেই সে জীয়য়ে,
মরণ বাঁটিয়া লেই॥
বাঁটিলে মরণ, জীয়ে দুই জন,
লোকে তাহা নাহি জানে।
প্রেমের আকৃতি, করে ছট ফটি
চণ্ডীদাসে ইহা ভণে॥

প্রেমের যাজন, শুন সর্ব্বজন,
অতি সে নিগূঢ় রস।
যখন সাধন, করিবা তখন,
এড়ায় টানিবা শ্বাস॥
তাহা হইলে, মন বায়ু সে,
আপনি হইবে বশ।
তা হইলে কখন, না হইবে পতন,
জগৎ ঘোষিবে যশ॥
বেদ বিধি পার, এমন আচার,
যাজন করিবে যে।

ব্রজের নিত্য ধন, পায় সেই জন,
তাহারে উপর কে॥
সদানন্দ হৃদয়ে, নয়নে দেখয়ে,
যুগল কিশোর রূপ।
প্রেমের আচার, নয়ন গোচর,
জানয়ে রসের কূপ॥
চণ্ডীদাস কয়, নিত্য বিলাসময়,
হৃদয় আনন্দ ভোরা।
নয়নে নয়নে, থাকে দুই জনে,
যেন জীয়ন্তে মরা॥

শুন শুন দিদি, প্রেম সুধা নিধি,
কেমন তাহার জল।
কেমন তাহার, গভীর গম্ভির,
উপরে শেহালা দল॥
কেমন ডুবারু, ডুবেছে তাহাতে,
না জানি কি লাগি ডুবে।
ডুবিয়ে রতন, চিনিতে নারিলাম,
পড়িয়া রহিলাম ভবে॥
আমি মনে করি, আছে কত ভারি,
না জানি কি ধন আছে।
নন্দের নন্দন, কিশোরা কিশোরী,
চমকি চমকি হাসে॥
সখীগণ মেলি, দেয় করতালি,
স্বরূপে মিশায়ে রয়।

স্বরূপ জানিয়ে, রূপে মিশাইয়ে,
ভাবিয়ে দেখিলে হয় ॥
ভাবের ভাবনা, আশ্রয় যে জনা,
ডুবিয়ে রহিল সে।
আপনি তরিয়ে, জগত তরায়,
তাহাকে তরাবে কে ॥
চণ্ডীদাস বলে, লাখে এক মিলে,
জীবের লাগয়ে ধান্ধা।
শ্রীরূপ করুণা, যাহারে হইয়াছে,
সেই সে সহজ বান্ধা ॥

আপনা বুঝিয়া, সুজন দেখিয়া,
পিরীতি করিব তায়।
পিরীতি রতন, করিব যতন,
যদি সমানে সমানে হয় ॥
সখী হে পিরীতি বিষম বড়।
যদি পরাণে পরাণে, মিশাইতে পারে,
তবে সে পিরীতি দড় ॥
ভ্রমরা সমান, আছে কত জন,
মধু লোভে করে প্রীত।
মধু পান করি, উড়িয়ে পলায়,
এমতি তাহার রীত ॥
বিধুর সহিত, কুমুদ পিরীতি,
বসতি অনেক দূরে।
সুজনে সুজনে, পিরীতি হইলে,
এমতি পরাণ ঝুরে ॥

সুজনে কুজনে, পিরীতি হইলে,
সদাই দুখের ঘর।
আপন সুখেতে, যে করে পিরীতি,
তাহারে বাসিবু পর॥
সুজনে সুজনে, অনন্ত পিরীতি,
শুনিতে বাড়ে যে আশ।
তাহার চরণে, নিছনি লৈয়া,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

সুজনের সনে, আনের পিরীতি,
কহিতে পরাণ ফাটে।
জিহবার সহিত, দন্তের পিরীতি,
সময় পাইলে কাটে॥
সখী হে কেমন পিরীতি লেহা।
আনের সহিত, করিয়া পিরীতি,
গরলে ভরিল দেহা॥
বিষম চাতুরী, বিষের গাগরী,
সদাই পরাধীন।
আত্ম সমর্পন, জীবন যৌবন,
তথাচ ভাবয়ে ভিন॥
সকাম লাগিয়া, ফেরয়ে ঘুরিয়া,
পর তত্ত্বে নাহি চায়।
করিয়া চাতুরী, মধু পান করি,
শেষে উড়িয়া পলায়॥
সখী না কর সে পিরীতি আশ।

ঝটিয়া পিরীতি, কেবল কুরীতি,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

শুন গো সজনি আমারি বাত (১)।
পিরীতি করবি সুজন সাত (২)॥
সুজন পিরীতি পাষাণ রেখ্।
পরিণামে কভু না হবে টোট্॥
ঘষিতে ঘষিতে চন্দন সার।
দ্বিগুণ সৌরভ উঠয়ে তার॥
চণ্ডীদাস কহে পিরীতি রীত।
বুঝিয়া সজনি করহ প্রীত॥

নিজ দেহ দিয়া ভজিতে পারে।
সহজ পিরীতি বলিব তারে॥
সহজে রসিক করয়ে প্রীত।
রাগের ভজন এমন রীত॥
এখানে সেখানে এক হইলে।
সহজ পিরীতি না ছাড়ে মৈলে॥
সহজ বুঝিয়ে যে হয় রত।
তাহার মহিমা কহিব কত॥
চণ্ডীদাস কহে সহজ রীত।
বুঝিয়ে নাগরী করহ প্রীত॥

(১) বাক্য। (২) সহিত।

পিরীতি উপরে, পিরীতি বৈসয়ে,
তাহার উপরে ভার।
ভাবের উপরে, ভাবের (১) বসতি,
তাহার উপর লাভ (২) ॥
প্রেমের মাঝারে, পুলকের স্থান,
পুলক উপরে ধারা (৩)।
ধারার উপরে, ধারার বসতি,
এ সুখ বুঝয়ে কারা ॥
ফুলের উপরে, ফুলের বসতি,
তাহার উপরে গন্ধ।
গন্ধ উপরে, এ তিন আখর,
এ বড় বুঝিতে ধন্ধ ॥
কুলের উপরে, কুলের বসতি,
তাহার উপরে ঢেউ।
ঢেউর উপরে, ঢেউর বসতি,
ইহা জানে কেহ কেহ ॥
দুখের উপরে, দুখের বসতি,
কেহ কিছু ইহা জানে।
তাহার উপরে, পিরীতি বৈসয়ে,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

(১) "ভাব"—মধুর। (মাধুর্য্য)। (২) "লাভ"—প্রেম।
(৩) "ধারা"—কারুণ্যামৃত, লাবণ্যামৃত, তারুণ্যামৃত।

সতের সঙ্গে, পিরীতি করিলে,
সতের বরণ হয়।
অসতের বাতাস, অঙ্গেতে লাগিলে
সকলি পলায়ে যায়॥
সোণার ভিতরে, তামার বসতি,
যেমন বরণ দেখি।
রাগের ঘরেতে, বৈদিগ থাকিলে,
রসিক নাহিক লেখি॥
রসিকের প্রাণ, যেমতি করয়ে,
এমতি কহিব কারে।
টলিয়া না টলে, এমতি বুঝিয়া,
মরম কহিব তারে॥
এমতি করণ, যাহার দেখিব,
তাহার নিকটে বসি।
চণ্ডীদাস কয়, জনমে জনমে,
হয়ে রব তার দাসী॥

সহজ আচার, সহজ বিচার,
সহজ বলি যে কায়।
কেমন বরণ, কিসের গঠন,
বিবরিয়া কহ তায়॥
শুনি নন্দ সুত, কহিতে লাগিল,
শুন বৃকভানু ঝি।
সহজ পিরীতি, কোথা তার স্থিতি,
আমি না জেনেছি শুনেছি॥

আনন্দের আলস, ক্ষীরোদ সায়র,
প্রেম বিন্দু উপজিল।
গদ্য পদ্ম্য হয়ে, কামের সহিতে,
বেগেতে ধাইয়া গেল॥
বিজুরী জিনিয়া, বরণ যাহার,
কুটিল স্বভাব যার।
যাহার হৃদয়ে, করয়ে উদয়,
সে অঙ্গ করয়ে ভার॥
এমতি আচার, ভজন যে করে,
শুনহ রসিক ভাই।
চণ্ডীদাস কহে, ইহার উপরে,
আর দেখ কিছু নাই॥

সহজ (১) সহজ, সবাই কহয়ে,
সহজ জানিবে কে।
তিমির অন্ধকার, যে হইয়াছে পার,
সহজ জেনেছে সে॥
চান্দের (২) কাছে, অবলা (৩) আছে,
সেই সে পিরীতি সার।
বিষে অমৃতেতে, মিলন একত্রে,
কে বুঝিবে মরম তার॥
বাহিরে তাহার, একটি দুয়ার,
ভিতরে তিনটি আছে।
চতুর হইয়া, দুইকে ছাড়িয়া,
থাকিবে একের কাছে॥

(১) প্রণয়। (২) "চান্দ"—কৃষ্ণচন্দ্র। (৩) "অবলা"—গোপীগণ।

যেন আম্র ফল, অতি সে রসাল,
বাহিরে কুশী ছাল কষা।
ইহার আস্বাদন, বুঝে যেই জন,
করহ তাহার আশা॥
রূপ কল্পনাতে, পারিবে মিলিতে,
ঘুচিবে মনেরি ধান্দা।
কহে চণ্ডীদাস, পুরিবেক আশ,
তবে ত খাইবে সুধা॥

সই সহজ মানুষ নিত্যের দেশে।
মনের ভিতরে কেমনে আইসে॥
ব্যাসের আচার করিবে যেই।
বিরজা উপরে যাইবে সেই॥
রাগতত্ব লইয়া যে জন ভজে।
সেই সে তাহার সন্ধান খুঁজে॥
সহজ ভজন বিষম হয়।
অনুগত বিনা কেহ না পায়॥
চণ্ডীদাস বলে এ সার কথা।
বুঝিলে পাইবে মজ্জের ব্যথা॥

ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া, আছয়ে যে জন, (১)
কেহ না দেখয়ে তারে।
প্রেমের পিরীতি, যে জন জানয়ে,
সেই সে পাইতে পারে॥

---

(১) "যে জন"—ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ।

পিরীতি পিরীতি, তিনটী আখর,
জানিরে ভজন সার।
রাগ (১) মার্গে যেই, ভজন করয়ে,
প্রাপ্তি হইবে তার॥
মৃত্তিকার উপরে, জলের বসতি,
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপরে, পিরীতি বসতি,
তাহা কি জানয়ে কেউ॥
রসের পিরীতি, রসিক জানয়ে,
রস উদ্গারিল কে?
সকল ত্যজিয়া যুগল হইয়া,
গোলোকে রহিল সে।
পুত্র পরিজন, সংসার আপন,
সকল ত্যজিয়া দেখ।
পিরীতি করিলে, তাহারে পাইবে,
মনেতে ভাবিয়া দেখ॥
পিরীতি পিরীতি, তিনটী আখর,
পিরীতি ত্রিবিধ মত।
ভজিতে ভজিতে, নিগূঢ় হইলে,
হইবে একই মত॥
পরকীয়া ধন, সকল প্রধান,
যতন করিয়া লই।
নৈষ্ঠিক হইয়া, ভজন করিলে,
পদ্ধতি সাধক হই॥

---

(১) রাগাত্মিক।

পদ্ধতি হইয়া, রস আস্বাদিয়া,
নৈষ্ঠিকে প্রবৃত্ত হয়।
তাহার চরণ, হৃদয়ে ধরিয়া,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

সাধন শরণ, এ বড় কঠিন,
বড়ই বিষম দায়।
নব সাধু সঙ্গ, যদি হয় ভঙ্গ,
জীবের জনম তায়॥
অনর্থ নিবৃত্তি, সভে দুরগতি,
ভজন ক্রিয়াতে রতি।
প্রেম গাঢ় রতি, হয় দিবা রাতি,
হয় যে যাহাতে প্রীতি॥
আসক উকত, সবে দুরগত,
সদগুরু আশ্রয়ে হবে।
রতি আস্বাদন, করহ যতন,
সখীর সঙ্গিনী হবে॥
দেহ রতি ক্ষয়, কুপত রতি হয়,
সাধক সাধন পাকে।
চণ্ডীদাসে কয়, বিনা দুঃখে নয়,
কিশোরী চরণ দেখে॥

কাতরা অধিকা, দেখিয়া রাধিকা,
কিশাখা, কহিল তায়।

চণ্ডে এত ধনি, ব্যাকুল হইলে,
ধরম সরম যায়॥
ধনি কহব তোমার ঠাঞি।
পরকিয়া রস, করিতে হে বশ,
অধিক চাতুরী চাঞি॥
যাইবি দক্ষিণে, থাকিবি পশ্চিমে,
বলিবি পূরব মুখে।
গোপন পিরীতি, গোপনে রাখিবি,
থাকিবি মনের সুখে॥
গোপন পিরীতি, গোপনে রাখিবি,
সাধিবি মনের কাজ।
সাপের (১) মুখেতে, ভেকেরে (২) নাচাবি,
তবেত রসিক রাজ॥
যে জন চতুর, সুমেরু শিখর,
সূতায় গাঁথিতে পারে।
মাকসার জালে, মাতঙ্গ বাঁধিলে,
এ রস মিলয়ে তারে॥
পিরীতি যা সনে, আদর সে ধনে,
সতত না লবি ঘর।
অন্তরে পরাণ, বাঁটিয়া দেওবি,
বাহিরে বাচিবি পর॥
বেদ বেদান্তর, না করিবি বিচার,
না লৈবি বেদে বিরস।

---

(১) "সাপ",—জটিলা ও কুটিলা।
(২) "ভেক",—সতীত্ব ধর্ম্ম।

হইবি সতী, না হবি অসতী,
না হইবি কাহার বশ॥
হইবি কুলটা, কুল ত্যাগিবি,
ভাবিতে ভাবিতে দেহা।
হেরি পরপতি, হেমকান্তি রতি,
সপতি ভাবিবি লেহা॥
কলঙ্ক সাগরে, সিনান করিবি,
এলাইয়া মাথার কেশ।
নীরে না ভিজিবি, জল না ছুঁইবি,
সম দুঃখ সুখ ক্লেশ॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী আদেশে,
বাশুলী চরণে পড়ি।
হইবি গিন্নি, ব্যঞ্জন বাঁটিবি,
না ছুঁইবি হাঁড়ী॥

মরম কহিতে, ধরম না রয়,
নাহি বেদ বিধি রস।
সতী যে হইবে, আগুনি (১) খাইবে,
না হবে অন্যের বশ॥
যে জন যুবতী, কুলবতী সতী,
সুশীল সুমতি যার।
হৃদয় মাঝারে, নায়ক লুকায়ে,
ভব নদী হয় পার॥

(১) "আগুনি"—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক।

কুলটা হইবে, কুল না ছাড়িবে,
কলঙ্কে ভাসিবে নিতি।
পাইয়া কামরতি, হবে অন্ত পতি (১),
তাহাতে বলাব সতী॥
স্নান না করিব, জল না ছুঁইব,
আলাইয়া মাথার কেশ।
সমুদ্রে (২) পশিব, নীরে না তিতিব,
নাহি সুখ দুঃখ ক্লেশ॥
রজনী দিবসে, হব পরবশে (৩),
স্বপনে রাখিব লেহা!
একত্র থাকিব, নাহি পরশিব,
ভাবিনী ভাবের দেহা॥
অঙ্গের পরশে, সিনান করিব (৪),
তবে সে রীতি সাজে।
কহে চণ্ডীদাস, এ বড় উল্লাস,
থাকিব যুবতী মাঝে॥

হইলে সুজাতি, পুরুষেরি রীতি,
যে জাতি নায়িকা হয়।
আশ্রয় লইলে, সিদ্ধ রতি মিলে,
কখন বিফল নয়॥

---

(১) "অন্তপতি"—প্রেম।
(২) "সমুদ্রে"—প্রেম সমুদ্রে।
(৩) "পরবশে"—শ্রীকৃষ্ণের বশে।
(৪) অঙ্গের স্পর্শে তৎক্ষণাৎ স্নান করিব অর্থাৎ ভ্রষ্টা হইব না।

তেমতি নায়িকা, হইলে রসিকা,
হীন জাতি পুরুষেরে।
স্বভাব লওয়ায়, স্বজাতি ধরায়,
যেমত কাচপোকা করে॥
সহজ করণ, রতি নিরূপণ,
যে জন পরীক্ষা জানে।
সেইত রসিক, হয় ব্যবসিক,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে॥

মিলা অমিলা দুই রসের লক্ষণ।
নায়ক নায়িকা নাম লক্ষণ কথন॥
পূর্ব্বরাগ হইতে সীমা সমৃদ্ধিমান আদি।
রসের ভঙ্গিত ক্রমে যতেক অবধি॥
পতি উপপতি ভাবে দ্বাদশ যে রস।
পুন যে দ্বিগুণ হইয়া করয়ে প্রকাশ॥
কন্যার বিবাহ আর অন্যের উপপতি।
ভাব ভেদে এই হয় চব্বিশ রস রীতি॥
পুন চারি গুণ করি হয় ছেয়ানই।
অনুকূল দক্ষিণ ধৃষ্ট আর শঠ তাই॥
এই সব নাম ভেদে নায়কের ভেদ।
পুন হয় তাহার লক্ষণ বিভেদ॥
এই সব গুণ কৃষ্ণ চন্দ্রে একা বর্ত্তে।
চণ্ডীদাস কহে রস ভেদ এক পাত্রে॥

নায়িকা সাধন, শুনহ লক্ষণ,
যে রূপে সাধিতে হয়।
শুষ্ক কাষ্ঠের সম,
আপনার দেহ করিতে হয়॥
সে কালে রমণ, অতি নিত্য করণ,
তাহাতে যে সাধন হবে।
মেঘের বরণ, রতির গঠন,
তখন দেখিতে পাবে॥
সে রতি সাধন, করেন যে জন,
সেই সে রসিক সার।
ভ্রমর হইয়া, সন্ধান পুরিয়া,
মরম বুঝয়ে তার॥
তাহার উপর, জলদ বরণ,
রতির বরণ হয়।
সাধিতে সে রতি, কাহার শকতি,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

সজনি শুনগো মানুষের কাজ।
এ তিন ভুবনে, সে সব বচনে,
কহিতে বসিবেক লাজ॥
কমল উপরে, জলের বসতি,
তাহাতে বসিল তারা।
তাহাদের তাহাদের, রসিক মানুষ,
পরাণে হানিছে হারা॥
সুমেরু উপরে, ভ্রমর পশিল,
ভ্রমর ধরি ফুল।

তাহাদের তাহাদের, রসিক মানুষ,
হারায়েছে জাতি কুল ॥
হরিণ দেখিয়া, ক্রোধ পলায়,
কমলে গেল সে ভৃঙ্গ।
যমের ভিতরে, আলসের বসতি,
রাহুতে গিলিছে চন্দ্র ॥
সুমেরু উপরে, ভ্রমর পশিল,
এ কথা বুঝিবে কে ?
চণ্ডীদাস কহে, রসিক হইলে,
বুঝিতে পারিবে সে ॥

সে কেমন যুবতী, কুলবতী সতী,
সুন্দর সুমতি সার।
হিয়ার মাঝারে, নায়কে লুকাইয়া,
ভব নদী হয় পার ॥
ব্যভিচারী নারী, না হবে কাণ্ডারী,
নায়কে বাচিয়া লবে।
তার অবছায়া, পরশ করিলে,
পুরুষ ধর্ম্ম যাবে ॥
সে কেমন পুরুষ, পরশ রতন,
সেবা কোন্ গুণে হয়।
সাতের বাড়ীতে, পাষাণ পড়িলে,
পরশ পাষাণময় ॥
সাতের বাড়ীতে, ক্ষীরোদ নদী,
নারায়ণ শুভ যোগ।

সেই যোগেতে, স্থাপন করিলে,
হয় রজনী মনহ যোগ ॥
রমণ ও রমণী, তারা দুই জন,
কাঁচা পাকা দুটী থাকে।
এক রজ্জু, খসিয়া পড়িলে,
রসিক মিলয়ে তারে ॥
মনের আগুন, উঠিছে দ্বিগুণ,
তোলা পাড়া হবে সার।
চণ্ডীদাস কহে, ধন্য সে নারী,
তলাটে নাহিক আর ॥

নারীর সৃজন, অতি সে কঠিন,
কেবা সে জানিবে তায়।
জানিতে অবধি, নারিলেক বিধি,
বিষামৃতে একত্রে রয় ॥
যেমত দীপিকা, উজরে অধিকা,
ভিতরে অনল-শিখা।
পতঙ্গ দেখিয়া, পড়য়ে ঘুরিয়া,
পুড়িয়া মরয়ে পাখা ॥
জগত ঘুরিয়া, তেমতি পড়িয়া,
কামানলে পুড়ি মরে।
রসজ্ঞ যেজন, সে করয়ে পান,
বিষ ছাড়ি অমৃতেরে ॥
হংস চক্রবাক, ছাড়িয়া উদক,
মৃণাল দুগ্ধ সদা খায়।

তেমতি নাহিলে, কোথা প্রেম মিলে,
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়॥

এ তিন ভুবনে ঈশ্বর গতি।
ঈশ্বর ছাড়িতে পরে শকতি॥
ঈশ্বর ছাড়িলে দেহ না রয়।
মানুষ ভজন কেমনে হয়॥
সাক্ষাত নহিলে কিছুই নয়।
মনেতে ভাবিলে স্বরূপ হয়॥
কহয়ে চণ্ডীদাস বুঝয়ে এে।
ইহার অধিক পুছয়ে যে॥

রাগের ভজন, শুনিয়া বিষম,
বেদের আচার ছাড়ে।
রাগানুগমেতে, লোভ বাড়ে চিতে,
সে সব গ্রহণ করে॥
ছাড়িতে বিষম, তাহার করণ,
আচার বিষম না পারে।
অতি অসম্ভব, অলৌকিক সব,
লৌকিকে কেমনে করে॥ (১)

(১) বিভিন্ন পাঠ—
"বর্জিতে বিষম, করণ তাহার,
আচার বিষম বড়।
দেখিয়া শুনিয়া, আরাতে ভুলিয়া,
করিতে না পারে দিঢ়॥" হ, লি, পু।

করিয়া গ্রহণ, না করে যাজন,
সে কেন সাধন করে॥
বুঝিতে না পারে, আনা গোনা করে,
ফাঁফরে পড়িয়া মরে॥
তার একুল ওকুল, দুকুল গেল,
পাথারে পড়িল সে।
চণ্ডীদাস কয়, সে দেব নয়,
তাহারে তরাবে কে॥

এরূপ মাধুরী যাহার মনে।
তাহার মরম সেই সে জানে॥
তিনটী দুয়ারে যাহার আশ।
আনন্দ নগরে তাহার বাস॥
প্রেম সরোবরে দুইটী ধারা।
আস্বাদন করে রসিক যারা॥
দুই ধারা যখন একত্রে থাকে।
তখন রসিক যুগল দেখে॥
প্রেমে ভোর হয়ে করয়ে আন।
নিরবধি রসিক করয়ে পান॥
কহে চণ্ডীদাস ইহার সাক্ষী।
এরূপ সাগরে ডুবিয়া থাকি॥

স্বরূপ (১) বিহনে, রূপের জনম,
কখন নাহিক হয়।

---

(১) "স্বরূপ"—প্রকৃতি পুরুষ—রাধাকৃষ্ণ।

অনুগত বিহনে, কার্য্য সিদ্ধি,
কেমনে সাধকে কয়॥
কেবা অনুগত, কাহার সহিত,
জানিব কেমনে শুনে।
মনে অনুগত, মঞ্জরী সহিত,
ভাবিয়া দেখহ মনে॥
দুই চারি করি, আটটা আঁখর (১),
তিনের (২) তিনের জনম তায়।
এগার আঁখরে (৩), মূল বস্তু (৪) জানিলে,
একটি আঁখর (৫) হয়॥
চণ্ডীদাস কহে শুনহ মানুষ ভাই।
সবার উপর, মানুষ সত্য,
তাহার উপর নাই॥

প্রবর্ত্ত সাধিতে বস্তু অনায়াসে উঠে।
নামাইতে বস্তু সাধক বিষম সঙ্কটে॥
নামান আনন্দ মন কহিয়ে নির্দ্ধারি।
পৌষ মাঘ মাসের শিশির কুম্ভে ভরি॥
সেই পূর্ণ কুম্ভ যৈছে সেবে পাতে ঢালি।
সর্ব্বাঙ্গে মস্তকে পাদ করয়ে শীতলি॥

---

(১) "আটটা আঁখর"—অষ্ট সখী। ললিতা, বিশাখা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী, ও সুখদেবী এই অষ্টসখী।

(২) "তিন"—পিরীতি।

(৩) "এগার আঁখর"—দশ ইন্দ্রিয় ও মন।

(৪) "মূল বস্তু"—সেবা।

(৫) "একটী আঁখর"—ক, (কৃষ্ণ)।

তৈছে সাধকের সেই সন্ধানের কার্য্য।
তারণ্যামৃত ধারা তার নাম কৈল ধার্য্য॥
লাবণ্যামৃত ধারা কহি সিদ্ধে সঙ্কেতে।
কারণ্যামৃত স্নান কহি প্রবর্ত্ত দশাতে॥
সংক্ষেপে কহিল তিন স্নানের বিধান।
সম্যক্ কহিতে নারি বিদরে পরাণ॥
অটল পরেতে এই পদ গুরু মর্ম্ম।
চণ্ডীদাস লেখে ব্যক্ত আপনার ধর্ম্ম॥

রতির করণ, রবির কিরণ,
যেমত জলেতে লাগে।
অন্তরে অন্তরে, শুষ্ক করে তারে,
আকর্ষয়ে ঊর্দ্ধভাগে॥
পুরুষ প্রকৃতি, দোঁহে এক রীতি,
সে রতি সাধিতে হয়।
পুরুষেরি যুতে, নায়িকার রীতে,
যেমতে সংযোগ পায়॥
পুরুষ সিংহেতে; পদ্মিনী নারীতে,
সে সাধন উপজয়।
স্বজাতি অনুগা, সোণাতে সোহাগা,
পাইলে গলিয়া যায়॥
যে জাতি যুবতী, সাধিতে সে রতি,
কুজাতি পুরুষে ধরে।
কণ্টকে যেমত, পুষ্প হয় ক্ষত,
হৃদয় ফাটিয়া মরে॥

পুরুষ তেমতি, নারী হীন জাতি,
রতির আশ্রয় লয়।
ভূতে ধরে তারে, মরে ঘুরে ফিরে,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

আমার পরাণ, পুতলী লইয়া,
নাগর করে পূজা।
নাগর পরাণ, পুতলী আমার,
হৃদয় মাঝারে রাজা॥
আনের পরাণ, আনে করে চুরি,
তিন আনে নাহি জানে।
আগম নিগম, দুর্গম সুগম,
শ্রবণ নয়ন মনে॥
এই সাত নদী, অনন্ত অবধি,
এ সাত যে দেশে নাই।
সে দেশে তাহার, বসতি নগর,
এ দেশে কি মতে পাই॥
এ সব করণ, করে যেই জন,
সে জন মাথার মণি।
মরিলে সেজন, জীয়াতে পারে,
অমৃত রস আনি॥
হ্রীং সে অক্ষর, তাহার উপর,
নাচে এক বাজীকর।
এক কুমুদিনী, দুন্দুভি বাজায়,
বাঁশী জিনি তার স্বর॥

হুদুতি বাঁশীটা, যখন বাজিবে,
তা শুনে মরিবে যে।
রসিক ভকত, ভবনে ব্যক্ত,
সখীর সঙ্গিনী সে॥
এ সব ব্যবহার, দেখিব যাহার,
তাহার চরণ সার।
মন-সূতা দিয়া, তাহার চরণ,
গাঁথিয়া পরিব হার॥
বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,
কাঁচা পাকা দুই ফল।
যে ফল লইবে, সে ফল পাইবে,
তেমতি তাহা বিরল॥

সদা বল তত্ত্ব তত্ত্ব কত তত্ত্ব শুন।
চব্বিশ তত্ত্বে হয় দেহের গঠন॥
পঞ্চভূত ক্ষেত্র তেজ মরুৎ ব্যোম আপ।
ষড় রিপু কাম ক্রোধ লোভ মদ মাৎসর্য্য দম্ভ॥
দশ ইন্দ্র কত তারা হয়ত পৃথক।
জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বিবিধ নামাত্মক॥
জ্ঞানেন্দ্রিয় জীহ্বা কর্ণ নাসা ত্বক চক্ষু।
কর্ম্মেন্দ্রিয় হস্ত পদ গুহ্য লিঙ্গ বপু॥
মহাভূত অহঙ্কার আর হয় জ্ঞান।
এইত হয় চব্বিশ তত্ত্ব নিরূপণ॥
কিবা কারিকরের আজব কারিকুরি।
তার মধ্যে ছয় পদ্ম রাখিয়াছে পুরি॥

সহস্রারে হয় পদ্ম সহস্রক দল।
তার তলে মণিপুর পরম শিবের স্থল॥
নাসামূলে দ্বিদল পদ্ম খঞ্জনাক্ষী।
কণ্ঠে গাঁথি ষোড়শ দল পদ্ম দিল রাখি॥
হৃদ-পদ্ম নির্ম্মিত আছে শত দলে।
কুল কুণ্ডলিনী দশ দল হয় নাভি মূলে॥
নাভির নিম্নভাগে প্রেম সরোবর।
অষ্টদল পদ্ম হয় তাহার ভিতর॥
তস্য পরে নাড়ী ধরে সার্দ্ধ তিন কোটি।
স্থূল সূক্ষ্ম বত্রিশ তারা কিবা পরিপাটি॥
লিঙ্গ মূলে ষড়দলাম্বুজ নিয়োজিত।
গুহ্য মূলে চতুর্দ্দল পদ্ম বিরাজিত॥
এই অষ্ট পদ্ম দেহ মধ্যেতে আছয়।
মতান্তরে হৃদপদ্ম দ্বাদশ দল কয়॥
সহস্র দল অষ্টদল দেহ মধ্যে নয়।
এই দুই পদ্ম নিত্য বস্তুর আধার হয়॥
ষট চক্রের মূল মৃণাল হয় মেরুদণ্ড।
শিরসি পর্য্যন্ত সে ভেদ করি অণ্ড॥
দন্ত দুই পার্শ্বেতে ঈড়া পিঙ্গলা রহে।
মধ্যেস্থিত সুষমণা সদা প্রবল বহে॥
মূল চক্র হয় হংস যোগের আধার।
অষ্টদল চক্রে লীলার সঞ্চার॥
দ্বিদল চক্রেতে হয় অমৃত নির্ভর।
আর পঞ্চ চক্রে পঞ্চ বায়ুর সঞ্চার॥
প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান।
কণ্ঠাম্বুজাবধি চতুর্দ্দলে অবস্থান॥

কণ্ঠ পরে উদান হৃদিতে বহে প্রাণ।
নাভির ভিতরে সমান করে সমাধান॥
চতুর্দ্দল অপান সর্ব্বভূতেতে ব্যান।
মুখ্য অনুলোম বিলোম সকল প্রধান॥
অজপা নামেতে তারা কুম্ভক রেচক।
অনুলোম ঊর্দ্ধরেতা বিলোম প্রবর্ত্তক॥
প্রবর্ত্ত সাধক হৃদ-নাভি পদ্মের আশ্রয়।
সিদ্ধার্থ সহস্রারে আছয়ে নিশ্চয়॥
রতি স্থির প্রেম সরোবর অষ্টদলে।
সাধনের মূল এই চণ্ডীদাসে বলে॥

মতান্তরে যে কহয়ে শুনহ নিশ্চয়।
মস্তক উপরে সহস্র দল পদ্ম কয়॥
ভ্রু মধ্যে দ্বিদল কণ্ঠে ষোলদল।
হৃদি মধ্যে দ্বাদশ নাভিমূলে দশদল॥
লিঙ্গমূলে ষড়দল চতুর্দ্দশ গুহ্যমূলে।
বস্তু ভেদ আছে তার চণ্ডীদাস বলে॥
সাধন তত্ত্বে তার যোগ নাহি হয়।
বৈধিযোগ এই তত্ত্বে হয় ত নিশ্চয়॥

চৌদ্দ ভুবনে ভুবন তিন।
সপ্ত আখর তাহার চিন॥
দুইটী আঁখরে সদা পিরীতি।
তিনটী পরশে উপজে রতি॥
নির্জ্জন কাননে আছয়ে ঘর।
দুইটী আখর পাঁচের পর॥

কনক আসন আছয়ে তাতে।
মনসিজ রাজা বৈসয়ে যাতে॥
কর্পূর চন্দন শীতল জলে।
যেমন আনন্দ লেপন কালে॥
তাপিত জনে সে আনন্দ পায়।
শীত ভীত জন ভয়ে পলায়॥
পঞ্চ রস আদি একত্রে মেলি।
যে যার স্বভাব আনন্দে কেলি॥

বীরভূম জেলার অন্তঃপাতি সিউড়ি নিবাসী শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিপাদিত অর্থ এইরূপ, যথা—

"চৌদ্দ ভুবন"—সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল।

"ভুবন তিন"—ব্রজ, গোলক ও দ্বারকা।

"সপ্ত আখর"—রাধা, রমণ, কুঞ্জ।

"দুইটি আখর"—রাধা।

"তিনটী আখর"—রমণ।

"নির্জ্জন কানন" ইত্যাদি—রাধারমণ, পরে কুঞ্জ।

"অষ্টম আখর"—"স্থ" অর্থাৎ রাধারমণ কুঞ্জস্থ।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিপাদিত অর্থ এই :—

"চৌদ্দ ভুবন"—চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট দেহ। চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, চারি অন্তরেন্দ্রিয়।

"ভুবন তিন"—ভাব, কান্তি ও বিলাস। ইহা সপ্তাক্ষর বিশিষ্ট। কবির রীত্যানুসারে এ স্থলে অক্ষর গণনা হইয়াছে; তৎপ্রমাণ "পিরীতি—আখর তিন"।

"দুইটী আখরে"—ভাব। ইহাতে সর্ব্বদা প্রীতি বিরাজ করে।

"তিনটী আখর"—বিলাস। ইহাই রতির কারণ।

"নির্জ্জন কানন" ইত্যাদি—হৃদয়রূপ নির্জ্জন কাননস্থিত পঞ্চভূত আত্মার পর; বা কান্তি ও বিলাসের পর দুইটী আখর "ভাব"।

অষ্ট আখর একত্র যবে।
কনক আসন জানিবে তবে॥
পঞ্চ রস অনুবাদ যে হয়।
আদি চণ্ডীদাস বিধেয় কয়॥

"কনক আসন" ইত্যাদি—ষট্‌চক্রমতে হৃদয়স্থিত রত্নবেদিকায় অভিন্ন মদন শ্রীকৃষ্ণ রাধা সহ বিরাজ করেন।

"পঞ্চ রস"—শান্ত, দাস্ত, বাৎসল্য, সখ্য, মাধুর্য্য।

"অষ্টম আখর" ইত্যাদি—ভাব কান্তি বিলাসের পর "জ্ঞ" এই বর্ণ যুক্ত হইয়া, "ভাব কান্তি বিলাসজ্ঞ" শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে এবং তদীয় অধিষ্ঠান বশতঃই হৃদয় "কনক আসন" রূপে ব্যক্ত হয়।

"পঞ্চ রস" ইত্যাদি—প্রাগুক্ত পঞ্চরস মধ্যে, চণ্ডীদাসের মতে মাধুর্য্য বা শৃঙ্গার রস প্রধান। তৎপ্রমাণ, "সব রস সার শৃঙ্গার এ" ইত্যাদি পদ।

জেলা বীরভূমের অন্তর্গত সাঁকুলিপুর গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত জীউলাল মজুমদারের প্রতিপাদিত অর্থের কতকাংশ এই :—

"চৌদ্দ ভুবন"—সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল। ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক মহল্লোক, জনলোক, তপলোক ও সত্যলোক, এই সপ্ত স্বর্গ। অতল, বিতল, সুতল, তল, তলাতল, রসাতল ও পাতাল, এই সপ্ত পাতাল

"ভুবন তিন"—গোলোক, বৈকুণ্ঠ, শ্রীবৃন্দাবন।

"মনসিজ রাজা"—অপ্রাকৃত মদন শ্রীকৃষ্ণ।

পরিশিষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য।

বড়ারী।

দেয়াশিনী বেশ সাজি বিনোদ রায়।
ধীরি ধীরি করি চলে হরিষ অন্তর॥
গোকুল নগরে এই শবদ উঠিল।
একজন দেয়াশিনী ব্রজেতে আইল॥
তাহারে দেখিবার তরে লোকের গহন।
সব ব্রজবাসী চলে হরষিত মন॥
প্রণমিল দেয়াশিনীর চরণ কমলে।
বয়ান ভাসিল প্রেমে নয়নের জলে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসের মনে আনন্দ বাড়িল।
কোথা হইতে আইলা তুমি এ ব্রজ মণ্ডল॥

শ্রীরাগ।

মথুরা পুরেতে ধাম, কপটে বলয়ে শ্যাম,
আইলাম এই বৃন্দাবনে।
মম মনে বাঞ্ছা এই, সকল তোমারে কই,
শুন শুন বলি তোমা স্থানে॥
দেবী আরাধনা করি, ভিক্ষার লাগিয়া ফিরি,
আর করি তীর্থেতে ভ্রমন।
হই আমি তীর্থবাসী, সদাই আনন্দে ভাসি,
এই সত্য বলিহে বচন॥

জিজ্ঞাসা করিলা যেই, তাহাতে তোমারে কই,
ব্রজমাঝে রব কিছু কাল।
ইহা বলি দেয়াশিনী, চলে পুন একাকিনী,
ঘন ঘন বাজাইয়া গাল॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে, আনন্দিত হয়ে মনে,
জিজ্ঞাসিল কোথা ভানুপুর (১)।
দেখিব তাহার ধাম, কপটে বলয়ে শ্যাম,
রস লাগি রসিক চতুর॥

রাই রাখাল।

ধানশী।

বন্ধু যদি গেল বনে শুন ওগো সখী।
চূড়া বেন্ধে যাব চল যেথা কমল আঁখি (২)॥
বিপীনে ভেটিব যেয়া (৩) শ্যাম জলধরে।
রাখালের বেশে যাব হরিষ অন্তরে॥
চূড়াটি বান্ধহ শিরে যত সখীগণ।
পীত ধড়া পর সবে আনন্দিত মন॥
চণ্ডীদাস বলে শুন রাধা বিনোদিনি।
নয়ানে দেখিব সেই শ্যাম গুণমণি॥

(১) বৃষভানু রাজার বাড়ী।
(২) শ্রীকৃষ্ণ। (৩) যাইয়া।

সুহই।

কেহ হও দাম, শ্রীদাম সুদাম,
সুবলাদি যত সখা।
চল যাব বনে, নটবর সনে,
কাননে করিব দেখা॥
পর পীত ধড়া, মাথে বান্ধ চূড়া,
বেণু লয় কেহ করে।
হারে রে রে বোল, কর উচ্চ রোল,
যাইব যমুনা তীরে॥
পর ফুল মালা, সাজাহ অবলা,
সবারে যাইতে হবে।
দাম বসুদাম, সাজ বলরাম,
যাইতে হইবে সবে॥
যোগমায়া তখন, কহিছে বচন,
রাখাল সাজহ রাই!
চণ্ডীদাসে ভণে, দেখিগে নয়নে,
আমি তব সঙ্গে যাই॥

ধানশী।

যোগমায়া পৌর্ণমাসী (১) সাক্ষাতে আসিয়া।
লইল হরের সিঙ্গা আপনি মাগিয়া॥
সাজল রাখাল বেশ রাধা বিনোদিনী।
ললিতারে বলরাম কানাই আপনি॥

(১) বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

বলরামের ছেলে সিঙ্গা বলে রাম কানু।
মুরলী নহিলে কে ফিরাইবে ধেনু॥
চণ্ডীদাসে বলে যদি রাই বনমালী।
সলিল আনিয়া পত্রে করহ মুরলী॥

বরাড়ী।

আনন্দিত হৈয়া সবে পোরে (১) সিঙ্গা বেণু।
পাতাল হইতে উঠে নব লক্ষ ধেনু॥
চৌদিকে ধেনুর পাল হাম্বা হাম্বা করে।
তা দেখিয়া আনন্দিত সাবার অন্তরে॥
ইন্দ্র আইল ঐরাবতে দেখয়ে নয়নে।
হংস বাহনে ব্রহ্মা আনন্দিত মনে॥
বৃষভ বাহনে শিব বলে ভালি ভালি।
মুখ বাদ্য করে নাচে দিয়া করতালি॥
চণ্ডীদাসের মনে আন নাহি ভায়।
দেখিয়া সবার রূপ নয়ান জুড়ায়॥

বিভাষ।

গায়ে রাঙ্গা মাটী, কটিতটে ধটি,
মাথায় শোভিত চূড়া।
চরণে নূপুর, বাজে সবাকার,
গলে গুঞ্জমালা বেড়া॥

---

(১) নিনাদ করে।

সবাকার কুচ, হইয়াছে উচ (১),
এ বড় বিষম জ্বালা।
কমলের ফুল, গাঁথি শত দল,
সবাই গাঁথিল মালা॥
ঠারে ঠারে চূড়া, গলে দিল মালা,
নাসিয়ে পড়েছে বুকে (২)।
ফুলের চাপানে, কুচ ঢাকা গেল,
চলিল পরম সুখে॥
কেহ পীত ধটি, কেহ লয়ে লাঠি,
গর্জ্জন শব্দে দায়।
চণ্ডীদাসে ভণে, গহন কাননে,
শ্যাম ভেটিবারে যায়॥

বিভাষ।

যমুনার তীরে সবে যায় নানা রঙ্গে।
সাঙলী ধবলী বলী (৩) আনন্দিত অঙ্গে।
আসিয়া নিভৃত কুঞ্জে সবে দাঁড়াইল।
রাখাল দেখিয়া শ্যাম চমকি উঠিল॥
কোন্ গ্রামে বসতিরে কোন্ গ্রামে ঘর।
আমার কুঞ্জেতে কেন হরিষ অন্তর॥

---

(১) উচ্চ।

(২) বুকে হেলিয়া পড়িয়াছে। অদ্যাপি কৃষকেরা নিম্ন জমীকে নাসা জমী বলিয়া থাকে।

(৩) গাভীগণের নাম।

কাহার নন্দন তোরা সত্য করি বল।
মুখে হেসে বাক্য কহে অন্তরে বিভোল॥
রাধা অঙ্গের গন্ধে কৃষ্ণের নাসিকা মাতায়।
আপাদ মস্তক কৃষ্ণ ঘন ঘন চায়॥
ললিতা হাসিয়া বলে শুন শ্যাম ধন।
রাধারে না চেন তুমি রসিক কেমন॥
চণ্ডীদাস বলে শুন রাধা বিনোদিনি।
হের গো শ্যামের রূপ জুড়াবে পরাণি॥

নাপিতিনী মিলন।

ধানশী।

না ভাঙ্গিল মান দেখি চতুর নাগর।
বিশাখারে ডাকি কহে বচন উত্তর॥
শুনহ আমার কথা বিশাখা সুন্দরী।
আমারে সাজায়ে দেহ নবীন এক নারী॥
চূড়া ধড়া তেয়াগিয়া কাঁচলি পরিল।
নাপিতিনী বেশ ধরি নাগর দাঁড়াইল॥
জয় রাধে শ্রীরাধে বলি করিল গমন।
রাইয়ের মন্দিরে আসি দিল দরশন॥
কি লাগিয়ে ধূলায় পড়ে বিনোদিনী রাই।
হের এস তুয়া পায়ে যাবক (১) পরাই॥
চরণ মুকুরে শ্যাম নিজ মুখ দেখে।
যাবকের ধারে ধারে নিজ নাম লেখে॥

(১) আলতা।

সচকিত হয়ে ধনী চারু পানে চায়।
আচম্বিতে শ্যাম অঙ্গের গন্ধ কেন পায়॥
ইঙ্গিতে কহিল তখন বিশাখা সুন্দরী।
নাপিতিনী নহে তোমার নাগর বংশীধারী॥
বাহু পসারিয়া নাগর রাই নিল কোলে।
আর না করিব মান চণ্ডীদাসে বলে॥

কাকমাল্য মান।

ধানশী।

হলধর (১) ভয়ে মালা নাহি পারে দিতে।
ফিরিয়া আইল সখী করিয়া সঙ্কেতে॥
হেন কালে আইল কাক খাদ্য দ্রব্য বলে।
সেই হেতু নিল মালা ওষ্ঠে করি তুলে॥
আহার নাহিক হলো দিল ফেলাইয়া।
পবনে দিলেক তাহা বেগে উড়াইয়া॥
আসিয়া পড়িল ঠোঙ্গা চন্দ্রাবলী ঘরে।
খুলিয়া দেখিল মালা অতি মনোহরে॥
সঙ্কেত জানিয়া এথা খুঁজে (২) শ্যাম রায়।
দেখিতে না পায় পুন সাতলী খেলায়॥
এথা সেই মালা লয়ে আনন্দে পুরিল।
চন্দ্রাবেশ করি সেই মালা পরি এল॥
রাইকে দেখিবার তরে এল তার পাশ।
প্রশ্নেতে জানিল ভাল কহে চণ্ডীদাস॥

(১) বলরামের নাম। (২) অনুসন্ধান করে।

ধানশী।

শুনিয়া মালার কথা রসিক সুজন (১)।
গ্রহ বিপ্র বেশে যান ভানুর ভবন॥
পাঁজি লয়ে কক্ষে করি ফিরে দ্বারে দ্বারে।
উপনীত রাই পাশে ভানু রাজ পুরে॥
বিশাখা দেখিয়া তবে নিবাস জিজ্ঞাসে।
শ্যামল সুন্দর লহু লহু করি হাসে (২)॥
বিপ্র কহে ঘর মোর হস্তীনা নগর।
বিদেশে বেড়ায়ে খাই শুন হে উত্তর॥
প্রশ্ন দেখাবার তরে যে ডাকে আমারে।
তাহার বাড়ীতে যাই হরষ অন্তরে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে এই গ্রহাচার্য্য।
প্রশ্নেতে পারগ বড় গণনাতে আর্য্য॥
তোমাদের মনেতে যে আছে যে বলিবে।
ইহারে জড়ায়ে ধর উত্তর পাইবে॥

অনুরাগ।—সখী সম্বোধনে।

শ্রীরাগ।

কি রূপ দেখিনু সই কদম্বের তলে।
লখিতে নারিনু (৩) রূপ নয়নের জলে॥
কি বুদ্ধি করিব সই কি বুদ্ধি করিব।
নিতি নব অনুরাগে পরাণ হারাব॥

---

(১) শ্রীকৃষ্ণ। (২) অল্প অল্প হাসে—মুচকিয়া হাসে।
(৩) দেখিতে পারিলাম না।

কিবা নিশি কিবা দিশি কালা পড়ে মনে ;
দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে ॥
গৃহকাজে নাহি মন কর নাহি সরে।
শ্যাম নাম শুনিতে পুলকে অঙ্গ ভরে ॥
তাহে সে মোহন বাঁশী রাধা রাধা বাজে।
পরাণ কেমন করে মনু (১) লোক লাজে ॥

* * * *
* * * *

নায়িকার পূর্ব্বরাগ।

সুহই।

শুনিয়া মুরলী ধ্বনি, ধ্যান ছাড়ে যত মুনি,
জপ তপ কিছুই না ভায়।
তৃণ মুখে ধেনু যত, ঊর্দ্ধ মুখে রহত,
বাছুরে দুগ্ধ নাহি খায় ॥
ময়ূর পাখের চূড়া, মালতীর মালে বেড়া,
ভুবন মোহন তার বেশ।
অগুরু চন্দন, তনু ঘন লেপন,
সৌরভে ভরল সব দেশ ॥
ব্রজরাজ নন্দন, অনন্ত জীবন ধন,
নাম তার সুন্দর কানাই।
তাঁহার আঁখের ঠারে, এ দেশ তাঁহার ডরে,
ঘরের বাহির হইতে নাই ॥

(১) মরিলাম।

অনুরাগ।—প্রকারান্তর।

শ্রীরাগ।

জাবট (১) নিকট দিয়া, যায় বেণু বাজাইয়া,
তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে।
দেখি বলি আইনু আমি, ফিরিয়া না চাহিলে তুমি,
আঁখি রহিল চাঁদ মুখ চেয়ে॥
শ্রীদামের সঙ্গে সঙ্গে, নাচিতে নাচিতে রঙ্গে,
দাঁড়াইলে হলধরের বামে।
কাঁদিতে কাঁদিতে হাম, হয়ে বাউরী নিয়ম (২)
প্রবেশিলাম ললিতার ধামে॥
তোঁহা রূপ গুণ স্মরি, ধৈরজ ধরিতে নারি,
মূরছিত মূরলীর গানে।
হৃদয়ে বাঢ়য়ে রতি, যে না মিলে পতী সতি,
কুলের ধরম নাহি জ্ঞানে॥

(১) "জাবট" বৃন্দাবনের একটি পল্লী।
(২) পাগলের মত হইয়া।

সম্পূর্ণ।